নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

যাওয়া আসার পথে পথে

৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, ০৫ অগ্রহায়ণ – ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ ঃ ২২ নভেম্বর – ২৮ নভেম্বর, ২০২৫

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 05, 22 November - 28 November, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিহার বিধানসভার ফলে

২৪৩ আসনের মধ্যে ২০২টি আসন পেল এনডিএ। ১০১টি আসনে লড়ে বিজেপি ৮৯টি আসন পেয়ে সব চেয়ে বড় দল হয়েছে। সম সংখ্যক আসনে লড়াই করে জেডিইউ পেয়েছে ৮৫টি। চিরাগের দল ২৭এ ১৯। ধরাশায়ী তেজস্বী-রাহুল।

রবিবার : কাজের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত বাংলার বিএলওদের।

একজন করে সহকারী চেয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা। এই দাবী মেনে যে বুথে ১২০০র বেশি ভোটার সেখানে একজন করে এসিস্টেন্ট বিএলও দিতে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে জেলাশাসকদের।

সোমবার : ভুল আর বিভ্রান্তি পিছু ছাড়ছে না এসএসসির।

ইন্টারভিউএর তালিকা প্রকাশ হতেই সেখানে দেখা মিলল অযোগ্যের। অভিযোগ, এ ছাড়াও বহু ভুল রয়েছে তালিকায়। শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। ফলে আদালতে চলল তালিকা।

মঙ্গলবার : বাংলাদেশে প্রশাসন থেকে বিচারক সবাই সম্ভবত জঙ্গীদের

কবলে। তাই বিচারের প্রহসনে প্রাক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনালো বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও। সমালোচনা শুরু হয়েছে চারিদিকে।

বুধবার : প্রায় ৭০ কোটি টাকা তছরূপের মামলায় রাজ্যের এক

আমলা গোদালা কিরণ কুমারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল সিআইডি। পরে ইডির হাতে যায় তদন্ত। এবার নজিরবিহীন ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠনে উদ্যোগী হল ইডি।

বৃহস্পতিবার: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে দাগি শিক্ষকদের বিস্তারিত

তালিকা প্রকাশ করতে এসএসসিকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বাদ দেওয়ার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ইন্টারভিউএ দাগিরা ডাক পাওয়াতেই এই নির্দেশ।

শুক্রবার: গত সেপ্টেম্বরে জেন জি বিক্ষোভে দেশ ছেড়েছিলেন

প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। এবার সেই ওলির দল কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপালের নেতা কর্মীদের সঙ্গে বরা জেলার সীমারায় বিরোধ বাধে জেন জিদের। জারি হয় কারফিউ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত দেখিয়ে দিচ্ছে

বাংলায় অনুপ্রবেশ বাস্তব

শক্তি ধর

ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ চলছে বর্ডার কমিশনের সভাপতি স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট দেশ ভাগের সীমান্ত লাইন টানার পর থেকে। একই দেশের নাগরিক একে অপরের কাছে বিদেশী বলে পরিচিত হল এই র‍্যাডক্লিফ লাইনের খোঁচায়। নিজের দেশের মধ্যে হাজার হাজার বছরের অবাধ যাতায়াত রাতারাতি হয়ে গেল অবৈধ। বাংলার দিকে পড়ল পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল যা পরে আরও এক ভাগ হয়ে হয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ এবং ভারত ৪,১৫৬.৫৬কিমি (২,৫৮২ মাইল) দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমানা ভাগাভাগি করে যা বিশ্বের পঞ্চম দীর্ঘতম ভূমি সীমানা। এর মধ্যে আছে আসাম ২৬২ কিমি (১৬৩ মাইল), ত্রিপুরা ৮৫৬ কিমি (২৭৫ মাইল), মিজোরাম ১৮০ কিমি (১১০ মাইল), মেঘালয় ৪৪৩ কিমি (২৭৫ মাইল) এবং পশ্চিমবঙ্গ ২,২১৭ কিমি (১,৩৭৮ মাইল)। পশ্চিমবঙ্গের এই সীমানা ভাগ করে নিয়েছে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদা,

নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। এর মধ্যে আবার উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত এলাকা সবচেয়ে বড় এবং স্থল ও জল সীমানায় বিভক্ত। সেই উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের আপাত অরক্ষিত হাকিমপুর সীমান্ত এখন সারা দেশে সাড়া ফেলেছে কারণ এসআইআর-এর ভয়ে বাংলাদেশে পালাবার জন্য এরাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে সেখানে জড়ো হয়েছে বিপুল সংখ্যক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। বিএসএফ তাদের পরীক্ষা করে হয় আটক করছে নয়তো পুশ ব্যাক করে দিচ্ছে ওপারে।

অর্থাৎ স্বরূপনগর দেখিয়ে দিল আজ থেকে ২০ বছর আগে বাংলার আজকের মুখ্যমন্ত্রী এবং বাম আমলের লড়াকু নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বাংলায় ভয়াবহ অবৈধ অনুপ্রবেশের যে অভিযোগ করেছিলেন তাকে তখনকার শাসক বামেরা কষ্ট কল্পনা বলে কটাক্ষ করলেও বাস্তবে তা ছিল ১০০ শতাংশ সত্যি। এখন আবার ঠিক তার উল্টো। আজকের বিরোধী বিজেপি যখন অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশ বলে চেঁচাচ্ছে তখন শাসক মমতা তাকে অপপ্রচার বলে অস্বীকার করছেন। বাংলায় শাসক বিরোধীদের এই অবস্থান পরিবর্তনই আসলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের মূলধন। সেই মূলধন কাজে লাগাতেই টাকাপয়সা খরচ করে তারা এ রাজ্যে আসে। তারা জানে এখানে শাসককে ভোট দিয়ে খুশি করতে পারলেই মিলবে প্রয়োজনীয় কাগজ, কাজ, থাকার জায়গা, বিনা পয়সার রেশন, নানা প্রকল্পের সুবিধা। একটু বলিয়ে কইয়ে হলে এখানে নেতা, নেত্রী হওয়াও মোটেই কঠিন নয়। অথচ নিজের দেশে এসব পাওয়া তাদের কাছে নিতান্তই স্বপ্ন। আর আমাদের শাসকদের কাছে ক্ষমতার স্থায়িত্বই সব। দশ-বিশ-তিরিশ বছর রাজত্ব করতে পারলে দেশের মানুষের ভাতে-পাতে, রুজি-রোজগারে বিদেশীরা ভাগ বসালেও তাদের কিচ্ছু যায় আসে না। এইজন্যেই বিএসএফ-দালাল-পুলিশ-নেতা চক্রে সীমান্তে চলে কোটি কোটি টাকার খেলা।

এরপর পাঁচের পাতায়

গোয়েন্দা ব্যর্থতা প্রকট

ওঙ্কার মিত্র

ভারতে ঘটে চলা ধারাবাহিক অনুপ্রবেশ, পাচার, জঙ্গী কার্যকলাপ প্রমাণ করছে দেশে গোয়েন্দা ব্যর্থতা প্রকট। ভারতের নিরাপত্তা কি ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে? বুদ্ধিমত্তায় কি গোয়েন্দারা হেরে যাচ্ছেন অপরাধীদের কাছে? তারা কি সোর্সহীনতায় ভুগছে? দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণ বড় করে সামনে নিয়ে এসেছে প্রশ্নগুলো। সূত্র মারফত যে খবর মিলছে তাতে পরিষ্কার, ভাগ্যের জোরে সেদিন যদি গাড়ি বিস্ফোরণটা না ঘটতো তাহলে যে বিষাক্ত নাশকতা অপেক্ষা করেছিল ভারতবাসীর জন্য তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, নিকটবর্তী ফরিদবাদ থেকে পরিচালিত সন্ত্রাসী মডিউলটি রাজধানী দিল্লি অঞ্চলে কমপক্ষে দেড় বছর ধরে সক্রিয় ছিল। এই সেলের প্রধান সদস্যরা, যারা এখন জইশে-মোহাম্মদ (জেইএম) এবং আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ (এজিইউএইচ) সংগঠনের সাথে যুক্ত, তারা একসাথে কাজ করছিল বলে অভিযোগ। দিল্লির পাওয়ার সেন্টার থেকে মাত্র এক পাথর নিক্ষেপের দূরত্বে তারা ২,৯০০ কেজি বোমা তৈরির সরঞ্জাম সংগ্রহ করছিল, যা ভারতের প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যার নেতৃত্বে গোয়েন্দা সংস্থা (আইবি) কোনও সনাক্তকরণ করেনি। অর্থাৎ কিছুতেই আড়াল করা যাবে না গোয়েন্দা ব্যর্থতাকে।

'সাদা কোট সন্ত্রাসী' নামে অভিহিত উচ্চ শিক্ষিত চিকিৎসা পেশাদারদের নিয়ে এই অত্যাধুনিক মডিউলের আবিষ্কার দেশের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দক্ষতার উপর স্পষ্ট আলোকপাত করেছে। সূত্রগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এনসিআর-এ এত গভীরভাবে প্রোথিত একটি মডিউল যে কাজ করছে সেই গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে তাদের স্পষ্ট এবং বিপর্যয়কর ব্যর্থতা রয়েছে। দিল্লির পাওয়ার সেন্টারের ঠিক পাশেই এই ধরণের একটি মডিউল সক্রিয় ছিল তা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর দায়িত্ব এবং জবাবদিহীতা আইবির উপর বর্তায়।

পুলওয়ামায় জইশ-ই-মোহাম্মদের পোস্টার দেখা যাওয়ার তদন্তের সিদ্ধান্ত না নিলে কাশ্মীর পুলিশ পুরো মডিউলটি প্রকাশ করতে পারত না। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এনসিআরে এই ধরণের মডিউল সক্রিয় থাকার বিষয়ে কারও কাছে ধারণা ছিল না। গাড়ি বিস্ফোরণের তদন্তকারীরা এখন বলছে অনেক বড়, বহু-শহরে আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল এই মডিউলের।

তথ্যের এই যে ব্যর্থতার জন্য সাম্প্রতিক অতীতে কোনও আইবি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার এই অভাবকেও সিস্টেমের একটি মৌলিক ত্রুটি হিসাবে দেখা হচ্ছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে ফরিদাবাদ সেলের দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের ফলে উদ্ভূত পদ্ধতিগত দুর্বলতাগুলি মোকাবিলা করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী।

এই ব্যর্থতা কিন্তু নতুন নয়। বিভিন্ন রাজ্য ঘটা জঙ্গী কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা নেয়নি দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলি।

এরপর পাঁচের পাতায়

ক্ষতিপূরণ পেল বাঘে আক্রান্ত পরিবার

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর আইনি লড়াইয়ের পর ক্ষতিপূরণ পেলেন বাঘে আক্রান্ত এক পরিবার। শুক্রবার বিকালে ক্যানিংয়ের সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিস থেকে আক্রান্ত পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতি পূরণের চেক তুলে দেওয়া হয়। ক্ষতি পূরণ পেয়েই মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন আক্রান্তের পরিবার।

উল্লেখ্য, প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা বালি ২ পঞ্চায়েতের বালি দক্ষিণ পাড়া গ্রামের বাসিন্দা হরিপদ মণ্ডল, পেশায় মৎস্যজীবি। এরপর পাঁচের পাতায়

তারাপীঠে সেবাইতদের মাতব্বরি মাতৃ দর্শনে অবহেলিত বিত্তহীনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তারাপীঠ : বীরভূম জেলার তারাপীঠে তারা মা দর্শনে প্রতিদিনই হাজার হাজার দর্শনার্থী-পূর্ণ্যার্থীরা ভিড় জমাচ্ছেন। যত দিন যাচ্ছে পুণ্যার্থীদের ঢল বাড়ছে তারাপীঠে। কিন্তু তারা মা দর্শনের ক্ষেত্রে তারাপীঠ মন্দিরের সেবাইতদের মাতব্বরিতে অনেক গরিব মধ্যবিত্ত মানুষরা অবহেলিত হচ্ছেন। কারণ মাতৃ দর্শনের ক্ষেত্রে প্রতি পদে পদে আপনাকে টাকা দিয়ে এগোতে হবে। যারা বড়লোক তারা নগদ টাকার বিনিময়ে ভিআইপি পাস নিয়ে তারা মা দর্শন করে নিচ্ছেন সহজেই। কিন্তু যারা গরীব মধ্যবিত্ত তারা দীর্ঘ লাইন অতিক্রম করে তারা মায়ের গর্ভগৃহে প্রবেশ

করতে পারবেন। গর্ভ গৃহে প্রবেশের মুখেই বড় একটি প্রণামী বাক্স বসানো আছে কাচের। সেখানে এক সেবাইত বা পান্ডা দাঁড়িয়ে আছেন। তারা আপনাকে বলবে প্রণামী দিন। আপনি দিলে ভালো না দিলে আপনাকে অবহেলা করে সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। তারপরই রাখা আছে মায়ের পাদ পদ্ম থালার উপর। সেখানেও এক সেবাইত দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিও বলবেন, মায়ের পায়ে হাত দিন আর প্রণামী দিন। যদি দিতে পারেন ভালো না হলে আবার তিনি অবহেলার ধাক্কা দেবেন। এরপরে কোনরকমে মায়ের কাছে পৌঁছলেন। সেখানেও দুদিকে দুই সেবাইত আছেন তারা বলবেন, মায়ের পায়ে মাথা ঠেকান আর প্রণামি দিন। যদি দিতে পারেন তাহলে ভালো ব্যবহার পাবেন আর যদি না দিতে পারেন আপনাকে ঠেলে বাঁদিক দিয়ে বার করে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এরপর পাঁচের পাতায়

অবহেলার শিকার সেরিকালচার অফিস

হলদিবাড়ি

তপন চক্রবর্তী, উত্তর দিনাজপুর : সরকারি অবহেলার কারণে কিভাবে একটি সরকারি সেরিকালচার বিল্ডিং চোখের সামনে দরজা জানলা খুলে নিয়ে যাচ্ছে সেটা কেউ দেখেও দেখছে না। প্রায় দুই বিঘা জমির উপর এই সেরিকালচারের বিল্ডিংটি সবার চোখের সামনে নষ্ট হয়ে গেলেও কারো কোন হেলদোল নেই। হলদিবাড়ি এলাকার এক গ্রামবাসী এই পড়ে থাকা ভূতুরে বাড়ি সম্পর্কে বলেন, আমরা সেরিকালচার অফিসারকে এখানে কোন একটি সেরিকালচার অফিস রাখার কথা বলেছিলাম। কিন্তু আমাদের কোন কথার গুরুত্ব না দিয়ে সরকারের একটি অফিস বিল্ডিংকে কিভাবে নষ্ট করছে আমাদের কাছে, যা দেখে ভীষণ খারাপ লাগছে। জানা যায়, ২০ বছর পূর্বে এই হলদিবাড়ির সেরিকালচার অফিসটি শুরু হবার ২ বছর যেতে না যেতেই এখান থেকে অফিসটি তুলে নিয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের কংগ্রেস নেতা প্রভাস সরকার বলেন, সরকারি বিল্ডিংটি পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে অথচ এই জমিটি সরকারের কাজের জন্য চাওয়া হলে সেটা দেওয়া হয়নি। কালিয়াগঞ্জে একটি মহিলা কলেজের জন্য এই জায়গাটি চাওয়া হয়েছিল কিন্তু সেরিকালচার কর্তৃপক্ষ এই জমিটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দেয়নি। অথচ আমাদের টাক্সের পয়সায় সরকার এই বিল্ডিং তৈরি করেও কেন সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করতে পারছে না তার কোন সদুত্তর নেই সংশ্লিষ্ট কারও কাছে।

রায়পুর নদীবাঁধে ফের ভাঙ্গন, আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত আলিপুর সদর মহাকুমার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের ডি-রায়পুর অঞ্চলের হুগলি নদী তীরবর্তী নদীবাঁধে আবারো ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। বাঁধের বেশ কিছু অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সেচ দপ্তর তড়িঘড়ি আপৎকালীন সংস্কারের কাজ শুরু করেছে। তবে অমাবস্যার কোটালের জেরে কি পরিস্থিতি দাঁড়ায় তা ভেবে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত। প্রসঙ্গত, প্রতিবছরই রায়পুর নদী বাঁধে বর্ষার সময় ভাঙ্গন দেখা দেয়। সেচ দপ্তর

রায়পুর নদী বাঁধে সংস্কারের কাজ চলছে। ছবি : অরুণ লোধ

এবং স্থানীয় ব্লক প্রশাসন সমন্বয় রেখে কোন রকমে আপৎকালীন ব্যবস্থা করে নদী বাঁধের। কিন্তু স্থায়ী নদীবাঁধ সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতার শ্লোকে মুখরিত হবে কলকাতা

কুনাল মালিক

আগামী ৭ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে হতে চলেছে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আসর। প্রসঙ্গত ২০২৩ সালে কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে গীতা পাঠের আসরে টার্গেট ছিল ১ লক্ষ মানুষের। উদ্যোক্তাদের দাবি সেই গীতা পাঠের আসরে মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন প্রায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার। তারপরে ২০২৪ সালে শিলিগুড়ির কাওয়াখালীর মাঠেও এইরকম গীতা পাঠের আসর করা হয়েছিল হিন্দু সনাতনী ও সাধু সন্তদের উদ্যোগে। সেখানেও প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছিল এমনকি ভিন রাজ্যের অনেক সনাতনী মানুষরা সেই গীতা পাঠের আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন। আগামী ৭ ডিসেম্বর যে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আসরের আয়োজন করেছে সনাতন সংস্কৃতির সংসদ এবং অন্যান্য সাধুসন্ত হিন্দু সনাতনীরা তা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে একটা প্রচারের ঝড় উঠেছে। এই ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের যে আসর হতে চলেছে তার মূল নেতৃত্ব দিচ্ছেন কার্তিক মহারাজ। সূত্রের খবর এই গীতা পাঠের আসরে উপস্থিত থাকতে পারেন গীতা মনীষী জ্ঞানানন্দ মহারাজ, বাগেশ্বর ধামের মহামণ্ডলেশ্বর ধীরেন্দ্র মহারাজ, নিগুঢ়ানানন্দ মহারাজ, রামদেব বাবা প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা। ভারতীয়

জনতা পার্টিরও অনেক শীর্ষ নেতৃত্ব এই গীতা পাঠের আসরে উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গ বীরভূমের সন্তদের প্রমুখ ভবা পাগলা সেবাশ্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহারাজ স্বামী বুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজ সম্প্রতি তার আশ্রমে বসে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ প্রসঙ্গে একটি প্রতিবেদন আমাদের পেশ করলেন। তিনি জানান, ২০ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত গীতা পাঠের প্রচারের উদ্দেশ্যে গোটা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। ওই রথ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে পরিক্রমা করবে। বীরভূমে এই রথযাত্রা শুরু হচ্ছে ২২ নভেম্বর। আসানসোল বর্ধমান হয়ে আগামী ২২ নভেম্বর ইলামবাজার প্রবেশ করবে রথ। তারপর সিউড়ি, মল্লারপুর, মোহাম্মদ বাজার, নলহাটি, রামপুরহাট হয়ে তারাপীঠে রথ আসবে ২৪ নভেম্বর। তারপর ওই রথ চলে যাবে কাটোয়ায়। উত্তরবঙ্গ বীরভূমের এই গীতা পাঠের আসর সফল করার জন্য ২০ জন বিভিন্ন মঠ, মন্দির, আশ্রমের মহারাজদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মূল দায়িত্বে আছেন স্বামী বুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজ। তিনি আরো জানান, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যে গীতা পাঠের আসর হতে চলেছে সেখানে মোট ১০০টি গেট করা হবে। প্রতিটি গেটের জন্য ৫১ হাজার টাকা দিতে হবে। এই টাকা মূলত প্রদান করবে বিভিন্ন কোম্পানি এবং বিভিন্ন আশ্রম-মঠ। এই গীতা পাঠের আসরের জন্য মোট খরচ হবে ৩ কোটি টাকা। বুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজ জানান, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আগামী ৭ ডিসেম্বর সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২ টো পর্যন্ত এই গীতা পাঠের আসর চলবে। তিনি সমস্ত হিন্দু সনাতনী এবং সাধু সন্তদের এই গীতা পাঠের আসরে আসার জন্য আন্তরিক আবেদন জানিয়েছেন। এই ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হল শান্তি, ঐক্য, সংহতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ করা।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

অর্থনীতি

বাজার স্বপ্ন দেখাচ্ছে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখাতে বলেছিলাম ২৫,৮০০ এর সাপোর্ট নিয়ে বাজার উপরের দিকে চলে যেতে পারে যদি বিহারের ফলাফল সন্তোষজনক হয়। আজ এই লেখা যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৬,০০০ কে টাচ করে উপরের এই যে দেশীয় বিনিয়োগকারীদের আস্থা এবং সেই অনুযায়ী ক্রমাগত কেনাকাটা করার জন্য বাজার উপরের দিকে। এই সপ্তাহে বাজার ২৬,২০০ লেভেলের উপর পর পর দুই দিন যদি বন্ধ হতে পারে তবে ২৬,৫০০ থেকে ২৬,৮০০ খুব বেশি দূরে নয়। মর্গান স্ট্যানলি ঘোষণা করেছে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক ১ লাখ ৭ হাজার টাচ করতে পারে যা

দিকে চলছে। এই মুহূর্তে ২৫৮০০ লেভেল খুব ভাল রকমের সাপোর্ট তবে বাজার ধীরগতিতে উপরের দিকে চলেছে অবশ্য এরও একটা বড় কারণ রয়েছে সেটা হচ্ছে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা এখনো ফেরেনি এবং দিনের পর দিন তাদের বিক্রি চলছেই। তবে আসার কথা যথেষ্টই একটা পজিটিভ বার্তা এবং এর সাপেক্ষে বাজার এখন থেকে এক বছরের মধ্যে ব্লু চিপ স্টকে ২০ শতাংশ রিটার্ন দিতে সক্ষম। কাজেই এই মুহূর্তে বাজারের কাছে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরানোটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ইউরোপ–ভারত সেতুবন্ধনে উদ্যোগী স্লোভেনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল ১৮ নভেম্বর। ইউরোপ–ভারত সেতুবন্ধনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এদিন। স্লোভেনিয়ার ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত হি. ই. মি. টোমাজ মেনসিন তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে স্লোভেনিয়া ও ভারত তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করছে এবং ইতিমধ্যেই চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদনে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি, দুই দেশ একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে চলেছে, যা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে আরও বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতীয় দূতাবাস সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং সহযোগিতার নতুন তৈরি করছে।

সভায় এমসিসিআই–এর প্রাক্তন সভাপতি ও কলকাতায় স্লোভেনিয়ার মান্যবর কনসাল মি. শেও শঙ্কর বাগাড়িয়া–ও বক্তব্য রাখেন। এমসিসিআই–এর কাউন্সিল অন ফরেন ট্রেড–এর চেয়ারম্যান মি. অরুণ কুমার গারোদিয়া উল্লেখ করেন যে সবুজ প্রযুক্তি, লজিস্টিকস ও পরিবহন, ফার্মাসিউটিক্যালস, তথ্য প্রযুক্তি, ম্যানুফ্যাকচারিং, পর্যটন এবং শিক্ষা বিনিময়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর মতে, যৌথ উদ্যোগ, ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদল এবং জ্ঞান বিনিময়কে উৎসাহিত করে ভারত ও স্লোভেনিয়া সম্ভাবনাকে সফল অংশীদারিত্বে পরিণত করতে পারে। ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে

ক্ষেত্র উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

স্লোভেনিয়া প্রায় ২০ লক্ষ জনসংখ্যার একটি দেশ, যার মাথাপিছু আয় ৩৫,০০০ ইউরো। দেশটিতে আয়–বৈষম্য খুবই কম। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ায় স্লোভেনিয়ার অর্থনীতি শক্তিশালী। জার্মানি স্লোভেনিয়ার প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার এবং তাদের বাণিজ্যের বড় অংশই অটোমোবাইল খাতকে কেন্দ্র করে। রাষ্ট্রদূত সবুজ প্রযুক্তি, লজিস্টিকস ও পরিবহন, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং তথ্যপ্রযুক্তি—এই গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর কথা উল্লেখ করেন, যেগুলো তাদের দেশে বিনিয়োগকারী ও ব্যবসার জন্য বিশাল সম্ভাবনা ধরতে গিয়ে মি. গারোদিয়া বলেন, যে জি–২০ সম্মেলনে ঘোষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'ইন্ডিয়া–মিডল, ইস্ট–ইউরোপ ইকোনমিক করিডোর', যা স্থল ও সমুদ্র পথকে যুক্ত করবে। তা মহাদেশগুলিকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি গেমচেঞ্জার হবে এবং ভারতের সঙ্গে বিশ্বের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে। অধিবেশনটি এমসিসিআই–এর কমিটি সদস্য মি. মহেশ চন্দ্র কেয়ালের প্রস্তাবিত আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শেষ হয়।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন

এই নম্বরে ৯০৮৮৭০৩০৪৪

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

জেনে রাখা দরকার

লোকনৃত্য

রাজস্থানের লোকনৃত্যগুলি হল– কালবেলিয়া, চারি, ঘুমর, আগুন নাচ ও কাচ্চি গোরি। কালবেলিয়া গোষ্ঠীর মহিলারা এই নৃত্য পরিবেশন করেন। এই গোষ্ঠীর আদি পেশা ছিল সাপ ধরা ও সাপের বিষের ব্যবসা। এই নৃত্য শৈলী স্বাভাবিক কারণেই তাই সাপের নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। এই নৃত্যের

পোশাক কালো রঙের, সঙ্গে বাজনা হিসেবে থাকে ডাবলি, সাপুড়ের বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। চারি নৃত্যে নৃত্যশিল্পীরা মাথায় পেতলের পাত্র নিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। পেতলের পাত্রের ওপর থাকে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ। রাজস্থানের কিষানগড় অঞ্চলের চারি নৃত্যশিল্পীরা অত্যন্ত দক্ষ। রাজপুত গোষ্ঠীর মানুষের নাচ ঘুমর। মঙ্গল অনুষ্ঠানে রাজপুত রমণীরা এই নৃত্য পরিবেশন করে। প্রায় সব রাজপুত রমণীরই নাচটি করায়ও। ঘুমরের মতোই আরেকটি নাচ পানিহারি। পানিহারি নাচে মেয়েদের সঙ্গে থাকে মাটির কলসী। এই দুটি নৃত্যশৈলীই সরল। রাজস্থানের বানজারা গোষ্ঠীর মানুষের নাচ অগ্নি নৃত্য। এই নাচে নৃত্যশিল্পীর দুহাতে থাকে দুটি জ্বলন্ত লাঠি, মুখে থাকে কেরোসিন। নাচের সময় নৃত্যশিল্পী মুখের কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালায়। বিকানির ও চুরু জেলার জসনথিরা অন্য এক ধরনের অগ্নি নৃত্য করে। কাচ্চি গোরি রাজস্থানের বিয়ের নাচ। আদিতে শেখাবতির ডাকাত অধ্যুষিত অঞ্চলের এই নাচটিতে নৃত্যশিল্পীরা এমনভাবে সাজে যেন মনে হয় ঘোড়ায় চড়ে তারা চলেছে। নৃত্যশিল্পীদের হাতে থাকে খোলা তলোয়ার। ঘোড়া সাজার জন্যেও থাকে এক দল নৃত্যশিল্পী। গুজরাতের প্রধান লোকনৃত্য গরবা নাচ। নবরাত্রি, বসন্ত পঞ্চমি, হোলি, শারদ পূর্ণিমা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মহিলারা এই নাচটিতে অংশ নেন। এই নাচের বৈশিষ্ট্য হল গান গাইতে গাইতে ও হাততালি দিতে দিতে নির্দিষ্ট ছন্দে গোল হয়ে ঘোরা। নবরাত্রির সময় নয় দিন রাতেই গরবা নাচ করেন গুজরাতি মহিলারা। গুজরাতের আরেকটি বিখ্যাত লোকনৃত্য ডান্ডিয়া। ডান্ডিয়া নাচে নৃত্যশিল্পীর দুহাতে থাকে লাঠি। দল বেঁধে নির্দিষ্ট তালে দুটি লাঠিতে আঘাত করতে করতে ঘুরতে থাকে নৃত্যশিল্পীরা। গরবা নাচে শুধু মহিলারা অংশ নিলেও ডান্ডিয়াতে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে অংশ নিতে পারে। গোল হয়ে ঘোরার ছন্দ গরবার চাইতে সামান্য কঠিন ডান্ডিয়া রাসে। পাঞ্জাবের সবচেয়ে বিখ্যাত লোকনৃত্য ভাঙরা। ফসল ওঠার আনন্দের নাচ ভাঙরা। বৈশাখি উৎসবে ভাঙরা নাচা হয়। ভাঙরা নাচিয়েদের মাথায় থাকে রঙিন পাগড়ি পটকা, পরনে থাকে একই রঙের লুঙ্গি ও কালো বা নীল রঙের জামা এবং পায়ে থাকে ঘুঙরু। শিয়ালকোটি, শেখুপুরি, মালবা, মাঝা প্রভৃতি নানান ধরনের ভাঙরা নাচ আছে।

পাঞ্জাবের লোকনৃত্য ভাঙর

পাঞ্জাবের মহিলাদের নাচ গিড্ডা। লোরি উৎসবের পাঞ্জাবি মহিলারা এই নাচটি নেচে থাকেন। এই নাচের সময় একজন ঢোলকি বাজায় বাকিরা নির্দিষ্ট ছন্দে হাততালি দিতে দিতে গোল হয়ে ঘোরে। মহারাষ্ট্রের লোকনৃত্য তামাশা বা লাভানি। গানের সঙ্গে পরিবেশিত হয় এই নাচ, সঙ্গে থাকে বাদ্যযন্ত্র ঢোলক। মেয়েরা শাড়ি পরে এই নাচ পরিবেশন করে। মহারাষ্ট্রের আরেকটি লোকনৃত্য ডিন্ডি। সাধারণত কার্তিক মাসের একাদশীতে এই নাচটি পরিবেশিত হয়। কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এই ধর্মীয় আধ্যাত্মিক নাচে। অসমের বিখ্যাত লোকনৃত্য বিহু। বিহু উৎসব উপলক্ষে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সবাই এই নাচে অংশ গ্রহণ করে। অসমের সবচেয়ে বড় উৎসব বোহগি বিহু বা রঙ্গালি বিহু হয় এপ্রিল মাসে। এই উৎসব উপলক্ষে নাচা হয় বিহু নাচ। বিহু নাচে ছেলেরা পরে ধুতি–গামছা, মেয়েরা চাদর–মেখলা। নাগাদের লোকনৃত্য খামা লিম ফসল কাটার নাচ। ছেলেমেয়েদের দুটি দলের দুটি সারিতে দাঁড়িয়ে নাচা খাম্বা লিম–এর বৈশিষ্ট্য। এছাড়া

নাগাদের নাচে পায়ের নড়াচড়া খুব বেশি। তুলনায় শরীরের মূল কাঠামো বা কাঁধের নড়াচড়া কম। দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য, অসাধারণ ওপরে উল্লেখিত লোকনৃত্যগুলি ছাড়াও সারা এসব লোকনৃত্য।

PSC ক্লার্কশিপ মেইনস ডিসেম্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ২০২৩ সালের ক্লার্কশিপ–পার্ট–১ পরীক্ষায় সফলদের মেনস পরীক্ষা হবে ২৮ ডিসেম্বর, রবিবার বেলা ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত।

কেন্দ্র: কলকাতা, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার, হাওড়া পার্ট–১ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হবে কলকাতা কেন্দ্রে।

ব্যারাকপুর ও বারাসাত পার্ট–১ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হবে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে।

চুঁচুড়া, বর্ধমান, দুর্গাপুর পার্ট–। কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হবে বর্ধমান কেন্দ্রে।

মেদিনীপুর, তমলুক, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম পার্ট–। কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হবে মেদিনীপুর ও খড়গপুর কেন্দ্রে।

সিউড়ি, কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর পার্ট–। কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হবে বহরমপুর কেন্দ্রে, মালদা, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ পার্ট–১ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হবে রায়গঞ্জে।

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ি,

কালিম্পং, দার্জিলিং পার্ট–। কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হবে শিলিগুড়িতে।

দ্বিতীয় পার্টে প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের ১ ঘণ্টার পরীক্ষা। দ্বিতীয় পার্টে **পরীক্ষার বিষয়:** (ক) ইংরিজি –৫০ নম্বর। এই পেপারে থাকবে রিপোর্ট লেখা, সামারি বা, প্রেসি লেখা, বাংলা থেকে ইংরিজিতে অনুবাদ করা।

(খ) বাংলা/হিন্দি/ নেপালী /উর্দু/সাঁন্তাড়–৫০ নম্বর। এই পেপারে থাকবে রিপোর্ট লেখা, সামারি বা, প্রেসি লেখা, ইংরিজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা।

প্রথম ও দ্বিতীয় পার্টে কোয়ালিফাই করলে এরপর কম্পিউটার টেস্টের জন্য ডাকা হবে। প্রতিটি গ্রুপ/পেপারে থাকবে আলাদা কোয়ালিফাইং নম্বর। কোনোটিতে কোয়ালিফাইং নম্বর না পেলে সফল হতে পারবেন না। তপশিলী, ও.বি.সি.দের জন্য কোয়ালিফাইং নম্বরে ছাড় আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ক্লার্কশিপ পার্ট। পরীক্ষা হয়েছিল ২০২৪ সালের ১৬ ও ১৭ নভেম্বর। সফল হয়েছেন ৮৯,৮২১ জন প্রার্থী। পার্ট–১ পরীক্ষায় কাট অফ নম্বর হয়েছিল জেনারেল প্রার্থীদের বেলায় ৪৯, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ৪৮, ও.বি.সি.–বি ক্যাটেগরি ৪৮, তপশিলী জাতি ৪৭, তপশিলী উপজাতি ২৯, ই.ডব্লু.এস. ১১.৭৫, প্রতিবন্ধী–এ ক্যাটেগরি –৩.৭৫, প্রতিবন্ধী–বি ক্যাটেগরি–৩.৭৫, প্রতিবন্ধী–সি ক্যাটেগরি–২.৭৫, প্রতিবন্ধী–ডি ক্যাটেগরি–২৩.৫, প্রাঃসঃকঃ–২, তপশিলী জাতি প্রাঃসঃকঃ –৭.৫, মেধাবী খেলোয়াড়–৫, ই.ডব্ল.এস. (প্রাঃসঃকঃ) ৬.৭৫।

৮ বাহিনীতে ১ লাখ কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো–তিব্বত সীমান্ত পুলিশ, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সশস্ত্র সীমা বল ও সেক্রেটারিয়েট সিকিউরিটি ফোর্স (এস.এস.এফ.)এ কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) পদে, নারকোটিক্স ব্যুরো (এন.সি.বি.) তে সেপাই পদে আর অসম রাইফেলসে রাইফেলম্যান (জেনারেল ডিউটি) পদে প্রায় ১ লাখ শূন্যপদ পুরণের জন্য দরখাস্ত নেওয়া হবে ১১ নভেম্বর থেকে। এই ৮ বাহিনীতে লোক নেওয়া হবে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে, কেন্দ্রীয় স্টাফ সিলেকশন কমিশনের Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs), SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles and Sepai In Narcotics Bureau Examination, 2026এর পরীক্ষার মাধ্যমে। এজন্য প্রথমে অনলাইনে লিখিত পরীক্ষা হবে। তাতে সফল হলে শারীরিক মাপজোখ, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। ২০২৬ সালের এই পরীক্ষা থেকে অন্তত ৫০–৬০ হাজার শূন্যপদ পূরণ করা হবে।

অন্তত মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৬র হিসাবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–১–২০০৩ থেকে ১–১–২০০৮এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মী ও বিভাগীয় কর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৭০ সেমি. (তপশিলী উপজাতি হলে ১৬২.৫ সেমি, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও পার্বত্য এলাকার প্রার্থী হলে ১৬৫ সেমি আর ত্রিপুরা ও সিকিমের নকশাল অধুষ্যিত প্রার্থীদের বেলায় ১৬০ সেমি) আর বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে ৮০ সেমি. ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি. (পার্বত্য এলাকার হলে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি.)। মহিলাদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি. (তপশিলী উপজাতি হলে ১৫০ সেমি, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও পার্বত্য এলাকার প্রার্থী হলে ১৫৫ সেমি.)। দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় এক চোখে ৬/৬ ও অন্য চোখে ৬/৯। কাছের বেলায় ভালো চোখে N6 ও খারাপ চোখে N9. ওজন হতে হবে উচচতা ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভাঙা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, ধনুকের মতো পা, ট্যারা দৃষ্টি, শুধুমাত্র বাঁ চোখ বোজানোয় অক্ষমতা, আঙ্গুলগুলি নাড়াচাড়া করায় অক্ষমতা, শিরাস্ফীতি, অন্য কোনো

শারীরিক ত্রুটি, চোখে চশমা বা, কন্ট্যাক্ট লেন্স কিংবা বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদনের যোগ্য নন। মূল মাইনে সেপাই পদে ১৮,০০০–৫৬,৯০০ টাকা আর অন্যান্য পদে ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা (সি.বি.ই.) হবে আগামী বছর মার্চ–এপ্রিলে। এই পরীক্ষায় ১৬০ নম্বরের ৮০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে: (১) পার্ট–এ জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং–৪০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (২) পার্ট–বি: জেনারেল নলেজ অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (৩) পার্ট–সি: এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স–৪০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (৪) পার্ট–ডি: ইংরিজি/হিন্দি –৪০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৬০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। এই পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলা ভাষা–সহ সারা রাজ্যের ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায়। প্রশ্ন হবে মাধ্যমিক মানের।

কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা (PST) ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার (PET) জন্য ডাকা হবে। তখন সব সার্টিফিকেট পরীক্ষা করা হবে।

শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষায় প্রথমে থাকবে ছেলেদের বেলায় ২৪ মিনিটে ৫ কিমি দৌড় আর মেয়েদের বেলায় ৮.৩০ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়। সফল হলে ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় লিখিত পরীক্ষার নম্বর দেখা হবে। শারীরিক মাপজোখ বা, শারীরিক সক্ষমতায় পাওয়া নম্বর দেখা হবে না। প্রতিটি রাজ্যের জন্য আলাদা মেধা তালিকা তৈরি হবে। সাধারণ প্রার্থীরা ৩০% আর ও.বি.সি.ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীরা ২৫% আর অন্যান্য ক্যাটেগরির প্রার্থীদের বেলায় ২০% নম্বর পেলে সফল হবেন। এন.সি.সি.র সি সার্টিফিকেট পাশরা ৫% বি সার্টিফিকেট পাশরা ৩% আর এ সার্টিফিকেট পাশরা ২% -- নম্বর পাবেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.ssc.gov.in অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে ১১ নভেম্বর থেকে। চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.ssc.gov.in এজন্য একটি বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (৪ থেকে ২০ কেবির মধ্যে) ও. সিগনেচার (১ থেকে ১২ কেবির মধ্যে) স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ইউ.পি.আই., ভীম, নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জমা দিতে পারবেন। তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, মহিলা ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২২ নভেম্বর – ২৮ নভেম্বর, ২০২৫

মেষ রাশি : কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে এবং কঠোর পরিশ্রমের ফল ভালো হবে। জমি, ভবন, পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রচেষ্টা সাফল্য আনবে। শিক্ষার্থীরা মনোনিবেশ করবে এবং ভালো ফলাফল করবে। বিশেষ করে যেহেতু সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত কিছু উদ্বেগ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকবে এবং বিবাহিত জীবনে মানসিক বোঝাপড়া অপরিহার্য হবে।

বৃষ রাশি : ক্যারিয়ার, ব্যবসা এবং শিক্ষার জন্য শুভ। ভ্রমণ সম্ভব। ব্যবসায়ীদের বড় কোনও লাভ হতে পারে। বিশ্বাসযোগ্যতা আরও দৃঢ় হবে। কিছু ইচ্ছাপূরণ হতে পারে এবং বাড়িতে প্রিয়জনের আগমনে পরিবেশ খুশির হবে। বুদ্ধিমানের সাথে সিদ্ধান্ত নিন, তাড়াহুড়ো যেকোনো সুযোগকে দুর্বল করে দিতে পারে। বিবাহিত জীবন ভালো হবে।

মিথুন রাশি : যেকোনো কাজ চূড়ান্ত করার আগে চিন্তা করা অপরিহার্য। চাকুরীজীবীরা তাড়াহুড়ো করে ভুল করতে পারেন। অর্থের অনিয়ন্ত্রিত ব্যয় বাজেট নষ্ট করতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

কর্কট রাশি : কর্মজীবনে ক্ষমতা সর্বজনস্বীকৃত হবে এবং একটি পদ বা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন। চাকরি পরিবর্তনের একটি পুরানো প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। স্বাস্থ্য উন্নত হবে। পারিবারিক সহায়তা পাবেন এবং প্রিয়জনের নির্দেশনায় ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ সম্ভব। আর্থিক লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। প্রেম এবং বৈবাহিক জীবন মজবুত থাকবে।

সিংহ রাশি : কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাবে এবং পরিশ্রম তাৎক্ষণিক ফলাফল দেবে। স্বাস্থ্য এবং সম্পর্ক উভয়ই ভালো থাকবে। বাড়িতে শুভ ঘটনা বা পারিবারিক সমাবেশ সম্ভব। প্রেমের সম্পর্ক বিবাহের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। পদোন্নতি, সম্মান বা আর্থিক লাভের শুভ সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ব্যবসায় সহায়তা এবং মূলধন উভয়ই পাওয়া যাবে।

কন্যা রাশি : কর্মজীবনে বিশেষ সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। কাজের প্রশংসা করা হবে এবং বিরোধীদের উপর অগ্রসর হবেন। বাড়িতে কোনও শুভ ঘটনার সম্ভাবনা থাকতে পারে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, যা মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করবে। প্রেমের সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকবে এবং বিবাহিত জীবনে মানসিক বোঝাপড়া অপরিহার্য হবে। স্বাস্থ্য উন্নত হবে।

তুলা রাশি : সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং খ্যাতি অর্জনের জন্য একটি দুর্দান্ত সময়। সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোনও স্থগিত কাজ এখন সফল হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমার্ধ খুবই অনুকূল, অগ্রগতি এবং সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষার্থীরা উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল পেতে পারে। ব্যবসায় আটকে থাকা অর্থ হঠাৎ প্রাপ্ত হবে। ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এবং মানসিক শান্তির প্রতি আকর্ষণ থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : আবেগ, শক্তি এবং অর্থ সবের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে তর্ক এড়িয়ে চলুন এবং সহকর্মীদের ছোটখাটো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেবেন না। মৌসুমী রোগ এড়াতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা থেকে বিরত থাকতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সতর্কতা প্রয়োজন।

ধনু রাশি : পরিবারের পূর্ণ সমর্থনে ক্যারিয়ার, ব্যবসা এবং স্বাস্থ্যে কিছু প্রতিকূলতা আসনে। অলসতা ত্যাগ করুন। ভ্রমণ হবে কিন্তু প্রত্যাশিত লাভ কম হবে। ব্যবসায়িক বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করা উচিত। শেষার্ধে স্ত্রীর সাথে সময় মধুর হবে।

মকর রাশি : রিয়েল এস্টেট বা আদালতের মামলাগুলি সমাধান হতে পারে। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা লাভের নতুন পথ খুলে দিতে পারে। ব্যবসায় দুর্দান্ত সাফল্য এবং বাজারে খ্যাতি বৃদ্ধির ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার অগ্রগতি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে।

কুম্ভ রাশি : চাকরিজীবীদের জন্য একটু কঠিন হতে পারে। কাজে হঠাৎ পরিবর্তন আসতে পারে বা চাপ বাড়তে পারে। সিনিয়রদের সাথে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ এবং সংযত রাখুন। ব্যবসা স্বাভাবিক থাকবে, প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। প্রেমের সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য উদ্বেগের বিষয় হতে পারে।

মীন রাশি : প্রচেষ্টা ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণ ফল দেবে। কাজের প্রশংসা হবে এবং লক্ষ্যগুলি নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন হবে। বিলাসবহুল জিনিসপত্রের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে এবং পারিবারিক ভ্রমণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। আর্থিক লাভের ইঙ্গিত আছে। পুরানো বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে এবং ধার করা অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

শব্দবার্তা ৩৬৮

১		২		৩			
				৪		৫	
৬	৭						
	৮						
				৯			
			১০			১১	১২
	১৩				১৪		
			১৫				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল ৪। নিবিড়, গহন ৬। চরণ ৮। ছোট মোটা লাঠি ৯। হর্ষ, তৃপ্তি ১৩। ব্যাধ ১৫। ভীতুর থাকে না

উপর–নীচ

১। তাপ ২। মদ, সুরা ৩। কাব্যে লগ্ন ৫। সূর্যপুত্র ৭। একেবারে শেষ ১০। বেগ, গতি ১২। যা বাড়ন্ত ১৪। উৎকৃষ্ট

সমাধান : ৩৬৭

পাশাপাশি : ১। জীব ৫। মহাকাল ৭। নগর ৮। সভাজন ১০। দহরম ১৩। সধবা ১৪। ফরমান ১৫। সাজা

উপর–নীচ : ১। তামরস ২। মাল ৪। বনচর ৬। কাগজ ৯ ভালোবাসা ১১। হন্দর ১২। মসনদ ১৪। ফল

শিল্পতালুককে চাঙ্গা করতে ভোটের মুখে এগিয়ে এল সরকার

মলয় সুর, হুগলি : একসময় সিঙ্গুর থেকে ন্যানো গাড়ি বিদায়ের পরে রাজ্যের শিল্প মানচিত্রে হুগলি জেলাকে সামনের সারিতে তুলে আনতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকেই এখন পাখির চোখ করতে চাইছে রাজ্য সরকার। তার জন্য একাধিক উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য শিল্প দপ্তর। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মানোনয়ন ঘটাতে হুগলি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি হচ্ছে নতুন শিল্পতালুক। শিল্প স্থাপনের জন্য যেখানে সব রকমের সুবিধা মিলবে। তার মাধ্যমে জেলায় বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশাবাদী শিল্প দপ্তরের অধিকর্তারা। চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত এক

শিল্প বৈঠকে সাংবাদিক সম্মেলনে যে সরকারি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তাতে এমনি কথা শোনানো হয়েছে। ন্যানো কারখানা তৈরি সিদ্ধান্ত নেয়ার পরে রাতারাতি প্রচারের আলোয় চলে এসেছিল সিঙ্গুর। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের জমি আন্দোলনের জেরে সিঙ্গুর থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ন্যানোকারখানা গুজরাটের সানন্দে চলে যায়। বর্তমানে জায়গাটা অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। সেটা কি আবার পুনরুদ্ধার করতে জমি আন্দোলনের আঁতুর ঘরেই ক্ষুদ্র মাঝারি ধরনের শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। তার জন্য সিঙ্গুরের জাতীয় সড়কের লাগোয়া বোড়াই তেলের মোড়ে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। তার চার ধারে চলছে পাঁচিল তোলার কাজ। সেখানেই গড়ে উঠবে কৃষিভিত্তিক শিল্প। সিঙ্গুর মূলত কৃষিভিত্তিক এলাকা। সেই কারণেই কৃষিভিত্তিক শিল্পের উপরে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী তথা সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্নার কথায়, সিঙ্গুরে এখনো তিন ফসলি জমি রয়েছে। এখানে আলু ধান ও আনাজের ফলন ভালো হয়। বিশেষ করে আলুকে শুধুমাত্র রান্নাঘরে সীমাবদ্ধ না রেখে শিল্প ক্ষেত্রে আলুর ব্যবহার বাড়ানো দরকার। আলুর চিপস ও খাদ্য সামগ্রী তৈরি নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাতে কৃষকরা লাভবান হবেন। শিল্প তালুকের জন্য ১৮০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কাজ সম্পন্ন হলে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে। তা থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আনুমানিক ৫ হাজার জনের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া ধনেখালির দশঘড়ায় অবস্থিত হ্যান্ড মেড পেপার সেন্টার পুনরোজ্জীবিত করার কাজ চলছে। তার জন্য ১.৭৪ কোটি টাকা খরচ হবে। হুগলি জেলায় বেসরকারি শিল্প তালুক তৈরি করে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে চায় রাজ্য সরকার।

দুই দেশের জল সীমানা বিবাদের জেরে বিপাকে মৎস্যজীবিরা

রবীন দাস, নামখানা : আবারো ভারতীয় জল সীমানা লঙ্ঘন করল বাংলাদেশের মৎস্যজীবীরা। ১৭ নভেম্বর ভারতের উপকূল রক্ষী বাহিনী বঙ্গোপসাগরে টহল দেওয়ার সময় একটি সন্দেহভাজন ট্রলার লক্ষ্য করে এবং সেই ট্রলারটিকে আটক করে। ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৬ জন মৎস্যজীবী সহ এই ট্রলারটি বাংলাদেশের। ভারতীয় জলসীমানা অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য শিকার করছিল এই মৎস্যজীবীরা। এরপর ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী ২৬ জন মৎস্যজীবী সহ ওই ট্রলারটিকে আটক করে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রবিবার ভারতীয় জলসীমানা লঙ্ঘন করার অভিযোগে ২৯ জন মৎস্যজীবী সহ একটি বাংলাদেশি ট্রলার আটক করে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী।

২৯ জন মৎস্যজীবীকে সোমবার দুপুরে কাকদ্বীপ মহাকুমার আদালতে পেশ করে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পক্ষ থেকে। দুদিনে বাংলাদেশী প্রায় ৫৫ জন মৎস্যজীবী সহ দুটি ট্রলার আটক করে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী।

এ বিষয়ে সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র তিনি জানান, গতকাল ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী আমিনা

নামে একটি বাংলাদেশের ট্রলার আটক করে। ওই ট্রলারে থাকা ২৯ জন মৎস্যজীবীকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ। এফবি মায়ের দোয়ায় ছিল ২৬ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী। ২৬ জন মৎস্যজীবীকে আটক করার পর ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে বাংলাদেশী মৎস্যজীবীদেরকে তুলে দেয়। ১৯ নভেম্বর আরও ৩টি ট্রলার সহ ২৮ জন বাংলাদেশি মৎসজীবিকে সীমানা লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী।

এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ মৎস্য আধিকারিক (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ তিনি জানান, 'বাংলাদেশে ক্রমাগত মাছের পরিমাণ কমছে এর কারণেই মাছের সন্ধানে বাংলাদেশি মৎস্যজীবীরা জল সীমানা লঙ্ঘন করে ভারতের মধ্যে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বারবার ঢুকে পড়ছে। জেলার মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলার মৎস্যজীবীদের সতর্ককরণ করা হয়েছে। ভারতীয় মৎস্যজীবীরা কোনপ্রকারেই যেন আন্তর্জাতিক জলসীমানা লঙ্ঘন না করে। জেলার মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে সে বিষয়ক নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

অন্যদিকে, চিন্তা বাড়াচ্ছে মৎস্যজীবী পরিবারের বাংলাদেশের জেলে আটকে সুন্দরবনের ৬১ জন মৎস্যজীবী। গত কয়েক মাস ধরে ইলিশের সন্ধানে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে আন্তর্জাতিক জল সীমানা অতিক্রম করার অভিযোগে এফবি পারমিতা, ঝড় ও মঙ্গলচন্ডী নামে মোট ৩ টি ট্রলার সহ ৬২ জন মৎস্যজীবী আটকে পড়ে। বাংলাদেশের প্রশাসন তাদের আটক করে জেলবন্দী করে। বন্দীদের মধ্যে বাবুল দাস নামে এক মৎস্যজীবীর মৃত্যুর খবর এসেছে। তার পরিবার বারংবার প্রশাসন থেকে শুরু করে ট্রলারের মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেই যাচ্ছে বাবুলের মৃতদেহ বাড়িতে ফিরে আনার জন্য। তবে দীর্ঘ কয়েক দিন হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত তার মৃতদেহটি তার পরিবার পায়নি। তাদের পরিবারের বাবুলের মৃতদেহ সত্যি কি তারা তাদের বাড়িতে আনতে পারবে কিনা সেদিকেই দুশ্চিন্তা অন্যদিকে, বাংলাদেশের একাধিক জায়গায় জ্বলছে আগুন উদ্বেগ জনক পরিস্থিতি আর সেই খবর দেখার পর থেকেই উদ্বিগ্ন রয়েছে মৎস্যজীবী পরিবার তাদের আবেদন সরকারের কাছে যত শীঘ্রই সম্ভব তাদের পরিবারের সদস্যদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক পরিবারে। তবে কবে ফিরবে তারা সেই আশাতেই পথ চেয়ে বসে রয়েছে এই মৎস্যজীবী পরিবার গুলি।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বারাকপুরে তাঁতশিল্পে উন্নয়ন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ব্যারাকপুর হস্তচালিত তাঁতশিল্প উন্নয়ন অঞ্চলে ১৯৭৪–৭৫ সালে দশটি। তন্তুবায় সমবায় সমিতিকে কার্যকরী মূলধন বাবদ ৭০,৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। বারাকপুর, বারাসত এবং বনগাঁ মহকুমা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। সংশ্লিষ্ট দপ্তর জানালেন, তাঁতিদের উন্নত ধরণের সাজ সরঞ্জাম কেনার জন্ন ৬৭৪৫ টাকা অনুদান হিসাবে এবং ২২৪৯ টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। জানা গেল, রাজ্য সরকার ১৯৭৪–৭৫ সালে সমবায় সমিতিগুলির উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের বিক্রয়ের উপর ভর্ত্ত ফী বাবদ ২,৩৬,৯১৬ টাকা মঞ্জুর করেছেন। জেলার এই অঞ্চলে ২৫টি তন্তুবায় সমিতি চালু আছে এবং মোট ৪১৫০ জন তাঁতি জীবিকা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রকাশ, হস্তচালিত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁতশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন সমবায় সমিতিগুলিকে এবং ব্যক্তিগত সংস্থাকে ধারে সূতো সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরও জানা গেল, সমিতিগুলির কাছ থেকে কেনা কাপড় সম্পর্কে রিবেট প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১০ম বর্ষ, ২২ নভেম্বর১৯৭৫, শনিবার, ০৩ সংখ্যা

বীরভূমে তৃণমূলের অন্তর্কলহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ী ২ নম্বর ব্লকের গাংটে গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তর্কলহ ফের সামনে এল সাংসদ শতাব্দী রায়ের সফর ঘিরে। এসআইআর ক্যাম্প পরিদর্শনে শনিবার এলাকায় পৌঁছান সাংসদ। অভিযোগ, ক্যাম্পে স্থানীয় তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে টানাপোড়েন চরমে পৌঁছয় অঞ্চল সভাপতি বলরাম বাগদীকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়াকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাংসদের উপস্থিতিতেই উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে সাংসদ শতাব্দী রায় হঠাৎই এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং বলরাম বাগদীর গাড়িতে চেপে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এরপরেই শুরু হয়

সংঘর্ষ। অভিযোগ, বলরাম বাগদী ও তাঁর ভাইকে তৃণমূলের অপর এক গোষ্ঠীর লোকজন ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করে। মুহূর্তে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জেরে দীর্ঘদিন ধরেই গাংটে অঞ্চলে অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। সাংসদের সফর ঘিরে সেই দ্বন্দ্ব আরও প্রকট আকার নেয়। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিউড়ী থানার পুলিশ। তাঁরা উভয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেন। ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনো গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি, তবে পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

বন্ধ কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : কিছুদিন আগে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের আইনজীবীদের জন্য হাইকোর্টের নির্দেশে ১টি কক্ষ ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ করেই সেই কক্ষের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ও ওই বিল্ডিংয়ের ৩ তলা ব্যবহার করতে না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তাই অনির্দিষ্টকালের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা আদালত বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যতদিন না পর্যন্ত তাদের দাবিগুলি মানা হচ্ছে ততদিন আদালতের সমস্ত কাজ বন্ধ থাকবে। প্রশাসন সূত্র জানা গিয়েছে ওই ধৃত আইনজীবী হায়দ্রাবাদ থেকে ২০ নভেম্বর আটক করে। এই খবর শোনা মাত্রই মৃত পরিবারের লোকজনের দাবি শুধু আটক করলে হবে না অভিযুক্ত আইনজীবীকে ফাঁসি দিতে হবে।

নতুন ভাইস চেয়ারম্যান পেল রাজপুর সোনারপুর পুরসভা

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : দীর্ঘ আড়াই বছর পর রাজপুর–সোনারপুর পুরসভা নতুন ভাইস চেয়ারম্যান পেল। ১২ নভেম্বর এই পদে নিযুক্ত করা হল ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপিয়া মুখোপাধ্যায়কে। পাপিয়া মুখোপাধ্যায় ২০২২ সালে প্রথমবার কাউন্সিলার হয়েছিলেন। ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে এদিন শপথ নিয়ে কাজে যোগ দিলেন পাপিয়া মুখোপাধ্যায়। গত ৩ বছর আগে পুরসভার ভোটের পরে এখানে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোফাজ্জল হোসেনকে। কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার ৬ মাসের মাথায় নানা

রকম অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়। তখন থেকেই ফাঁকা ছিল এই পদটি। মোফাজ্জল হোসেনের আগে এই ভাইস চেয়ারম্যান পদটা কেন্দ্র করে অভিষেক এবং আইপ্যাকের দপ্তর থেকে সোনারপুর টাউনের আই–এন–টি–টি–ইউসির কনভেনার তাপস চ্যাটার্জী ওরফে(অশোক চ্যাটার্জি)–র নামও উঠে এসেছিল। কিন্তু পুরসভার চেয়ারম্যান থেকে বিধায়ক লাভলি মৈত্র তাপস চ্যাটার্জির নাম কেউই মেনে নেয়নি। সেই নামটি নিয়ে লোকালে অনেকটাই জল ঘোলা হয়েছিল। দীর্ঘ আড়াই বছর এত কিছু তালবাহানার পরে সেই পথটি পূরণ করলেন পাপিয়া দেবী। সাধারণ মানুষের অনেক শুভেচ্ছা বার্তাও পেয়েছেন। আগামীদিনে ভালো কাজ করার অপেক্ষাতেই উনি আছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সিআইসি নজরুল আলী মণ্ডল, সোনালী রায় সহ কয়েকজন কাউন্সিলর ও পুরসভার আধিকারিকরা। চেয়ারম্যান পল্লব দাস বলেন, 'দুজন হওয়াতে কাজের ভার অনেকটাই কমে গেল। নতুন ভাইস চেয়ারম্যানকে বেশ কিছু দপ্তরের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'পাপিয়া সবে নতুন জয়েন করেছে। ২–৩ মাস কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর ওকে পার্টে–পার্টে বিভিন্ন দপ্তর বুঝিয়ে দেওয়া হবে।' পাপিয়া দেবী বলেন, 'আমার পাশে আমার দুটো দাদা আছে। সিআইসি নজরুল আলী মণ্ডল এবং পল্লবদা। দুই দাদার আশীর্বাদ আমার মাথার উপরে আছে। সুতরাং মানুষের পাশে কাজ করতে আমার কোন অসুবিধা হবেনা এবং সাধারণ মানুষকে যাতে সব রকম পরিষেবা দিতে পারি, সেই জন্যই আগামীদিনে আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

উদ্ধার অস্ত্রশস্ত্র, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অন্তর্গত বজবজ থানা নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার করলো একাধিক অস্ত্রশস্ত্র এবং কার্তুজ। ওই ঘটনায় পুলিশ মৌনফ পার্শে ওরফে বাবু নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, বজবজ থানার টিম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নাকা চেকিং করার সময় বজবজের রিভার সাইড রোডে একটি গাড়ি থেকে ৯ এমএম পিস্তল এবং দুটি ওয়ান শাটার এবং কয়েকটি কার্তুজ উদ্ধার করে। জানা যায়, যে ব্যক্তির গাড়ি থেকে ওগুলো উদ্ধার হয় ওই ব্যক্তির নাম মৌনফ পার্শে। বজবজের মতিপুর এলাকার বাসিন্দা হলেও আদতে ওই ব্যক্তি বিহারের মজ্জফরপুর জেলার বাসিন্দা। কর্মসূত্রে বজবজে থাকে। কি উদ্দেশ্যে এই সমস্ত অস্ত্র এবং কার্তুজ সে আনছিল পুলিশ তা তদন্ত করে খতিয়ে দেখছে। ওই অভিযুক্ত ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে তোলার পর পুলিশ বর্তমানে তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। দিল্লিতে বিস্ফোরণকাণ্ডের পর প্রতিটি এলাকাতেই পুলিশ এখন নাকা চেকিং করছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন এই নাকা চেকিং এখন চলতে থাকবে।

বিপুল গাঁজা গাছ উদ্ধার

সুব্রত মণ্ডল, বলাগড় : বলাগড় এর বিভিন্ন এলাকায় কয়েক বছর ধরে চলছে বেআইনি গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান। পুলিশের কাছে নির্দিষ্ট খবর ও তথ্যর ভিত্তিতে চলে নিয়মিত অভিযান। ২০ নভেম্বর পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বলাগড় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সোমদেব পাত্রের নেতৃত্বে জিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চর খয়রামারী এলাকায় পৌঁছে নদী তীরবর্তী এলাকায় টানা ৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির উঠান, ঝোপঝাড় ও লুকানো জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা গাছ কেটে নষ্ট

করা করে। গ্রামের ভিতরে বাড়িগুলি থাকার সুযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন নজর এড়িয়ে চলছিল এই গাজার রমরমা চাষ ও ব্যবসা। এই ব্যবসা বা চাষের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সাপের দাপটে মাঠে নামতে ভয় কৃষকদের

অভীক মিত্র, বীরভূম : চন্দ্রবোড়া সাপের দাপটে মাঠে চাষের কাজে নামতে ভয় পাচ্ছে কৃষকরা। ধান কাটার সময় চন্দ্রবোড়া সাপের ছোবল খেয়ে ১৭দিন চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ১৭ নভেম্বর গভীর রাতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় সাঁইথিয়া ব্লকের কুসুমযাত্রা গ্রামের চাষি কালীপদ দাস(৫৩)। ৮ অক্টোবর সকালে মাঠে কীটনাশক স্প্রে করার সময় বোলপুর থানার তিলকুটি গ্রামের কালি প্রসাদ(৫০) নামে এক কৃষককে চন্দ্রবোড়া সাপে দংশন করে। মাঠ থেকে দ্রুত বাড়ি ফিরে মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙতে শুরু করলে নিকটবর্তী বোলপুর সিয়ান মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা ভালো করে পরীক্ষা করার পর বুঝতে পারে বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। চিকিৎসকরা আক্রান্ত ব্যক্তিকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। দীর্ঘ ৮ দিন ধরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর ১৬ অক্টোবর ভোর ৫টায় মারা যায় ওই কৃষক। গ্রামের কৃষকরা মাঠে নামতে ভয় পাচ্ছে। কৃষি শ্রমিক পাচ্ছে না গ্রামের চাষীরা ফলে মাঠে পড়ে রয়েছে পাকা ধান। সাইথিয়া, লাভপুর, খয়রাশোল, নানুর, বোলপুর, আমোদপুর, দুবরাজপুর ব্লক এলাকায় সাপের আতঙ্কে তটস্থ কৃষকরা। প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। খয়রাশোল ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সৈয়দ সঞ্জয় হোসেন বলেন, মাঠে ঘাটে সর্বত্রই বিষধর বা নির্বিশ সাপ সচরাচর দেখা যায়। সাপে কামড়ালে প্রথমত আতঙ্কিত হবেন না। ঝাড়ফুঁক বা ওঝার শরণাপন্ন হবেন না। কামড় বা ক্ষত জায়গায় বাঁধন না দেওয়ায় ভালো। সর্বপরি যত দ্রুত সম্ভব স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। হাসপাতালে একটি রক্ত পরীক্ষা করা হবে যাহা ২০ মিনিটের মধ্যে ফলাফল জানা যাবে বিষের গতিবিধি। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাপে কামড়ানোর ঔষধ সহ চিকিৎসা পরিষেবা চালু রয়েছে। বোলপুরে একটি ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রতি গামবুট তুলে দেওয়া হয় কৃষকদের হাতে কিন্তু মাঠের আতঙ্ক যেন কিছুতেই কাটছে না।

নলহাটিতে দুস্কৃতি আতঙ্ক

বিশাল দাস, রামপুরহাট : নলহাটি থানার পশ্চিম বিদুপাড়ায় ১৩ নভেম্বর গভীর রাতে এক মহিলাকে লক্ষ্য করে পরপর ৪ রাউন্ড গুলি ছোড়ার ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনায় আতঙ্কে অসহায় হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অভিযুক্তরা মোটরবাইকে এসে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায়। কেন একজন মহিলাকে লক্ষ্য করে হামলা করা হল, তার পিছনে কি ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি বৃহত্তর কোনও দুষ্কৃতী চক্র সক্রিয় তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর তদন্ত। এ ঘটনার পরই পুরোনো প্রশ্ন আবার মাথা চাড়া দিয়েছে কীভাবে এত সহজে আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ পৌঁছে যাচ্ছে নলহাটি এলাকায়? সম্প্রতি বিভিন্ন অভিযানে বিস্ফোরক ও জেলাটিন–স্টিক উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই উদ্বেগ বাড়ছিল। তার সঙ্গে দুষ্কৃতীদের দাপট এবং একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা স্থানীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে আরও আশঙ্কা তৈরি করছে।

বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, এলাকায় পুলিশী টহল পর্যাপ্ত নয়। রাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন কিছু রাস্তা দুষ্কৃতীদের সহজ আশ্রয় হয়ে উঠছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে খালি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও। কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত, তাদের উদ্দেশ্য কী–তা জানতে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় দ্রুত বাড়ানো হোক পুলিশের নজরদারি, নিয়মিত নাকা চেকিং ও টহল, আর চক্রগুলিকে পাকড়াও করতে হোক কঠোর অভিযান। নলহাটির সাধারণ মানুষ এখন আশায়–পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা তাঁদের নিরাপত্তার অনুভূতি ফিরিয়ে দিতে পারবে কি না।

গঙ্গাসাগরে বাঁধভাঙা ভিড়ের আশঙ্কা

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৬–এর আগে ইতিমধ্যেই কপিল মুনির আশ্রমে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন পুণ্যার্থীরা। প্রশাসনিক আধিকারিক এবং পুণ্যার্থীরা আশঙ্কা করছেন যে, এ বছর গঙ্গাসাগরে রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থীর ঢল নামতে পারে। গত বছর কুম্ভ মেলা থাকা সত্ত্বেও গঙ্গাসাগরে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ পুণ্যার্থী এসেছিলেন। কিন্তু, এবছর কুম্ভ মেলা না থাকায় এই সংখ্যাটি দেড় কোটি ছুঁতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, এই বিপুল ভিড় সামাল দিতে জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেঙে যাওয়া ১ থেকে ৬ নম্বর স্নান ঘাটগুলির মেরামত চলছে এবং মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিং–এর কাজও শুরু হয়েছে। পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য এবার জলপথে ভেসেল পরিষেবা এবং স্থলপথে বাস পরিষেবা বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি, যাত্রী নিবাস ও বাফার জোন ও অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, অন্যান্য বছরের মতো এবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসার কথা রয়েছে। সেই কারণে নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোয় বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। মেলা শুরুর আগেই এই বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর আগমন ইঙ্গিত দিচ্ছে, সাগর সঙ্গমের এই তীর্থক্ষেত্র এ বছর এক নতুন রেকর্ড গড়তে চলেছে। তাই ভিড়ের কথা ভেবে আগেভাগে পুণ্যার্থীরা আস্তে শুরু

করেছে গঙ্গাসাগরে। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে একাধিক বৈঠক করা হয়েছে সব মিলিয়ে একটু একটু করে নতুন সাজে সেজে উঠছে গঙ্গাসাগর।

পুণ্যার্থীদের আগাম আগমন ও দেড় কোটি ভিড়ের আশঙ্কা মাথায় রেখে জেলা প্রশাসন নজিরবিহীন তৎপরতা শুরু করেছে। সম্প্রতি নবান্নে এই মেলা সংক্রান্ত বিষয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জল ও বিদ্যুতের মতো জরুরি পরিষেবা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

গঙ্গাসাগর মেলা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি স্থানীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর আগমন স্থানীয় হস্তশিল্প, হোটেল এবং পরিবহণ ব্যবসায়ীদের জন্য এক বিরাট সুযোগ নিয়ে এসেছে। গঙ্গাসাগর সংলগ্ন এলাকার অস্থায়ী দোকান এবং লজগুলিতে ইতিমধ্যেই ভিড় দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণে একাধিক অস্থায়ী হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। বিশেষ করে বয়স্ক এবং অসুস্থ পুণ্যার্থীদের জন্য জরুরি চিকিৎসার দ্রুত ব্যবস্থা রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রস্তুতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিংয়ের কাজ। মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা স্বয়ং এই এলাকার কাজ পরিদর্শন করে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, পুণ্যার্থী পারাপার সহজ ও নিরাপদ করতে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের প্রায় ৩০ কোটি টাকা বাজেটে এই গুরুত্বপূর্ণ ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু করা হয়েছে মুড়িগঙ্গা নদী এবং বেনুবন ঘাট সংলগ্ন এলাকায়।

ড্রেজিংয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেঙে যাওয়া ১ থেকে ৬ নম্বর পারাপার ঘাটগুলির মেরামতির পাশাপাশি মুড়িগঙ্গায় গভীরতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। এই গভীরতা বৃদ্ধির ফলে জলপথে ভেসেল চলাচল আরও মসৃণ ও দ্রুত হবে, যা বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীকে দ্রুত এবং নিরাপদে পারাপার করতে সাহায্য করবে। মন্ত্রী তাঁর পরিদর্শনের সময় জোর দেন পুণ্যার্থীদের জন্য উন্নত যাত্রী পরিষেবার উপর। তিনি নিশ্চিত করেন যে, জলপথে ভেসেল পরিষেবা এবং স্থলপথে বাস পরিষেবা এবার বহুগুণ বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি, পুণ্যার্থীদের থাকার সুবিধার জন্য অতিরিক্ত যাত্রী নিবাস ও বাফার জোন তৈরি করা হচ্ছে।

দাদার জালিয়াতিতে আত্মঘাতী ভাই

উত্তম কর্মকার, কুলপি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার করঞ্জলী এলাকায় দাদার বিপুল দেনার চাপে আত্মঘাতী ভাই মহাদেব হালদার (৩৫)। ১৮ নভেম্বর সকালে তার ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে কুলপি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মহাদেবের দাদা গোষ্ঠ হালদার এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ধার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পলাতক। দাদার খোঁজ না পেয়ে পাওনাদাররা সেই টাকা আদায়ের চাপ মহাদেবের ওপর দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, এই আর্থিক চাপ ও মানসিক যন্ত্রণার জেরে মঙ্গলবার সকালে নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন মহাদেব। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনায় পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে কুল্পি থানার পুলিশ।

ছাত্রী খুনে সাক্ষ্যগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : রামপুরহাট ১নং ব্লকের বারোমেসিয়ার আদিবাসী নাবালিকা নির্যাতিতা ছাত্রী ও খুনের মামলা চলছে রামপুরহাট মহকুমা বিশেষ আদালতে। ১৮ নভেম্বর এই সংবেদনশীল মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের চতুর্থদিনে মোট ৪জন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য রেকর্ড করা হয় । এরফলে এখনো পর্যন্ত মোট ১২জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হল। আদালত সুত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলার প্রতিটি ধাপই স্থানীয় জনগণ ও সমাজের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি শুধুমাত্র এক আদিবাসী কন্যার জন্য ন্যায়বিচারের লড়াই নয় বরং গোটা সমাজের সম্মান ও নিরাপত্তার প্রশ্ন। সরকারি আইনজীবী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলেন, 'আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রক্রিয়া দ্রুত এগোচ্ছে এবং বিচার প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন।' ২৮ আগস্ট টিউশনি পড়তে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি,২০দিন পর ছাত্রীর তিন টুকরো করা বস্তায় ভরা পচাগলা দেহ উদ্ধার হয় কালিডাঙ্গার ক্যানেলের ব্রীজের তলা থেকে। তুম্বনী হাইস্কুলের অভিযুক্ত শিক্ষক মনোজ পাল এখন জেল হেফাজতে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, ২২ নভেম্বর – ২৮ নভেম্বর, ২০২৫

বঙ্গ সাহিত্য–বিনোদনে হিংসার ছড়াছড়ি

সম্প্রতিককালের থ্রিলার উপন্যাস গল্পের বইতে বর্তমান সময়ের অধিকাংশ লেখক লেখিকার কলমে অকাতরে হিংসা, পরকীয়া, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিপুলভাবে লেখা হচ্ছে। প্রকাশনা সংস্থাগুলির তরফ থেকে বলা হয় পাঠকদের চাহিদা এই সবের দিকে। অথচ শরৎ, বিভূতিভূষণ থেকে শুরু করে একালের শ্যামল সমরেশ প্রমূখ সাহিত্যিকদের কলমে এত ষড়যন্ত্র খুন খারাপি হিংসা প্রশ্রয় পায়নি। বর্তমান সময়ের বহু প্রতিভাবান লেখক লেখিকা কিছুটা মার্কেট ধরতে, কিছুটা বা সিনেমা সিরিয়ালের তাগিদে চিত্রনাট্যধর্মী লেখা লিখছেন। সৃষ্টিধর্মী কাজ করতেই পারেন, কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায় দেখা দিয়েছে। সামাজিক অপরাধের উচ্চগামী গ্রাফ ভয়ংকর ভাবে প্রভাবিত করছে সমাজ জীবনকে। গণিতের নিয়মে এটা সমানুপাতিক না ব্যস্তানুপাতিক সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রতিদিনের সংবাদপত্রে হিংসার বাড়বাড়ন্ত।

সমাজ জীবনের দর্পণ যদি হয় সংবাদপত্র সেক্ষেত্রে যারা সমাজের ওপিনিয়ন লিডার বলে কথিত তাদের দায় অবশ্যই থেকে যায়। বঙ্গ সমাজে বর্তমানে সে অর্থে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীকে দেখতে পাওয়া যায় না। যারা সমাজকে সঠিক পথে চালনার দিশা দেখানোর চেষ্টা করেন। একসময় সিনেমা পরিচালকেরা যে ধরনের সিনেমা করতেন সেখানে মূল্যবোধের একটা জায়গা ছিল। সেখানে সঙ্গীত চয়ন হত রুচিশীল। বর্তমানে সিন্ডিকেট আর কর্পোরেটের হাত ধরে সৃষ্টিশীল কাজগুলো হয়ে উঠেছে পাঁচমেশালী। ভিন রাজ্যের সংস্কৃতিকে নয়, ভিন রাজ্যের বিকৃত বাস্তব ভাবনা–চিন্তার ছবিকে প্রায় কাট–কপি–পেস্ট করতে গিয়ে বাংলার বহু গুণী লেখক, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অপব্যবহার করা হচ্ছে। উত্তম–সুচিত্রা, সত্যজিৎ–ঋত্বিক ঘটকদের ছবি দিনের পর দিন চললেও ওটিটি প্লাটফর্মের কিংবা বিগ স্ক্রিনের ছবিগুলির মেয়াদ বেশি দিন হয় না। পরোক্ষভাবে বঙ্গ সংস্কৃতি জগতের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সিনেমা ও সিরিয়ালগুলি। মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তে পারিবারিক হিংসা, পরকীয়ার মাত্রাহীন প্রয়োগ, অবাস্তব গল্পের নানা ধারাবাহিক চেতন ও অবচেতন মনে দর্শকদের কোনও কোনও অংশকে প্রভাবিত করছে নিঃসন্দেহে। সেই প্রভাব অপরাধপ্রবণ মনকে আরো বেশি করে এগিয়ে দিচ্ছে অন্ধকারের পথে।

সংবাদপত্রে খুন, ধর্ষণ, প্রতারণা, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধ যে মাত্রায় ক্রমশ উর্ধ্বগামী তা নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক নয়। সমাজ বিজ্ঞানীদের অবশ্যই এ ব্যাপারে যেমন ভাবার অবকাশ রয়েছে তেমনি শাসক ও বিপক্ষ এবং নানা রাজনৈতিক দলের নৈতিক দায় এ ব্যাপারে অগ্রাহ্য করার নয়। বঙ্গ সমাজের ঐতিহ্য সংস্কৃতি কয়েক দশক আগে দেশভাগের দংশনে অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই ক্ষত যাতে আর তীব্রতর না হয় এই ব্যাপারে পক্ষপাতহীন নিরপেক্ষ নৈতিক ও আইনি পদক্ষেপ নিয়ে ভাবনাচিন্তা জরুরী।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

বরং তুমি একমাত্র সত্য অনাদি ও অনন্ত পরমাত্মার ভাবনা কর। বশিষ্ঠ বললেন, বিচার দ্বারা মন বিগলিত হয়। মন বিগলিত হয়ে যখন মননশূন্য হয়ে যাবে, তখনই আত্মা বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থান করে। তখন দৃশ্য অজ্ঞানভূমি পরিত্যক্ত হয়ে মন জ্ঞানভূমিতে পরিণত হয়। যখন যাবতীয় দৃশ্য চিন্ময় দ্রষ্টার আকারে প্রতিভাত হয়, যখন ভৌতিক আকাশ চিদাকাশে বিলীন হয়, তখন মন স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দময় হয়ে যায়। পিঞ্জর থেকে মুক্ত বিহঙ্গের মত মন তখন মোহজাল হতে মুক্তি পেয়ে নির্মল আনন্দে বিহার করে। কোন সন্দেহ, কোন দ্বন্দ্ব, কোন ভ্রম না থাকায় মন অনির্বচনীয় শোভায় শোভিত হয়। সেই সুন্দর মন সাম্যময়, অচঞ্চল, নির্বিষয় ও একাগ্র হয়ে যায়। যিনি জ্ঞাতব্য জেনে নিয়েছেন, তিনি উদয়–অস্ত, সৃষ্টি–লয় কিছুই দেখেন না। আত্মাকে বিজ্ঞাত হয়েছেন যিনি, সমস্ত দেবকুল এমনকি স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁর দয়াপ্রার্থী হন। আর আত্মাকে যারা জানতে পারে না, তাদেরই জন্ম–মৃত্যু গ্রাস করে। অথচ আত্মজ্ঞানী জন্ম–মৃত্যুকে নেহাত কৌতুক জ্ঞান ক"রে আমোদিত হন। ঘটের মধ্যকার আকাশ যেমন উৎপত্তি ও বিনাশশীল হয় না, তেমনই দেহমধ্যস্থ আত্মারও উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না। দেহ উৎপন্ন হোক বা বিনষ্ট হোক, তাতে আত্মার কোন ক্ষতি–বৃদ্ধি হয় না। দেশ ও কাল প্রভাবে উদ্ভূত দেহগত সুখ–দুঃখকে যিনি আমার সুখ, আমার দুঃখ রূপে বোধ করেন না, তিনি তত্ত্বদর্শী। সমস্ত পদার্থে যিনি আত্মস্বরূপ দর্শন করেন, তিনি আত্মদর্শী। আত্মা সর্বব্যাপক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, এমন যিনি দর্শন করেন, তিনি প্রকৃত দ্রষ্টা। যিনি জানেন যাবতীয় দৃশ্যাবলী আসলে চেতন–আলোক, তিনি প্রকৃত দ্রষ্টা। তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা, যিনি বোধ করেন, সর্বশক্তিমান্ আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান, আত্মাই সর্বসাক্ষী। মণিমালার মত সর্ব বস্তু–বিষয়–বোধ আত্মায় গ্রথিত, এমন জ্ঞানে যিনি জ্ঞানী, তিনিই প্রকৃত বেত্তা। সমগ্র জগৎ আত্মায় পূর্ণ, সুতরাং কি আর গ্রহণ করা বা বর্জন করা যায়, এমন দৃষ্টিসম্পন্ন যিনি, তিনিই প্রকৃত চক্ষুস্মান্। যিনি আকাশের মত একাত্ম, সর্বব্যাপী হয়েও কোন কিছুতেই লিপ্ত নন, তিনিই মহেশ্বর পদবাচ্য। জাগ্রৎ–স্বপ্ন–সুষুপ্তির অবস্থা যিনি অতিক্রম করেছেন, তিনি প্রেমাস্পদ, সেই পরমপদস্থ স্বস্থ পুরুষকে আমি প্রণাম করি। সমগ্র জগৎ একমাত্র ব্রহ্মই, এমন বোধে সমৃদ্ধ শিবরূপী পুরুষকে আমি প্রণাম করি। বশিষ্ঠ বললেন, যিনি সেই পরম পদ লাভ ক"রে দেহ রাজ্য ভোগ করেন, তিনি কোন কিছুতে লিপ্ত হন না। নির্লিপ্ত সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রকৃত সুখী, দেহ–মহানগরী তাঁকে দুঃখে আবদ্ধ করে না। রাম বললেন, হে মুনিবর! আপনি শরীরকে মহানগরী বললেন কেন? সেই যোগী পুরুষ কিভাবে তিনি দেহে বর্তমান থেকেও রাজ্যসুখ ভোগ করেন? বশিষ্ঠ বললেন, এই দেহনগরী জীবন্মুক্ত পুরুষের লীলাক্ষেত্র, এমন দেহ সর্বগুণান্বিত ও অতি মনোরম।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

জানেন কি?

ভারতের সামরিক কুচকাওয়াজ এবং প্যারেডে ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র 'মিরাট বুগল' অবশেষে জিআই ট্যাগ ব্রিটিশ আমল থেকে যা মিরাটে তৈরি হয়ে আসছে, সাম্প্রতিক সময়ে নকল/বা আমদানি করা সস্তা বুগল হচ্ছিল, জিআই ট্যাগ পাওয়ায় এবার নকল বুগলগুলোকে 'মিরাট বুগল' নামে চালানো যাবে না

ভুলিও না, অনিয়মটাই নিয়ম

নরেন্দ্রনাথ কুলে

এ রাজ্যে শিক্ষা দুর্নীতির জাল কতটা বিছিয়ে রয়েছে– তা আবারো তার পূর্বাভাস দিচ্ছে। পুনরায় শিক্ষক পদে পরীক্ষার ফলাফলে পুনরায় অনিয়ম। তার প্রতিবাদে যোগ্য শিক্ষকপ্রার্থীরা আবারো পথে নেমেছে। অযোগ্য প্রার্থীর নাম ফলাফল তালিকায় প্রকাশিত। মাননীয় আদালতের নির্দেশে তা থাকার কথা নয়। শুধু তাই নয়, অযোগ্যরা যাতে পরীক্ষায় বসতে না পারে–তার নির্দেশ ছিল। অথচ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, অযোগ্য প্রার্থী পরীক্ষায় বসার অনুমতি পেয়েছে। এই অনুমতি কি ভুলবশতঃ, নাকি ইচ্ছাকৃত। শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে যেভাবে রাজ্য উত্তাল হয়েছে, এমনকি এখনও যার রেশ চলছে, ঠিক এই সন্ধিক্ষণে নিয়োগ সংক্রান্ত পুনঃপদক্ষেপে ভুলবশতঃ অযোগ্যরা স্থান পাবে, তা কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হবে? দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হোক আর আদালতের নির্দেশ হোক, কোনকিছুই রাজ্য প্রশাসনিক বিভাগ কেয়ার যে করে না, তা সাম্প্রতিক ফলাফলের তালিকার অনিয়ম বলে দিয়েছে। আর এই অনিয়মের প্রতিবাদে যোগ্য প্রার্থীদের আবারও পথে নেমে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে । যদিও এই রাজ্যে ন্যায়ের জন্য প্রতিবাদের কোন মূল্য নেই, এতে সমস্ত প্রশাসনিক স্তরে মূল্যহীন করে তোলার প্রক্রিয়া আজ বেশ দৃশ্যমান । সারদা, নারদা, সিন্ডিকেট থেকে গোরু–বালি–কয়লা পাচার থেকে রেশন–দুর্নীতি, শিক্ষা–দুর্নীতি এবং স্বাস্থ্য–দুর্নীতি সহ আর. জি.কর. কান্ড সেই দৃশ্যের এক–একটি পর্ব। প্রতি পর্বে আইন, আইনের পথে চলতে চলতে মানুষকে পথে বসতে হচ্ছে। ন্যায়–নীতি–আদর্শ আজ ক্ষমতা রাজনীতির অভিধানে অনুপস্থিত। তাই প্রশাসনিক অনিয়ম আর ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। এমনকি মহামান্য আদালতও গ্রাহ্যহীন হয়ে পড়ছে।

দুর্নীতি হয়েছে, হচ্ছে। অথচ দোষীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ এক অদ্ভুত সময়। আজকের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসে অনিয়ম রাশি রাশি, অথচ দোষী প্রমাণিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এও এক খেলা। এই খেলায় শাসক রাজনীতি অনেকটাই এগিয়ে। তাই অনিয়মটাই স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। এই নিয়মে দাঁড়িয়ে চোর জোর গলায় বলতে পারছে, চুরি সে করেনি, খুনি নিঃশব্দে আলোকিত পথে ঘুরে বেড়াতে সাহস পাচ্ছে। অসৎ সততার নামাবলী জড়িয়ে নিতে পারছে। তাই জামিনে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর মুখ ফুটেছে। বলছে, টাকা রোজগার করার জন্য রাজনীতিতে তিনি আসেনি। এতদিন তিনি এ কথা বলতে পারেনি। কারণ তখন এমন কথা বলার মত সে পথ দেখতে পায়নি। এখন সে পথ হয়তো দেখতে পাচ্ছে। টাকার পাহাড়ের কেলেঙ্কারিতে তিনি নাকি নেই। হয়তো সত্যিই তাই। টাকার পাহাড় তার হাত ধরে গড়ে উঠলেও, এটা তার জন্য নয়। তাহলে এই টাকার পাহাড় কার জন্য গড়ে উঠলো? তিনি টাকা রোজগার করেননি, অথচ টাকা জোগাড় করেছে

বা হয়েছে। কার জন্য ? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। অবশ্য এ প্রশ্ন তাকে কেউ করেও নি। যে প্রশ্ন দিয়ে তাকে পাবলিকের মাঝে দেখানো হচ্ছে, এও এক পরিকল্পিত খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পরিকল্পিত খেলা যাতে এলোমেলো হয়ে না যায়, তার জন্য প্রশাসনিক এবং শাসক রাজনীতির মেশিনারি আজ অত্যন্ত সবল। সেই মেশিনারি সমাজের অনেক বুদ্ধিজীবীদের দুর্বল করে দিতে পেরেছে। সেই দুর্বলতায় কেউ নিশ্চুপ, আবার কেউ বেশি গুণ গাইছে। তবে এই মেশিনারি জনতার মগজকে কিছুটা হলেও নিস্তেজ করতে পেরেছে। তাই তিরিশ হাজার চাকরি দুর্নীতি হলে এই জনতা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে। শহর ও শহরতলির পথ চাকরি ও শিক্ষা দুর্নীতির প্রতিবাদ হলে এই জনতা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে। জনতার এই নিষ্ক্রিয়তা শাসক রাজনীতির শক্তি দেয়। প্রশাসন আইনের শক্তি দেখাতে পারে অতি সহজে। বিধাননগরের পথ নবতম অনিয়মের প্রতিবাদে– যোগ্য শিক্ষকপ্রার্থীরা অবরুদ্ধ করলে– পুলিশের ডি সি বলতে পারে, তারা আইন ভাঙতে দিতে পারে না। সুন্দর কথা। পরীক্ষায় প্রশাসনিক স্তরে অনিয়ম হলে তা আইন ভাঙে না। আদালতের কথা প্রশাসন না মানলে তা আইন ভাঙার হয় না। অথচ অনিয়মের প্রতিবাদ হলে তা আইন ভেঙে ফেলে। আইন রক্ষা করার জন্য পুলিশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সেই প্রতিজ্ঞায় তারা কোথায়, কখন, কঠোর আর নরম হতে হয় তারা জানে। যোগ্য প্রার্থীদের প্রতিবাদ ঠেকাতে কঠোর তাই হতে হচ্ছে। এই প্রতিবাদে শাসক রাজনীতির ভোট কমবে না। এটা নিশ্চিত। ভোট যেখানে কমবে না সেখানে যত খুশি প্রশাসন কঠোর হতে পারে । যোগ্য প্রার্থীদের টাইট দিতে পারলে বাকিদের নিয়ে আর ভাবনা থাকে না । তবে যোগ্য প্রার্থীদের হেরে যাওয়া মানেই সমাজের সমস্ত স্তরের যোগ্যদের হেরে যাওয়া। এমনকি শাসক রাজনীতির যারা গুণ গাইছে তারাও। কিন্তু রাজনৈতিক বিভাজনে তাদের চেতনা সেভাবে ক্রীয়াশীল হয় না। তাই আজকে শিক্ষা দুর্নীতির ঢেউ স্তব্ধ হয়নি। আর সেই ঢেউয়ের পুনরাবৃত্তি অতি সহজেই ঘটে। এই ঘটনায় অযোগ্যরা পৌঁছে যাবে স্থলে, আর যোগ্যরা পড়ে থাকবে সেই জলে। এ যেন চারিদিকে এক আকাশবাণী ধ্বনিত হচ্ছে, ভুলিও না অনিয়মটাই তো নিয়ম।

দেশ দেশান্তরে

ভিয়েতনামের বন্যায় ব্যাহত কফির জোগান?

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ সপ্তাহান্ত থেকে কেন্দ্রীয় ভিয়েতনামে প্রবল বর্ষণে সৃষ্ট নতুন দফার বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারি প্রতিবেদনে জানা যায়। ব্যবসায়ীরা সতর্ক করেছেন যে চলমান কফি সংগ্রহ মৌসুমও এতে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। শনিবার রাত থেকে কেন্দ্রীয় ভিয়েতনামের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১,১০০ মিলিমিটারেরও বেশি হয়েছে। এই অঞ্চলটি দেশের প্রধান কফি উৎপাদন এলাকার পাশাপাশি সবচেয়ে জনপ্রিয় সমুদ্রসৈকতগুলোর আবাসস্থল, তবে ঝড় ও বন্যার প্রবল ঝুঁকিতে থাকে। সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহতদের মধ্যে ৬ জন বাসযাত্রী রয়েছেন, যারা রবিবার সন্ধ্যায় দা লাত থেকে না ত্রাং যাওয়ার পথে ভূমিধসে মারা যান। ৭ জন এখনও নিখোঁজ, যার মধ্যে ৩ জন দানাং–এ ভূমিধসের নিচে চাপা পড়েছেন।

দাক লাক প্রদেশের নিচু এলাকায় কিছু কফি খামার গভীর পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছে। সেখানে ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় ফসল সংগ্রহের কাজ ধীরগতিতে চলছে। প্রদেশের কৃষকরা এখন পর্যন্ত মাত্র ১০%–১৫% কফি বিন সংগ্রহ করতে পেরেছেন এবং এগুলো শুকাতে সূর্যালোকের প্রয়োজন।

বুধবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় ভিয়েতনামের বেশ কয়েকটি গ্রামের ঘরবাড়ি ছাদ পর্যন্ত জলমগ্ন, এবং আটকে পড়া বাসিন্দারা সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। রাতারাতি শত শত পরিবারকে তাদের বন্যাকবলিত বাড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পাশের জিয়া লাই প্রদেশে বুধবার স্কুলগুলি বন্ধ রাখতে বাধ্য হওয়ায় ২৬,০০০ শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইউনেস্কো তালিকাভুক্ত প্রাচীন শহর হোই আন–এ, যা দুই সপ্তাহ আগে আগের বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছিল, সেখানে আবারও জল বাড়ছে। গণমাধ্যমের ছবিতে দেখা গিয়েছে, পর্যটক ও বাসিন্দারা নৌকায় করে হোই আনের রাস্তায় চলাচল করছেন, জলমগ্ন ক্যাফে ও শতাব্দীপ্রাচীন কাঠের ঘরবাড়ির পাশ দিয়ে। পূর্বাভাস অনুযায়ী জানা যায়, অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

মালদহ উত্তর ও দক্ষিণ: দুই দশকেও অমলিন গনি ফ্যাক্টর

ভোটের হাওয়া

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যাচিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার চতুর্থ কিস্তি...

‘দেব নাকি দাদা ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে!’ শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস যথা সময়ে ছাড়লেও আগরতলাগামী ট্রেনটি আধঘণ্টা দেরিতে চলছে। মালদহ টাউন স্টেশনে পৌঁছাতে তখন মিনিট দশেক বাকি। এইতো দিন সাতেক আগের কথা। বগিতে এক হকার চিল্লিয়ে যাচ্ছেন এই ট্যাগ লাইনে। আর শসা বিক্রি করছেন। আমার পাশাপাশি কয়েকজন সহযাত্রী সামনের স্টেশনেই নামবেন। আমারও গন্তব্য যে একই। শুধু উদ্দেশ্যটুকু আলাদা আমাদের। ট্রেন চলতে চলতেই নিজেদের মধ্যে টাইমপাসের আলাপ। সেই সূত্রে জানতে পারলাম, তাঁরা কলকাতা থেকে নিজভূমে ফিরছেন। আর আমি? ভোটের মুখে কিছু রাজনৈতিক ফিচার লেখার রসদ খুঁজে নেওয়ার প্রত্যাশায়।

শসা বিক্রেতার কথার পিঠে দেখলাম সহযাত্রী কয়েকজন বেশ মজেছেন। একজন বলেছিলেন, দেব নাকি দাদা ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে, ডায়লগটা বহুদিন পর শুনলাম। শসা বিক্রেতাদের মুখের এই রসিক কথাটি একসময়ে সারা বাংলা জুড়ে ব্যাপক কৌতুক রসের সৃষ্টি করেছিল। এই কথাটি ক্রিকেট খেলার ক্যাচ ধরার মতো লুফে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, এবার পালে বাঘ পড়েছে। জালি ভোটার লিস্টের ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখাতে বাংলায় তৎপর হয়েছে দেশের নির্বাচন কমিশন। মৃত ভোটার বাতিল করো। অনুপ্রবেশকারীদের ভারত থেকে ঘাড় ধরে তাড়াও। আমি তো এসআইআরয়ের খাঁটি সমর্থক। পাশের জন সেইসব শুনে সরেশ টিপ্পনী দিতে ছাড়লেন না। তিনি মন্তব্য করে উঠলেন, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি তো বিজেপির পাঁড় সমর্থক। এসআইআর ভারতের কি বদল আনবে বলুন তো? দেখছেন না এর আতঙ্কে কতজন আত্মহত্যা করছেন। সব নাগরিকের কাছে কি সব প্রয়োজনীয় নথি আছে নাকি? গ্রামগঞ্জের মানুষ অতশত বোঝে আদৌ? তাই বলে ভোটার লিস্ট থেকে ওই ভারতীয় গ্রামীণ মানুষদের নাম বাদ চলে যাবে কোন যুক্তিতে? প্রথম জনের বক্তব্য এবার, আপনি আমাকে বিজেপির লোক বলছেন। আমি মালদহের সম্পন্ন চাষি বুঝলেন। আমি আজও একজনকেই চিনি রাজনৈতিক ভাবে। তিনি হলেন স্বর্গীয় গনি খান চৌধুরী। বুঝলেন। আমি আপনার মতো তৃণমূলী শেখানো ভাষায় হুক্কা হুয়া করি না। যা ঘটনা ঘটছে তাই বলছি। তিনি আরও বললেন, আপনিও তো মালদহের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শুনলাম। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো মশাই, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ক্রমশঃ আমাদের শহরটাকে গ্রাস করছে না দিনের পর দিন? গা ঘেঁষা সীমান্তের সুযোগ নিয়ে। এই এসআইআর সুষ্ঠু ভাবে হলে অনুপ্রবেশকারীরা চিহ্নিত হবে না? বরকতদা থাকলে কি মালদহে আজকের এই হাল হতো? দ্বিতীয়জন এবার ঘাড় নেড়ে খানিক সম্মতি জানিয়ে বলেন, এটা ঠিক বরকতদা আমাদের কাছে দেবতা ছিলেন। আমি উনাকে এখনও মিস করি। উনি ছিলেন মালদহের অভিভাবক। গনিদাও চলে গেলেন। মালদহও কেমন যেন অচেনা হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে।

ট্রেন থেকে মালদহ টাউন স্টেশনে আমার নামার তাড়া থাকলেও তাঁদের কথোপকথন শুনে আমার অনুসন্ধিৎসু মন বলে উঠলো, এঁরা এসআইআর নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করলেও বরকত সাহেবের প্রশ্নে তাঁরা আজও কি অদ্ভুত রকমের এককাট্টা। এবং একরোখাও। আসলে এটাই বাস্তব, আজও। হ্যাঁ আজও মালদহ আর গনি খান চৌধুরী একই সমার্থক ভাষা হিসেবে রয়ে গেছে স্থানীয়দের মণিকোঠায়। সেখানে মোদী বা মমতা জাস্ট এই ভূমিতে অতিথি স্বরূপ পরিযায়ী টোকেন লিডার। অন্তত মালদহবাসীর দিল চিরকে দেখ চেতনায়। এটা ঠিক মালদহের আনাচে কানাচে ঢুঁ দিয়েই স্পষ্ট বোঝা গেল, মালদহ যতদিন গনি খান চৌধুরীর স্মৃতি ততদিন। এখানকার প্রতিটি ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে উনার উন্নয়ণের কর্মকাণ্ড হৃদয় দিয়ে গাঁথা রয়েছে। আসলে দলমত নির্বিশেষে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, আধুনিক মালদহের প্রকৃত রূপকার এই অবিস্মরণীয় ভদ্রলোকই। এখানে আর দ্বিতীয় কোনও অস্তিত্বের স্থান আজও অপূর্ণই থেকে গেল।

খাতায় কলমে মালদহের ওই অবিসংবাদিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রকৃত নাম আবু বরকত আতাউর গণি খান চৌধুরী। যাঁর জন্ম ১৯২৭ সালে। মৃত্যু ২০০৬ সালে। এলাকাবাসীরা এই পয়লা নম্বর ভূমিপুত্রকে একযোগে ডাকতেন, বরকতদা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন জ্যোতি বসু তাঁকে সম্বোধন করতেন, বরকত সাহেব। জ্যোতি–গনির আন্তরিক ব্যক্তিগত দোস্তি অকৃত্রিম হলেও রাজনৈতিক ময়দানে দাঁড়িয়ে মালদহ তথা বাংলার বরকতদা অনায়াসেই বলতে পারতেন, জ্যোতি বসুর অগণতান্ত্রিক সরকারকে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেব। সেই সময়ে জ্যোতি বসুর মুখের উপর এমন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা গনি খান চৌধুরীই করতে পেরেছিলেন আপোষহীন পর্যায়ে। ১৯৮০ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি মালদহ লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সাংসদ ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে জিতে। প্রথমে তিনি কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী ছিলেন। তারপর ভারতীয় রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

রেলমন্ত্রী হিসেবে গনি খান চৌধুরী সারা ভারতের মানচিত্রে নিজেকে আলাদা করে তুলে ধরেছিলেন। ভারতের প্রথম মেট্রো রেলের চাকা কলকাতায় গড়িয়েছিল মূলতঃ তাঁরই হাত ধরে। একজন রেলমন্ত্রী হিসেবে সারা রাজ্যের মধ্যে এমন হিমালয় সম উচ্চতার জনপ্রিয়তা আর কেউ পৌঁছতে পারেননি। তাঁর রেলমন্ত্রীত্ব কালে বাংলা পেয়েছিল একের পর এক চমকপ্রদ আধুনিক ট্রেন। কর্ম সংস্থানের প্রসারের ক্ষেত্রে আজও বাংলার বহু মানুষ নিঃসংকোচে মনে মনে প্রণাম জানান তাঁকে। এমনই ছিলেন জনমানসের আদ্যান্ত নেতা আবু বরকাত আতাউর গণি খান চৌধুরী। আরও চমকে যাওয়ার মতো তথ্য হলো, তিনি ২০০৬ সালে মারা গেলেও লোকসভার নিরিখে মালদহ মানেই তাঁর পরিবারের জয়জয়কার। এখনও। তাঁর পরিবারের বাইরে মালদহ লোকসভা আজও কভি নেহি।

এমনই একচেটিয়া বরকত সাহেবের অনির্বাণ চির শাশ্বত ইমেজ এই ২০২৫ সালেও প্রাণবন্ত। সুতরাং ২০২৬ সালের আগত বিধানসভা নির্বাচনেও গনি খান চৌধুরী ও তাঁর পরিবারকে আলোচনায় টানবে না এমন রাজনৈতিক দল এখনও ভূভারতে তৈরি হয়নি। অন্তত মালদহের প্রেক্ষাপটে।

ভোটের হাটে ডিলিমিটেশন বলে একটা প্রচলিত কথা আছে। সেই প্রসঙ্গেই ২০০৯ সালে মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয়। পরিবর্তে মালদহ উত্তর ও মালদহ দক্ষিণ দুটি নতুন লোকসভা গঠন করে নির্বাচন কমিশন।

এরপরেও মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে পরলোকগত হওয়ার কারণে গনি খান চৌধুরী সশরীরে উপস্থিত না হতে পারলেও তাঁর পারিবারিক ছায়া কিন্তু রাজ করে গেছে সমান তালে। বরকত সাহেবের বোনঝি হলেন মৌসম নুর। এই বোনঝি কংগ্রেসের টিকিটে মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ২০০৯ ও ২০১৪ সালে অনায়াসে জিতে যান। তবে ২০১৯ সালে দলবদল ঘটিয়ে তিনি ফের ওই কেন্দ্রে ২০১৯ সালে লড়তে গেলে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হোন। বিজেপি অবশ্য তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও। মালদহ উত্তর লোকসভা ক্ষেত্রের মোট ভোটার হলো ১৮,৬২,০৩৫ জন। গত বছরের সংসদীয় ভোটে বিজেপির ঝুলিতে যায় ৫,২৭,০২৩ জনের আনুকূল্য বা ৩৭.১৮% ভোট। বিপক্ষে তৃণমূলের ভান্ডারে ৪,৪৯,৩১৫টি ভোট গচ্ছিত হয়। অতএব বিজেপির জয়ের ব্যবধান এখানে ছিল ৭৭,৭০৮ ভোট।

এই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতিপুর, রতুয়া, হবিবপুর, গাজোল এবং মালদহ। ২০২১ বিধানসভা ভোটে এই আসনগুলোর মধ্যে প্রথম চারটিতে জয় পেয়ে যায় তৃণমূল। মূলতঃ তৃণমূলের এই জয়ের পিছনে সংখ্যালঘুদের একটা বিরাট অংশের সমর্থন অনুঘটকের কাজ করেছিল। চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতিপুর ও রতুয়া আসনে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান ছিল পর্যায়ক্রমে ৬৭,৩৩৮, ৭৭,৪৭৩, ৯১,৯৪৯ এবং ৭৫,৬৫০টি ভোটের। পক্ষান্তরে ১৯,৫১৭, ১,৭৯৮ আর ১৫,৪৪৬টি বেশি ভোট কব্জা করে বিজেপি জিতে যায় ক্রমপর্যায়ে হবিবপুর, গাজোল ও মালদহ কেন্দ্রে। এতো গেল মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের সাতকাহন। গনি খানের সামগ্রিক মালদহ সংসদীয় আসনের নয়া টুকরো মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রেও তাঁর অতীত স্মৃতি অস্বীকার করবে এমন হিম্মত এখনও কোনও দলের হয়ে ওঠেনি। অন্তত বিগত ভোটগুলোর আবহাওয়া বিশ্লেষণ করলে সে কথারই সমর্থন পদে পদে পাওয়া যায় গভীরতর পর্যায়ে।

মালদহ দক্ষিণ আসনে ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ সালের পরপর তিনটি লোকসভা নির্বাচনে জিতেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। বিজয়ী সাংসদের নাম কি? কেন, ডালুবাবু। আরে বাবা, উনার প্রকৃত নামটা কি, বলুন না? আর পরিচয়টাই বা কি? এলাকার ডালুবাবুর সরকারি নাম হলো আবু হাসেম খান চৌধুরী। তিনি যে সেই গনি খান চৌধুরীর ভাই। এরপর যদি ওই কেন্দ্রের ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকানো যায় সেখানেও কিন্তু মৃত বরকতদার ম্যাজিক কাজ করেছে অনায়াস মসৃণতায়। তাঁর অপর ভাই আবু নাসের খান চৌধুরীর ছেলে অর্থাৎ ভাইপো ইশা খান চৌধুরী কংগ্রেসি জার্সি গায়ে চড়িয়ে এখান থেকে সোজা দিল্লি মুখী হন ১,২৮,৩৬৮ ভোটে জয় করায়ত্ব করে। এখানকার মোট ভোটার ১৭,৮২,১৫৯। এর মধ্যে ৪১.৭৯% জনের সমর্থন পান ৫,৭২,৩৯৫ ভোট নিজের দখলে নিশ্চিত করে। অন্যদিকে ইশা খান চৌধুরীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভাজপা প্রার্থী। তিনি ৪,৪৪,০২৭ ভোট বলতে ৩২.৪২% জনমানসের সহানুভূতি পেয়েছিলেন।

এককথায় বলতেই হবে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই লোকসভা আসনটিতে কংগ্রেস নিজেদের দাপট অক্ষুন্ন রেখেছে। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের অবস্থা ল্যাজে গোবরে হয়ে গিয়েছিল এখানকার সাতটি আসনেই। শমসেরগঞ্জ ছাড়া সবকটি সিটে কংগ্রেস ভোট পেয়েছিল ২০%–এর নিচে। ইংরেজবাজার আসনটি বিজেপি নিয়ে নেয়। তাছাড়া মানিকচক, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর, ফরাক্কা এবং শমসেরগঞ্জে তৃণমূলের ঘূর্ণিঝড় ওঠে।

গত বিধানসভা ভোট পর্বে ইংরেজবাজার থেকে বিজেপি জয়ের পতাকা ওড়ায় ২০,০৯৯টি অধিক ভোট মুঠোয় ভরে। পাশাপাশি মানিকচক, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর, ফরাক্কা এবং শমসেরগঞ্জ আসনে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান ছিল চোখে পড়ার মতো। ক্রমসংখ্যা অনুসারে সেই পার্থক্যের স্কোরকার্ডটি ছিল ৩৩৮৭৮, ৫৬,৫৭৩, ১,৩০,১৬৩, ২,৪৭১, ৫৯,৯৪৫ আর ২৬,৩৭৯ জন ভোটদাতার।

গত বিধানসভার পটভূমিতে তৃণমূল অবশ্য যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী এবার মালদহ দক্ষিণ লোকসভার ভিতরে থাকা সাতটি বিধানসভা আসন জয়ের স্বপ্নে। বিজেপির দূর্গ হিসেবে পরিচিত ইংরেজবাজার সিট শুধু উদ্ধার করতে পারলেই তৃণমূল এ যাত্রায় স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে ভেবে তারা এখনই উৎফুল্ল।আবার বিজেপির প্ল্যান হল এইসব এলাকায় তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটে ফাটল ধরিয়ে কৌশলে শাসকের কমিটেড সমর্থনে ধস নামাতে পারলেই এখান থেকে সহজেই চারটে আসনে কেল্লা ফতে করা যাবে খুব সহজে।

নিজেদের জেতার জন্য আগামী ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে যে দল যাই ভাবুক না কেন, গনি খান চৌধুরী ২০০৬ সালে মারা গিয়ে থাকুক না কেন, রাজ্যের ভোটে কংগ্রেস যতই সাইনবোর্ড হোক না কেন ময়দানটা যখন মালদহ উত্তর সহ মালদহ দক্ষিণ লোকসভা অঞ্চলের মোট ১৪টি আসনের, তখন মালদহ নামটা অবশ্যই এখনও স্থানীয় ভাবে সনাতনীই। আর সেই বিন্দুতে টানা দুই দশক পরেও একটা এক্স ফ্যাক্টর যে এখানে সত্যিই ফ্যাক্টর। তাই নাকি? হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন। আজও সেই নস্টালজিক এক্স ফ্যাক্টরের নাম আবু বরকত আতাউর গণি খান চৌধুরী।

উত্তরের আঙিনায়

আশা কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর : ৪ মাস ধরে তারা ভাতা না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে ১৭ নভেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার সমস্ত ব্লকের আশা কর্মীরা রায়গঞ্জ জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা সুতপা ঝাঁ জানান, 'সারা উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় ৬০০ আশা কর্মীরা এই বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করেছে। ৪ মাস ধরে তাদের মাসিক ভাতার টাকা পায় না, তাছাড়াও ১ বছর ধরে পিএলআইয়ের টাকা সহ বিভিন্ন ধরনের ফান্ডের টাকা দেবার কোন উদ্যোগই নেই। তাই আমরা আজ উত্তর দিনাজপুর জেলার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে সমস্যার কথা জানাই।' জেলা শাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা তাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং আশা কর্মীদের সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় সে ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেন আশা কর্মী ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের। আশা কর্মীরা রায়গঞ্জের ঘড়ি মোড়ে তাদের ৪ দফা দাবির ভিত্তিতে পথ অবরোধ করলে বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকার পর পুলিশের তৎপরতায় পথ সেই অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

মুক্ত সংগঠনের পথসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ নভেম্বর সিপিএমের শিলিগুড়ি ২ নম্বর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি শহরের সাধারণ মানুষকে পৌর পরিষেবা দেওয়া, স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রকাশ সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে মুক্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন শিলিগুড়ি শহরে পদযাত্রা করার সহ পথসভা ও করা হয়। এদিন স্বস্তিকা যুবক সংঘের মাঠের সামনে থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয় শেষ হয় হাশমি চকে। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন পুর মন্ত্রী ও প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। দলের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার, জিবেশ সরকার সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্মী ও সমর্থকরা পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন।

তৃণমূলের শ্রমিক সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রমিকদের সুবিধা-অসুবিধা ও নতুন শ্রম কোড নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং শ্রমিক সমাজকে সংগঠিত করতে ১৭ নভেম্বর শিলিগুড়ির নেতাজি মোড়ে অনুষ্ঠিত হল এক বৃহৎ শ্রমিক সমাবেশ। উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগ্গারসহ বিশিষ্ট নেতৃত্ববৃন্দ। শ্রমিকদের অধিকার, কাজের পরিবেশ এবং ভবিষ্যৎ সুরক্ষা নিয়ে উক্ত সমাবেশে উঠে আসে একাধিক বার্তা। মূলত কেন্দ্রের শ্রম কোডের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলেই বক্তব্য রাখেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিশু উৎসবে নাবালক হস্তান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ১৮ নভেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার সমস্ত হোমের শিশুদের নিয়ে সারাদিন খেলাধুলা, গান বাজনা এবং তাদের ভালোমন্দ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আজকের এই আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার দিবস সমাজ কল্যাণ দপ্তরের কর্মসূচি। শিশুরা আজকের দিনটিতে তাদের অধিকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বুঝে নিক। তবে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অনুষ্ঠান হলেও শিশুদের ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার। তাঁর মতে, আজকের দিনটি আমাদের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে বাংলাদেশের নাবালক ছেলে রাজিবুল ইসলাম গত ডিসেম্বর মাস থেকে কুনোরের হোমে রয়েছে। সে কোনও ভাবে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে আসে। বাংলাদেশের হাই কমিশনারের সাথে ভারতের হাই কমিশনারের সাথে আলোচনা হবার পর আজ এই অনুষ্ঠানের শেষে রাজিবুলকে বাংলাদেশে পাঠানো হবে বলে মহকুমা শাসক মন্তব্য করেন।

দোমোহনিতে হাসপাতালের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে বাংলা পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি দোমোহনিতে দ্বিতীয় এইমস হাসপাতাল তৈরি এবং শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে লোকাল ট্রেন নেটওয়ার্ক চালু করার দাবিতে। পাশাপাশি নেপাল সীমান্ত সিল করা সহ পাঁচ দফা দাবি নিয়ে শহরে এক পদযাত্রা সংঘটিত হয়। শিলিগুড়ি শহরের বিবেকানন্দ ভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিধান মার্কেটে এসে শেষ হয়। ওই মিছিল থেকে সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গে বন্যা বিধ্বস্ত জেলাগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ যাতে দেওয়া হয় তারও দাবি তোলা হয় পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতলের মত হাসপাতাল তৈরির দাবি তোলা হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বাংলা পক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায়, রজত ভট্টাচার্য্য ও গিরিধারী রায় প্রমুখ এছাড়াও উক্ত সংগঠনের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। গর্গ চট্টোপাধ্যায় জানান, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে দুটি করে এইমস হাসপাতাল রয়েছে তবে বাংলায় কেন হবে না।

নেপালি অস্ত্র ব্যবসায়ী ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৭ নভেম্বর প্রধান নগর থানার পুলিশের হাতে দার্জিলিং মোর সংলগ্ন সুকান্ত পল্লী থেকে গ্রেপ্তার হল নেপালের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যাবসায়ী অরুন বিশ্বকর্মা। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি অটোমেটিক পিস্তল ও দুটি কার্তুজ। পুলিশ সূত্রে গিয়েছে, গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে সুকান্ত পল্লী এলাকায় অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গেছে, ওই ব্যক্তি অরুন বিক্রির উদ্দেশ্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিল। তবে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার পিছনে আরও অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কিনা তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। নেপাল থেকে এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে শুধু কি সে একাই এই ব্যাবসা চালাতো? না আরো অন্য কেউ ব্যাবসার সাথে আর কেউ জড়িত ? সে বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবারকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে রিমান্ডের অবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

শ্রীখণ্ডে গৌর–নরহরির মিলন মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঙ্গদেশের অন্যতম প্রধান বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র শ্রীখণ্ডে এবারও যথাযথ মর্যাদায় শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী গৌর–নরহরির মিলন মহোৎসব সম্পন্ন হল। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্ভুক্ত শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙায় এবারের উৎসব শুরু হয়েছিল ১৪ নভেম্বর। এই উপলক্ষ্যে ৫ দিন ব্যাপী নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উৎসব প্রাঙ্গন সংলগ্ন এলাকায় বসেছিল জমজমাট মেলাও। মহাপ্রভুর অন্যতম পার্শ্বস্থ অনুচর নরহরি সরকার ঠাকুরের জন্মস্থান এই শ্রীখণ্ড ধামে। তাঁরই বিরহ তিথিতে প্রতিবছর এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষাধিক ভক্ত সমাগমে এবারও উৎসব প্রাঙ্গণ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পুলিশ–প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় পঞ্চায়েত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

বিশ্ব টয়লেট দিবসে সচেতনতামূলক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : ১৯ নভেম্বর 'বিশ্ব টয়লেট দিবস'কে সামনে রেখে কুলপি বিধানসভার গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একটি ব্যাপক সচেতনতামূলক র‍্যালি। স্থানীয় মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে আয়োজিত এই র‍্যালির মূল বার্তাই ছিল– 'দূর হবে অসুখের ভয়, ব্যবহার করলে শৌচালয়।' এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে আগামী দিনেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলবে।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই ধরনের সচেতনতা অভিযান শুধু স্বাস্থ্যই নয়, পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। র‍্যালির শেষে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে স্যানিটেশন সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে গাজীপুর

ছিলেন গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শাহানুর বিবি মোল্লা, উপপ্রধান রুকিয়া বিবি এবং কুলপি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ও গাজীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম মোল্লা। পঞ্চায়েত প্রধান জানান, 'সঠিক স্বাস্থ্যবিধি না মানলে গ্রামীণ এলাকায় নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। তাই প্রতিটি বাড়িতে শৌচালয় থাকা ও তা নিয়মিত ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি।'

অন্যদিকে উপপ্রধান রুকিয়া বিবি বলেন, 'সরকারের 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'–এর মূল লক্ষ্যই হল খোলা আকাশের নীচে শৌচকর্ম পুরোপুরি বন্ধ করা। তাই পঞ্চায়েতের তরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেল এর সভাপতি আব্দুর রহিম মোল্লা জানায় সমাজকে সুস্থ ও সচেতন রাখতে সাধারণ মানুষকে আগে সচেতন হতে হবে যে কারণেই এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আমরা ২০০০–এরও বেশি শৌচালায় করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি মানুষের বাড়িতে বাড়িতে। যাতে কোন মানুষের বাড়ি শৌচালয় না থাকে এমন একজন না থাকে। টয়লেট দিবসের মাধ্যমে শৌচালয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগ স্থানীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা সচেতনতায় নতুন মাত্রা যোগ করল।

ভূমিকম্পে কাঁপলো বঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ নভেম্বর সকাল ১০.১০ নাগাদ একাধিকবার কেঁপে উঠল কলকাতা। মৌসম ভবন সূত্রে খবর, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৭। এদিন গোটা রাজ্যজুড়ে অনুভূত হয়েছে কম্পন। বহুতল থেকে নেমে রাস্তায় নেমে পড়েন বাসিন্দারা। প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহর থেকে জেলায়। ইএমএসসি বা ইউরোপিয়ান মেডিটেরানিয়ান সিসমোলজিকাল সেন্টারের দাবি, কলকাতা–সহ গোটা রাজ্যেই প্রবল কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎস্থল বাংলাদেশের ঢাকা থেকে ২৮ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে ঘোড়াশালের কাছে। সেখানে ভূমিকম্পের তীব্রতা ৬। মেঘালয়–সহ উত্তর–পূর্বের রাজ্যগুলিতেও অনুভূত কম্পন। কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেরও বহু জেলায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের একাধিক এলাকায় ভূমিকম্প টের পাওয়া গিয়েছে। হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদেও অনুভূত হয়েছে মৃদু কম্পন। সকাল ১০টা ৮ মিনিট নাগাদ কম্পন শুরু হয় চলেছে প্রায় ৪০ সেকেন্ড। ঘরের মধ্যে পাখা, চেয়ার, টেবিল দুলতে দেখা গিয়েছে। আতঙ্কে অনেকে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। এখনও পর্যন্ত কোথাও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।

ফর্ম না মেলায় আতঙ্কিত পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৫–এর ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও এনুমেরেশন ফর্ম না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রূপবান খাতুনের। জানা যায়, তার বাপের বাড়ি ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। ২০১৯ সালে তার বিয়ে হয় আরামবাগে। আগে তিনি ডায়মন্ড হারবারে ভোটও দিয়েছেন। অন্যদিকে, এই ঘটনায় বিএলও জানান, ভোটার তালিকায় নাম থাকলে অবশ্যই এনুমেরেশন ফর্ম পাবেন। কেন এখনও ফর্ম পাননি সে বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিপুর : ১৫ নভেম্বর নদীয়া শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরি সভা ঘরে ধরতি আবা বিরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী পালন ও আদিবাসী জনকল্যাণ সমিতির সারা রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী, শান্তিপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ পশ্চিম সরকারের শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত অধ্যাপক ড: সুমহান দাস, ভারত সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগের আধিকারিক ও দিশারী সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্ণধার মানসী দাস। এছাড়াও বিশিষ্ট আদিবাসী সংগঠক ভুবন মুন্ডা সহ রাজ্য কমিটির সভাপতি মণ্ডুলী ও সম্পাদক মণ্ডুলী সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ৪০০ প্রতিনিধি। এই সম্মেলন থেকে আদিবাসী সমাজের শিক্ষা ও সরকারি আর্থিক অনুদানের বঞ্চনার কথা আলোচিত হয়। মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে পদবীকে ভুল ব্যাখ্যা করে জাতিগত প্রমাণপত্র বাতিলের চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক

সঙ্গে লড়াই আন্দোলন করে রুখে দাঁড়াতে হবে বলে এই সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সমিতির পক্ষে সঞ্জীব মাহাতো জানান, আদিবাসী সমাজের যে কোন বঞ্চনা ও অবহেলা তারা মেনে নেবেন না। আগামী দিনে রাজ্যর সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্র ও জেলাতে এই সংগঠন তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে লড়াই আন্দোলন জোরদার করবেন।

বন্য শূকরের দাপটে জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঘ, কুমির ও গেছোবোড়া সাপের দাপটের পর সুন্দরবন জঙ্গল লাগোয়া লোকালয়ে এবার বন্য শূকরের দাপট ঘিরে আতঙ্ক ছড়ালো কোস্টাল থানার অন্তর্গত কুমিরমারি পূর্বপাড়া গ্রামে। বন্য শূকরের দাপটে ইতিমধ্যে ২ জন গ্রামবাসী গুরুতর জখম হয়েছেন। স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে তাদের চিকিৎসা চলছে। আরবেসি–২ জঙ্গল থেকে একটি বন্য শূকর রায়মঙ্গল নদী পেরিয়ে কুমিরমারি পূর্বপাড়া গ্রামের ধানক্ষেতে ঢুকে পড়ে। তাণ্ডব চালাতে থাকে ধানক্ষেতে।

সমবায় সপ্তাহ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : অন্যান্য জায়গার সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলার সিঙ্গি এলাকায় ৭২ তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ হলে গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে এটা উদযাপনের উদ্যোগ চোখে পড়ে। এই উপলক্ষ্যে সিঙ্গি সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় এবং কাটোয়া ২ নং

উদযাপিত হল। সিঙ্গি গ্রাম এই জেলার অন্যতম প্রাচীন জনপদ এবং মহাভারত প্রণেতা কবি কাশীরাম দাসের জন্মস্থান রূপে বিখ্যাত। সুপ্রাচীন এই গ্রামের বাসিন্দাদের অনেকেই সমবায় ব্যবস্থাপনার প্রতি আস্থাশীল। তাই ১৪ নভেম্বর সমবায় সপ্তাহ শুরু ব্লক কমিটির উদ্যোগে সপ্তাহ ব্যাপী নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ম্যারাথন দৌড়, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, শিশুদের নিয়ে একাধিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সহ আলোচনা সভা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমবায় সপ্তাহ উদযাপিত হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

গোয়েন্দা ব্যার্থতা প্রকট

প্রথম পাতার পর

চাপের মুখে তদন্ত যেখানে শেষ হয় সেখান থেকে শুরু হয় বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা। একটি ঘটনার ধরপাকড়, জিজ্ঞাসাবাদ চলতে চলতে ঘটে আর একটি ঘটনা। পুরোনো ঘটনার তদন্ত চলে যায় অন্তরালে। এভাবেই একের পর হারাতে থাকে ঘটনার অভিঘাত, জিততে থাকে জঙ্গীরা।

ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে গোয়েন্দাদের সংস্থা ও কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। ভারত যখন সর্বক্ষেত্রে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে তখন ইনটেলিজেন্স বিভাগ পিছিয়ে থাকা মোটেই শ্রেষ্ঠত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেশের মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বজায় রাখতে অভ্যন্তরীণ শান্তি অত্যন্ত জরুরী। তারই কারিগর গোয়েন্দা বিভাগ। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রাথমিক দায়িত্ব একে দক্ষতার শীর্ষে নিয়ে যাওয়া।

কাটোয়ায় অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান: ভরদুপুরে ২টি ভিন্ন জনবহুল এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের কারণে ভস্মীভূত হল একটি দোকান এবং ৪ টি ঘর। একইসঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে মজুত করা শস্যসামগ্রী। ২০ নভেম্বর যথাক্রমে ২টি ঘটনা ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কাটোয়া শহরের ব্যস্ততম সার্কাস ময়দান সংলগ্ন স্টেশন রোডে এবং কালনা মহকুমার নান্দাই পঞ্চায়েতের ঘুঘুডাঙা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়া শহরে অবস্থিত কম্পিউটার সহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের বড়সড় একটি দোকানে এদিন আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই বিধ্বংসী আগুন দোকানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় ভস্মীভূত হয়ে যায় প্রায় সমস্ত সামগ্রী সহ আসবাবপত্র। এলাকাবাসী সহ দমকলের তৎপরতায় ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এমনকি পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে যান। দোকান মালিকের দাবি, কোনও শর্টসার্কিটের কারণে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এবং এতে তাঁর বহু লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে, কালনার ঘুঘুডাঙায় বাড়িতে রান্না করার সময় সেখান থেকে অসাবধানতার কারণে প্রথমে একটি ঘরে আগুন লাগে। তারপর মুহূর্তে সেই আগুন অন্যান্য আরও তিনটি ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে ঘরের জিনিসপত্রের পাশাপাশি মজুত রাখা ধান সহ অন্যান্য শস্যসামগ্রী ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর পুলিশ এবং দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডে দু'টি জায়গায় বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হলেও কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

বাইক দুর্ঘটনায় কাকা ভাইপোর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত কাজবাগান মোড়ের কাছে এক বাইক দুর্ঘটনায় কাকা ভাইপোর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা নাগাদ কাকা সোহেল শেখ (২২) তার ভাইপো দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র উমার মল্লিককে নিয়ে চক মানিক রামকৃষ্ণ পাঠ মন্দির ইস্কুলে দিতে যাচ্ছিল। তাদের বাড়ি বিষ্ণুপুর থানার জয়চন্ডী পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বাইকটি যখন বাখরাহাটের দিক থেকে কাজ বাগানের মোড় অতিক্রম করছিল তখন সামনে একটি এফসিআই এর পণ্যবাহী গাড়ি যাচ্ছিল চড়িয়ালের দিকে, ডান দিক দিয়ে ওই গাড়িটিকে ওভারটেক করার সময় হঠাৎই বাইকে চাকা পিছলে পিছনের লরির চাকায় ঢুকে যায়। ঘাতক লরিটি কাকা ভাইপোকে পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষজন বিষ্ণুপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত কাকা ভাইপোর দেহকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তবে স্থানীয় মানুষজন অভিযোগে জানিয়েছে, রাস্তা সংস্কারের জন্য অনেকদিন ধরি রাস্তা খোড়াখুঁড়ি চলছে, যার ফলেই নাকি এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। সূত্রের খবর ঘাতক লরিটি পালিয়ে গেলেও পরবর্তীকালে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে লরি টিকে নাকি আটক করা হয়েছে।

অবহেলিত বিত্তহীনরা

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি আরও একটা অভিজ্ঞতা হল এই প্রতিবেদকের। আমি এবং আমার ফটোগ্রাফার আমরা দুজনেই অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড হোল্ডার সাংবাদিক। যখনই তারাপীঠ মন্দিরে যাই বাঁদিকে যেদিক দিয়ে ভিআইপিরা প্রবেশ করেন সেখানে সরকারি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেখালে আমরা তারা মায়ের দর্শন এর সুযোগ পাই। কিন্তু এবারে যখন দুজনে কার্ড দেখিয়ে ঢুকতে গেলাম তখন যারা ভিআইপি গেটের মুখে সেবাইত উপস্থিত আছেন তারা জানালেন পুলিশ এবং সাংবাদিক বা ভিআইপিদের পাস দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে আপনারা বাঁদিক দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেবাইত কমিটির অফিস আছে সেখান থেকে পাস আনলে তবেই প্রবেশ করতে পারবেন। সেবাইত কমিটির অফিসে গেলাম সেখানে 'জনৈক বাবু' নামে এক যুবক বসেছিলেন। তাকে আমাদের পরিচয় দিলাম কিন্তু তিনি বললেন পুলিশ, ভিআইপি, সাংবাদিকদের এভাবে আর পাশ দেওয়া হচ্ছে না। আমরা দোতলায় তারামা মন্দির কমিটি পরিচালনার যে অফিস আছে সেখানে গেলাম। তাদের সমস্ত বিস্তারিত কিছু জানালাম তারাও আমাদের চিনতেন। তারা বললেন, কেন প্রবেশ করতে পারবেন না! প্রতিবারই তো আপনারা এসে প্রবেশ করেন অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেখিয়ে, চলুন দেখি। ওই কমিটির এক ভদ্রলোক আমাদের ভিআইপি গেটের কাছে নিয়ে গিয়ে যারা গেটে ছিলেন তাদের ধমক দিতেই আমাদের গর্ভগৃহে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল। অনেকেই জানাচ্ছেন তারাপীঠ মন্দির কমিটি যেটার সভাপতি আছেন এখনো তারাময় মুখোপাধ্যায় যদিও তিনি এখন খুব একটা কার্যালয়ে আসেননি, তিনি যতদিন পর্যন্ত তৎপর ছিলেন ততদিন এই ধরনের কোন সমস্যা হয়নি। সেবাইতদের মাতব্বরিতে পদে পদে অবহেলিত হচ্ছেন গরীব মধ্যবিত্তরা এবং সরকারি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড হোল্ডাররাও। এ ব্যাপারে তারাপীঠে যে মন্দির কমিটি আছে তারা তৎপর হলে সাধারণ মানুষ এবং সাংবাদিকরাও উপকৃত হবেন।

ক্ষতিপূরণ পেল বাঘে আক্রান্ত পরিবার

প্রথম পাতার পর

সুন্দরবনের নদী খাঁড়িতে মাছ কাকড়া ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন।বৈধ্য অনুমতি পত্র নিয়ে গত ২০২০ সালের ১৬ আগষ্ট প্রতিবেশী তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে সুন্দরবনের নদী খাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে পীরখালি এলাকার নদীখাঁড়িতে বাঘের আক্রমণের সম্মূখীন হয়। হরিপদকে ঘাড়ে থাবা বসিয়ে গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। সঙ্গী সাথীরা বাঘের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর বাঘ শিকার ফেলে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। হরিপদকে উদ্ধার করতে পারলেও প্রাণে বাঁচাতে পারেনি। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়ে মন্ডল পরিবার। তাঁরা ক্ষতি পূরণ দাবি করে বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেন। কিন্তু কিছুই মিললো না। এরপর মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর(গোসাবা শাখা) সংগঠনের সম্পাদক সর্বরঞ্জন মণ্ডলের পরামর্শে হাইকোর্টের আইনজীবি শ্রীময়ী মুখার্জীর সাহায্যে আদালতে মামলা দায়ের করে হরিপদ–র পরিবার। দীর্ঘ প্রায় ৫ বছর অসহায় এই পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। ক্ষতিপূরণের টাকা হাতে পায় মৃত হরিপদর স্ত্রী রীতা মণ্ডল। এপিডিআরককে ধন্যবাদ জানিয়েছে বলেন, 'মানবাধিকার সংগঠন পাশে না থাকলে ক্ষতি পূরণের টাকা পাওয়া সম্ভব হত না। পরিবার নিয়ে রাস্তায় বসতে হত।' অন্যদিকে মানবাধিকার সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল জানিয়েছেন, 'সমস্ত বাঘে আক্রান্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে।সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারী থাকবে।যাঁরা এযাবৎ ক্ষতি পূরণ পাননি তাঁদের জন্য আমরা লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছি।'

অনুপ্রবেশ বাস্তব

প্রথম পাতার পর

অবশ্য শুধু বিএসএফ, পুলিশ, রাজনৈতিক দলকে দোষ দিয়ে ধোয়া তুলসী পাতা থাকা যাবে না। এদেশের মানুষ প্রথম থেকেই অনুপ্রবেশ বান্ধব। এদের সঙ্গে ওঠা–বসা, খাওয়া–দাওয়া, আনন্দ–ফুর্তি করতে ভারতবাসীর এতটুকুও বাধে না। এলাকায় নতুন লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেও কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। বরং তাদের দিয়ে কম পয়সায় খাটিয়ে নেওয়াতেই মোক্ষ লাভ। সব মিলিয়ে ভগবান থুড়ি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভূত হয়ে গিয়েছে এখানে। এতদিন এদের অস্তিত্ব আছে জানা যেত কিন্তু দেখা যেত না। আজকের স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত ছবিটা বদলে দিয়েছে, সেই ভূতকেই সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এবার কিন্তু ভাববার সময় হয়েছে। সব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে ভারতের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও দেশের মানুষকে রক্ষা করতে একসাথে কাজ করতে হবে। তা না হলে সামনে বড় বিপদ অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য।

রায়পুর নদীবাঁধে ফের ভাঙ্গন

প্রথম পাতার পর

সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এ বছর দুর্গাপুজোর অনেক আগেই ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর তৎপরতায় সেচ দপ্তর রায়পুর নদীবাঁধ এলাকায় সংস্কারের জন্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু সেই কাজ এখনও শুরু না হওয়ায় এই ভাঙ্গন বলেই অনেকে দাবি করছেন। ঘটনাস্থল সরকারি আধিকারিকরা পরিদর্শন করেছেন। বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি বিষয়টি সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জিকে অবগত করান। সাংসদের কথা মতো তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক অরবিন্দ কুমার মিনার সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। বুচান ব্যানার্জি জানাচ্ছেন, খুব শীঘ্রই রায়পুর নদীবাঁধ এলাকায় ব্যাপকভাবে নদীবাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু হচ্ছে। আসলে বর্ষার কারণে নদীবাঁধ সংস্কারের কাজ আগে করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, এবার দ্রুততার সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করা হবে। এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করে তিনি জানিয়েছেন, আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। প্রশাসন সর্বদা আপনাদের পাশে ছিল, আছে আগামী দিনেও থাকবে।। এলাকার সাধারণ গ্রামবাসী বৃন্দরা জানাচ্ছেন, রায়পুর স্বদেশী মেলার মাঠ থেকে বিড়লাপুর তিন ফটকের আগে পর্যন্ত এই নদীবাঁধে প্রতিবছরই কোন না কোন জায়গায় ফাটল দেখা যায়, তারপর কোনরকমে দায়সারা ভাবে কাজ করা হয়। আমরা চাই সেচ দপ্তর যে টাকা নদীবাঁধ সংস্কারের জন্য বরাদ্দ করেছে, সেই টাকা দিয়ে খুব মজবুতভাবে নদীবাদ সংস্কার করা হোক। যাতে মাঝেমধ্যেই আমরা সমস্যার মধ্যে না পড়ি।

১০০ দিনের কর্মীর অভাবে বেহালায় জঞ্জাল অপসারণ ব্যাহত

বরুণ মণ্ডল

বেহালার 'ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল সংলগ্ন কলকাতা পৌরসংস্থার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায় বক্তব্য, আমার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় গত ৪ বছরে নতুন নতুন রাস্তা, নতুন নতুন বাড়ি ও ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে। জনসংখ্যা বিপুল হারে বাড়ছে। এইসব কারণে ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের মতো একটা বৃহদায়তন ওয়ার্ডে সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবা দিতে জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের অপ্রতুল কর্মীসংখ্যার কারণে ভীষণ রকম সমস্যা হচ্ছে। দৈনন্দিন প্রতিটি বাড়ি থেকে 'সেগরিগেটেড আবর্জনা সংগ্রহ করা এবং ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অংশের রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখতে কর্মীসংখ্যা কম থাকার কারণে খুবই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে আমার প্রস্তাব, অবিলম্বে 'কনসারভেন্সির স্থায়ী যে সমস্ত কর্মী অবসরপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের জায়গায় নতুন কর্মী সংযোজন। ১০০ দিনের কাজে যে সমস্ত কর্মী অসুস্থ তাদের পরিবর্তে নতুন কর্মী নিয়োগের অনুমোদন। এছাড়া, বিস্তীর্ণ ওয়ার্ডে সুষ্ঠু পৌর পরিষেবার কথা মাথায় রেখে ১০০ দিনের কাজে আরো বেশ কিছু কর্মী নিয়োগ করা আশু প্রয়োজন।

এ বিষয়ে মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থায় এই জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরে মোট অনুমোদিত পদ রয়েছে ১৩,৮৪০টি। তারপর বরো ১১ থেকে ১৫ তে স্থায়ীকর্মী অনেকটা কম আছে। জোকার ৩ টি ওয়ার্ডে(১৪২–১৪৪) কোনও স্থায়ীকর্মী নেই। বর্তমানে স্থায়ীকর্মীর শূন্যপদ আছে ৮,৪৬৮টি। তারমধ্যে ৭,৪৩৭ টিতে কন্ট্রাকচুয়াল লেবার নিয়োগ করা হয়েছে। তাহলে শূন্যপদের সংখ্যা ১,০৩১টি। আবার ২০২১ সালে ৮২১ জন শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়েছিল। তারমধ্যে ১০৪ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া এখন বন্ধ রয়েছে। আর ৭৩৯ জনের নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি(১৪/০৮/২০২৫) প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া শেষ হলে এদেরকেও নিয়োগ করা হবে।

তবে, কলকাতা পৌরসংস্থার আগের কাজ আর বর্তমান সময়ের কাজের মধ্যে গুণগত একটা বিরাট পার্থক্য তৈরি হয়েছে। আগে সাফাই কর্মীদের খোলা নিকাশিনালা পরিষ্কার করতে হত। আগে ২ চাকার হ্যান্ডকার দিয়ে জঞ্জাল তুলে নিয়ে যাওয়া হত। এখন কলকাতা পৌর এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে কমবেশি ১০টি করে ব্যাটারিচালিত ৩ চাকার গাড়ি দেওয়া আছে। একটি ব্যাটারিচালিত গাড়ি নিত্য ৬ থেকে ৭ বার ট্রিপ দিতে পারে। গত দু'মাসে কলকাতা পৌর এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে ছোটো ট্রিপার ট্রাক দেওয়া হয়েছে। এখন জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর কাজে মেকানাইজেশন বেশি হয়েছে। সুতরাং আগে যে সংখ্যায় কর্মী ছিল, এখনকারের কর্মী সংখ্যার তুলনায় যা বাস্তবিক হবে না।

আগে যতোটা ম্যান পাওয়ারের প্রয়োজন ছিল, আর আজ ম্যানপাওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে মেশিন পাওয়ারও যুক্ত হয়েছে। আর নতুন লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রক্রিয়া আছে, সেটাও আমরা তৈরি করছি বলে মেয়র পারিষদ জানান।

তিনি আরও বলেন, ১০০ দিনের ক্ষেত্রে পৌরপ্রতিনিধি আপনারা যেটা বলছেন, আসলে ১০০ দিন হল রাজ্য সরকারের একটা 'শহরী রোজগার যোজনার অধীনে রাজ্যের সমস্ত পৌরসভাগুলিতে এই কাজ চলে। কলকাতা পৌরসংস্থায় ২০১০ সালে ১ ডিসেম্বর 'শহরী রোজগার যোজনা চালু হয়েছিল। এখন কলকাতার ১৪৪ ওয়ার্ডেই ১০০ দিনের কর্মীরা কাজ করে।

আর ১০০ দিনের কর্মীদের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাজ্যে সরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে কলকাতা পৌরসংস্থায় আসে। ১০০ দিনের কাজের বাজেট বরাদ্দের দু"টো অংশ আছে। একটা অংশ হল, লেবারদের জন্য। আরেকটা হল অংশ হল কাজের মেটিরিয়ালের জন্য। আগে ১০০ দিনের কর্মীরা দৈনিক ১০০ টাকা করে পেত। আর সুপারভাইজাররা ১২০ টাকা করে পেত এবং স্কিল লেবাররা পেত ১৪৪ টাকা করে। আর আজ লেবারের বেতন দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। ফলে ফান্ডেরও একটা সমস্যা আছে। মেটিরিয়ালটা কলকাতা পৌরসংস্থা প্রায় পুরোটা নিজেরা দিয়ে থাকে। যে টাকাটা রাজ্য সরকারের থেকে পাই। সেই টাকার পুরোটাই লেবার পেমেন্টর জন্য বরাদ্দ করে থাকি। ফলে নতুন লেবার বাড়াবার প্রশ্নই নেই। অতিরিক্ত ফান্ড রাজ্য সরকারের থেকে এলে নতুন কর্মী নিয়োগ হবে। সত্যিকারের অসুস্থ লেবারের পরিবর্তে নতুন লেবার নেওয়া যাবে। তবে হঠাৎ কর্মী পাল্টানো বন্ধ করা আছে। ১০০ দিনের কর্মীদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট অথরিটি পৌরপ্রতিনিধিরা নয়। কোনও কর্মী যদি সত্যিই সত্যিই কাজে না আসে। তবে নির্দিষ্ট দপ্তরের(ডব্লুবিইউইএস) কাছে কাগজপত্র জমা করলে সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত লেবার যুক্ত হয়ে যাবে। আর্থিক সমস্যা আছে। এই দপ্তরের কাজকে আরও বেশিবেশি যন্ত্রনির্ভর করার প্রক্রিয়া জারি আছে। কাজের পরিধি বাড়াবার চেষ্টা জারি রয়েছে। কিছু কিছু তো সমস্যা আছে। এই কর্মী নিয়ে একটু ইফিশেন্সির সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাহলে আমরা ভালো মতন কাজ করতে পারবো বলে দেবব্রত মজুমদার জানান।

খালপাড় নিয়ে সেচ দপ্তরের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌর এলাকার খালের পাড়ের সৌন্দর্যায়ন, পার্শ্ববর্তী বসবাসকারী মানুষ এবং তাদের জীবনজীবিকা নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা ও কলকাতা টাউন প্ল্যানিং কমিশনকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এতে বহু এলাকার সৌন্দর্য ফিরে পাবে। খালের পাড়ে প্রচুর মানুষজন রয়েছে, তাঁরা কোথা থেকে এলো? কেন এখানে এসে বসবাস করছে? তাঁদের ভোটার কার্ড কোথাকার? আধার কার্ড কীভাবে হল? এবিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ ওয়াকিবহাল আমরা পৌরপ্রতিনিধিরাও নই এবং দেখা যাচ্ছে এই খালের পাড় ধরে এই জনবসতি ক্রমশ আরও ঘন হচ্ছে। উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ক্যানাল ওয়েস্ট রোডের সৌন্দর্যায়ন এবং বসবাসকারী মানুষদের একটি শুমারি হলে সৌন্দর্য এবং পরিবেশ সুন্দর হবে বলে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় জানান। তিনি বলেন, আগেও শুনেছি এটা সেচ দপ্তরের জায়গা। কলকাতা পৌরসংস্থা ও রাজ্যের সেচ দপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় ক্যানাল ওয়েস্ট রোড সেজে উঠুক। এই সঙ্গে তিনি আরও জানান, বেশ কয়েকটা কাজের জন্য বেশ খানিকটা জায়গা লাগে। যেমন ব্যাটারিচালিত তিনচাকার গাড়িগুলি রাতে রাখার জায়গা লাগে এবং গাড়িগুলির পাশাপাশি গাড়ির চার্জিং পয়েন্ট তৈরি করার জায়গা লাগছে। জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের এতো জিনিসপত্র রাখার জায়গা লাগে। কাজেই খাল পাড়ের জায়গাগুলিতে গেট তৈরি কতে, এই গাড়ি রাখতে ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখতে পারি, তাহলে এলাকাটি সুন্দর হবে এবং স্থানীয় বাসিন্দারা সুষ্ঠু ভাবে বসবাস করতে পারবে।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কারা কলকাতায় বসবাস করছে এটার 'সেনসার করার এক্তিয়ার কলকাতা পৌরসংস্থার নয়। এদের ভোটার কার্ড আছে কী না? সেটা

দেখার দেখার দায়িত্ব দেশের নির্বাচন কমিশনের। খালপাড়ে কে রয়েছেন? কোথা থেকে এসেছেন? এটা স্থানীয় কলকাতা পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বে পড়ে। কলকাতা পৌরসংস্থার নয়। তবে স্থানীয় সৌন্দর্যায়নের বিষয়টি ইতিমধ্যেই কথাবার্তা হয়েছে, রাজ্যের সেচ দপ্তরের সঙ্গে। এছাড়াও সাম্প্রতিক বর্ষাতে অনেকগুলি খালপাড় নিয়ে প্রচণ্ড রকম সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এই খাল দিয়ে বর্ষার জল যাতে স্বাভাবিক ভাবে যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই নভেম্বর বা ডিসেম্বরে রাজ্যের সেচ দপ্তর, কলকাতা পৌরসংস্থা, কলকাতা নগরোন্নয়ন দপ্তর বাকি কয়েকটি দপ্তর এক সঙ্গে বৈঠকে ক্যানাল ওয়েস্ট ইস্ট রোডসহ কলকাতার চারপাশের খালপাড়ের বিষয়ে সেচ দপ্তর কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা সিদ্ধান্তের পর জানানো হবে বলে মহানাগরিক জানান।

শহর ঘিরে লিফটিং পাম্পিং স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারী বর্ষায় কলকাতা পৌর এলাকায় জল জমার সমস্যা মোকাবিলায় ২৭টি লিফটিং পাম্পিং স্টেশন দিয়ে কলকাতাকে ঘেরার পরিকল্পনা করছে কলকাতা পৌরসংস্থা। কয়েক ঘণ্টা ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হলেই চরম দুর্ভোগ হচ্ছে কলকাতা পৌর এলাকায়। কলকাতা পৌরসংস্থার দাবি ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভোর–রাতের ৩ ঘণ্টার মেঘভাঙা ৩২০ মিলিমিটার যে বৃষ্টি হয়, সেই জলের ৮০ শতাংশ সরানো হয় ৮–৯ ঘণ্টার মধ্যে। কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদ তারক সিংহের নেতৃত্বে থাকা নিকাশি দপ্তরের যুক্তি, হুগলি নদীতে ভরা জোয়ার থাকার কারণে ওই ৩ ঘণ্টা লকগেট বন্ধ রাখতে হয়েছিল, লকগেট খোলা থাকলেও কমবেশি ৭০–৭৫ মিলিমিটার বৃষ্টির জল বের করা যেত।

এবার লকগেট বন্ধ থাকাকালীন অবস্থায় বর্ষার জমা জল সরানোর জন্যে কলকাতাকে লিফটিং পাম্পিং স্টেশন দিয়ে ঘেরার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বৃষ্টির সময় জোয়ারের জন্য পশ্চিমের হুগলি ও পূর্বের বিদ্যাধরী নদীর লকগেট বন্ধ থাকলেও লিফটিং পাম্পিং স্টেশনের সাহায্যে কলকাতা পৌর এলাকার জমা জল তুলে নদীতে ফেলা হবে। কলকাতার হুগলি নদী এবং আদিগঙ্গার ধারে এখন লকগেট আছে ২৭টি। নিকাশি দপ্তরের মেয়র পারিষদ বলেন, এগুলির পাশেই নতুন লিফটিং পাম্পিং স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কলকাতা পৌর এলাকার বর্ষার জমা জল আরও দ্রুত নেমে যাবে। নিকাশি দপ্তরের এই পরিকল্পনা মহানাগরিক অনুমোদন করেছে।

কলকাতা পৌর নিকাশি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে কলকাতায় ৬ জায়গায় লিফটিং স্টেশন রয়েছে। উত্তর কলকাতার নিমতলা ঘাটে ১টি, ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ক্যানাল রোডে খালে ১টি এবং কুঁদঘাট এলাকায় আদি গঙ্গায় ৪টি(লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, রাঠাতলা বাজার, নাকতলা এবং কুঁদঘাট মেট্রো স্টেশন)। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাখরাহাটের চড়িয়াল খাল, মণি খাল, সুতি খাল, পূর্ব কলকাতার বিদ্যাধরী নদী, বাগজোলা খাল, টলিনালা আর নিউ আলিপুরের বোর্ট ক্যানেলের জংশনের দইঘাটে নতুন করে লিফটিং স্টেশন এবং লকগেট তৈরির পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। যদি এই লিফটিং স্টেশনগুলি সঠিকভাবে করা হয়, তাহলে

বর্ষাকালে যখন প্রবল বৃষ্টিপাত হয় বা হুগলি নদীতে জোয়ারের সময় লক গেট বন্ধ থাকলেও কলকাতা শহর প্লাবিত হবে না।

২৩ সেপ্টেম্বর ভোর–রাতের মেঘভাঙার বৃষ্টির পরে মহানগরের রাজপথে জমা জল নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থাকে চরম বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল। নিকাশি দপ্তরের আধিকারিকদের প্রতি জুটেছিল কড়া সমালোচনা। লকগেট বন্ধ রাখার যুক্তি গ্রহণযোগ্য হয়নি। কিন্তু হুগলী নদীতে বর্ষা ঋতুর ভরা–মরা জোয়ারের সময় লকগেট বন্ধ রাখা বাধ্যবাধকতা। তা নাহলে হুগলি নদীর জোয়ারের জল সারা কলকাতাকে ভাসিয়ে দেবে। তবে এমন অবস্থায় কলকাতার রাজপথ থেকে দ্রুত জল সরাতে পৌর আধিকারিকদের যুক্তি হল আপাতত লিফটিং পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ মুক্তির একমাত্র রাস্তা।

দক্ষিণ কলকাতার আদিগঙ্গা ও হুগলি নদীর নিষ্কাশন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত লকগেটগুলিকে একটি লিফটিং স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে যাতে জল উত্তোলন করা যায়। হুগলি নদী এবং আদিগঙ্গার ধারে ২৭টি লক গেট রয়েছে, যার মধ্যে ৬ টি স্থানে লিফটিং স্টেশন রয়েছে এবং সেগুলি সঠিকভাবে কাজও করছে। বাকি ২১টি লকগেট হল : দিলরজং, শোভাবাজার ঘাট, জগন্নাথ ঘাট, জ্যাকসন ঘাট, মিলেনিয়াম ঘাট, চাঁদপাল ঘাট, জাজেস ঘাট, দইঘাট, ২, ৪ ও ৬ নং ক্যানাল রোড(ওয়াটগঞ্জ), বিএসএনএল, মদন পাল(দু"টি), হাজরা রোড, পি ডি বিল্ডিং, হিউম রোড, কেঠোপোল(শকুন্তলা পার্ক), সিরিটি(বেহালা পূর্ব), বান্টি বাজার এবং গাছতলা কালীবাড়ি ব্রিজ। এই ২১টি লকগেটগুলিরও পাশে লিফটিং স্টেশন তৈরি করা হবে। এছাড়াও প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য বর্তমান অবস্থায় যে অবকাঠামো পরিকল্পনা আছে তা পরীক্ষা করে প্রতি ঘণ্টায় ৪০ মিলিমিটার হারে বৃষ্টির জল পরিবহনে সক্ষম কী না এবং প্রয়োজনে বহির্গমন ট্রাঙ্ক নর্দমা বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। পাম্পি স্টেশনের ধারণক্ষমতা যথাযথ করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, কলকাতা পৌর এলাকার চতুর্পাশে থাকা রাজ্যের সেচ দপ্তরের নিকাশি খালগুলির নিয়মিত পলিমুক্তি(ধারাবাহিক ভাবে ড্রেজিং) করতে হবে। তাতে খালগুলি বর্ষার জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। জলাবদ্ধতা কমবে। এই কাজগুলি সঠিকভাবে করলে প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় বা হুগলি নদীতে জোয়ারের সময়ও লকগেট বন্ধ থাকলেও শহর প্লাবিত হবে না। মহানাগরিক এই কাজে অনুমোদন করে দিয়েছে। এতে কলকাতা পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা সমস্যা কমবেশি ৯৫ শতাংশ কমবে।

বার্তা

অগ্নিকাণ্ড: ১৯ নভেম্বর রাতের অন্ধকারে পাথরপ্রতিমার স্কুল মোড় এলাকায় বিডিওর গাড়ি সহ ৩টি দোকান ও দুটি মোটর সাইকেল সহগবাদি পশু একাধিক পুড়িয়ে দেওয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। কিভাবে আগুন লাগল পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

উন্মোচন: ১৭ নভেম্বর কলকাতার সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহে সম্পন্ন হল ডাক বিভাগের বঙ্গ পেক্স ২০২৫। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পি সি সরকার সিনিয়র–এর বিশেষ কভার উদ্বোধন করেন পি সি সরকার জুনিয়র। এছাড়াও এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেরও আয়োজ করা হয়েছিল। ৩ দিন ব্যপী এই অনুষ্ঠানে প্রচুর ইতিহাস গবেষকেরা উপস্থিত ছিলেন ডাক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে। ডাক সংগ্রাহকরাও অংশগ্রহণ করে এই প্রদর্শনীতে। **ছবি : প্রীতম দাস**

একতা যাত্রা: ভারতের লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ মেরা যুব ভারত কলকাতা নর্থের উদ্যোগে আয়োজিত 'সর্দার@১৫০ ঐক্য পদযাত্রা' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বনওয়ারি লাল ভার্মা। পদযাত্রাটি মৌলালি থেকে শুরু হয়ে বৈশালি মোড়ে পৌঁছায়। স্থানীয় বাসিন্দা ও যুবকদের বিপুল অংশগ্রহণে মার্চটি রঙিন হয়ে ওঠে। **ছবি : সুমন সরদার**

অবহেলিত: ধুমধামে পুজোর পর গাছতলায় ঠাঁই দেবসেনাপতির।

সরোবরের জীববৈচিত্র্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ কলকাতার ফুসফুস হিসাবে পরিচিত রবীন্দ্র সরোবরে আছে ৩৫ প্রজাতির মাছ। ৪টি প্রজাতির কচ্ছপ। বিভিন্ন ধরনের মোট গাছ আছে ৭,৯০০টি। ওই সরোবরে জীববৈচিত্র্য পর্ষদের সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। এই সরোবর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি(কেএমডিএ) এই তথ্য দিয়েছে। যদিও ভেঙে পড়েছে ভিতরের পরিকাঠামো। পূর্ব কলকাতার সুভাষ সরোবরের গাছ ও জলজ প্রাণী নিয়েও রাজ্যের জীববৈচিত্র্য পর্ষদকে সমীক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে কেএমডিএ।

সুনীল সরণি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৮ নভেম্বর কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে পিয়ারলেস গোষ্ঠীর প্রয়াত কর্ণধার সুনীল কান্তি রায়ের নামে পূর্ব কলকাতার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের ই এম বাইপাস সংলগ্ন পিয়ারলেস হসপিটাল ও বি. কে. রায় রিসার্চ সেন্টার অংশের একটি রাস্তার সুনীল কান্তি রায় সরণি নামকরণ করা হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, যাদবপুর

লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সায়নি ঘোষ। ১০৯ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৮৭ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি মনীষা বোস প্রমুখ। মহানাগরিক বলেন, 'আনন্দ লাগে যখন দেখি একজন বাঙালি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তাঁর নামে যখন কলকাতার কোনও রাজপথের নামকরণ করতে পারি।' প্রয়াত সুনীল কুমার রায়ের সুযোগ্য সন্তান পিয়ারলেস গোষ্ঠীর বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয়ন্ত রায় বলেন,'একটা খুবই গৌরবময় আবেগময় কৃতজ্ঞতা জানাই। মহানাগরিক যেভাবে এই সরণিটিকে আলোকময় পথ করেছেন কারণ বাবার যে নেতৃত্ব দেওয়া স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল তা অনন্য এবং আমাদের যে ভাবাদর্শ সেটাকে আরও মোটিভেট করবে।'

যাওয়া আসার পথে পথে

ঝড়খালির বিদ্যাসাগর পল্লি

ড. দীপক বড় পণ্ডা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালির সেই বৃদ্ধকে এখনও খুব মনে পড়ে। যিনি বলেছিলেন, আমাদেরকে বর্ধমানের রিফিউজি কলোনি থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ঝড়খালিতে। বাংলাদেশের লোক আমরা, তাই নদীনালা দেখে প্রথমে খারাপ লাগেনি। পরে বুঝলাম এ বড় কঠিন ঠাঁই। শিয়ালদা ক্যানিং লোকাল ট্রেনে বসে হাড় জিরজিরে বৃদ্ধ বলছিলেন, আমরা সারাজীবন খুব গরিব থেকে গেলাম। বড় কষ্টে বাঁচি। আজ ঝড়খালির সেই বিদ্যাসাগর পল্লীতে যখন পৌছালাম তখন মেঘ কালো হয়ে আছে। তার আগেও বেশ বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তা ঘাটে প্যাচপ্যাচে কাদা। এরমধ্যেই এই পল্লীর নরনারী এবং শিশুরা একত্রিত হয়েছেন নবনির্মিত এক পাঠশালার উদ্বোধনে। নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে এবং স্থানীয় সবুজ বাহিনীর সহযোগিতায় এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী হাজির সেখানে। তারা শিখতে চায়।

পাশেই বাদাবন। নিজেদের এলাকা বাঁচাতে সেখানে ম্যানগ্রোভ লাগিয়েছেন পল্লীর মহিলারা। তাঁরা বেশ উদ্যোগী। কিন্তু, বিপন্ন জীবিকা। তাই অভাবটা বেশ তীব্র। বাড়ির পুরুষেরা চাষ করেন আর মাছ ধরতে যান নদীতে কিংবা যান জঙ্গলে। তাতে টেনেটুনে সংসার চললেও স্বপ্নটা অধরা থাকে।

স্বপ্নটা কী? ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে স্বনির্ভর করা। আর সেখানেই হয়েছে সমস্যা। শেখাবে কে? স্কুলে শেখার সুযোগ নেই। হয় শিক্ষক নেই, অথবা নানা কারণে তাঁরা শেখান না। অগত্যা ধরতে হয় টিউশান মাস্টারকে। এদিকে যোগ্য টিউশান মাস্টারের অভাব, আবার তাঁর বেতন দিতে না পারার অক্ষমতায় কুঁকড়ে থাকেন অভিভাবক। পড়া আর শেষ হয় না। ড্রপ আউট হয়ে শিক্ষার্থীদের কাজে নেমে পড়তে হয় পেটের টানে। কাজ বলতে জঙ্গলে যাওয়া কিংবা

নদীতে। আর সেখানেই বিপদ। কখনও কখনও বাঘ থাবা বসায় জ্যান্ত শরীরে। এইসব গ্রামে বাঘে খেয়েছে এমন পরিবার কম নেই। বাঘ বিধবাদের উন্নয়নে কাজ করা শিক্ষক সমাজসেবী অমল নায়ক বলছিলেন, খুব কষ্ট হয় এইসব মায়েদের দেখলে। স্বামীকে বাঘে খেয়েছে, তারপরেও ছেলেকে জঙ্গলে পাঠাতে হয়। নতুবা উনুনে হাঁড়ি চাপবে না। এই সমস্যার উত্তরণে অমলবাবুরা নিয়মিত কিছু কাজ করছেন। আরও মানুষ চাই। চাই সঠিক পরিকল্পনা।

উপায় বার করতেই হবে। এখানকার শিক্ষার্থীরা স্থানীয় সংস্কৃতি জানুক, জানুক ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে পুষ্ট করুক। সেটাই হোক তাদের পরিচয়।

ঝড়খালিতে এখন অনেক পর্যটক, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা হোক তাদের ঘিরে। স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে তৈরি হোক কর্মসূচী। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি সেই কাজেই নেমেছে, একটা সুন্দর পরিকল্পনা রূপায়নের।

পুন: নিতান্তই ব্যক্তিগত। বহু বছর আগে শৈশবে বাসন্তী, ঝড়খালির গল্প যার মুখে প্রথম শুনেছিলাম সেই পতিতপাবন নন্দ ছিলেন বাসন্তী আদর্শ বিদ্যা নিকেতনের শিক্ষক। তিনি ছিলেন আমার আপন পিসতুতো দাদা। কয়েক বছর হল প্রয়াত হয়েছেন তিনি। কিন্তু, শিক্ষক হারান না। তিনিও হারাননি। কথায় কথায় অমল নায়ক যখন বলেন, আমি স্যারের খুব ঘনিষ্ট ছাত্র তখন মন তো ভাল হয়ই। স্যারকে ঘিরে তাঁর অনেক স্মৃতি। একটা যোগসূত্র বড় পৃথিবীটাকে আরও বড় করে দেয়।

যত বেশি দুর্ভোগ, তত বেশি সুখভোগ

ড. রজত শুভ্র নস্কর

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে, আজাদি কা অমৃত মহোৎসব দেশব্যাপী উদযাপিত হয়েছে। তারই প্রেক্ষাপটে সুন্দরবন এখনও নিশ্চিন্ত, নিরাপদ নয়, কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী লোভী চক্রান্ত কারী মানুষের ঘেরা টোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধতা। উন্নয়নের নামে, উন্নয়নকে শিখন্ডি করেই কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিয়ে, যেখানে যত বেশি দুর্যোগ দুর্ভোগ, সেখানেই কিছু সংখ্যক মানুষের সুখ ভোগ।। এখনোও সেই বিধবা পল্লী আছে, এখনো মানুষেরা বেঁচে থাকার তাগিদেই, কামোট কুমির জঙ্গলের বাঘকে উপেক্ষা করে, পেটের ক্ষুধার তাগিদে মধু কাঠ, মিন, কাঁকড়া ধরতে ব্যস্ত।। অতিরিক্ত লবণাক্ত জলে এদের জরায়ু ক্যান্সার পর্যন্ত হয়ে যায়। নানারকম স্কিন ডিজিজ হয়ে যায়। এখনোও অপুষ্টি, অশিক্ষা কুসংস্কার গোঁড়ামি ভন্ডামি মূর্খামি জর্জরিত। এখনো স্বাধীনতার ৭৫ বছর হয়ে গেলেও বিজ্ঞানের চরম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষদের মধ্যে সুসংস্কার যুক্ত বিজ্ঞানসম্মত অত্যাধুনিক বাস্তববাদী হিংসা বা ঈর্ষা মুক্ত বিশ্বস্ত শক্তিশালী মানসিকতা তৈরি করতে অক্ষম, এখনো সেই শুভ ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন, আত্মবিশ্বাসী সম্পন্ন, শক্তিশালী চরিত্র গঠন করতে অক্ষম। সবকিছুর মূলে কিছু অসাধু ব্যবসাদার। সর্বত্রই একটা র‍্যাকেট কাজ করছে, মেয়ে পাচার, থেকে শুরু করে অসাধু কাজে লিপ্ত অনেকেই।। সুন্দরবনের এখন টোটালি কিছু মানুষের প্রফিটেবল বিজনেসের আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।। সর্বত্রই সুন্দরবনকে শিখন্ডী করে, দিশাহীন উদ্দেশ্য বিহীন প্রাণহীন মিটিং। মিটিং কে শিখন্ডী করেই ইটিং, ফিটিং সেটিং... মধ্যরাত্রে চ্যাটিং! কতদিন আর চলবে এইভাবে...?

সুন্দরবনকে বাঁচাতে গেলে, ম্যানগ্রোভ ভেজিটেশনকে বাঁচাতে গেলে, সংরক্ষিত বাঘকে সংরক্ষণ করতে গেলে, পরিবেশের ইকো সিস্টেমকে বাঁচাতে গেলে সর্ষের মধ্যে ভূত থাকবে না, এমন একটা কমিটি গড়া দরকার। তা না হলে সর্বত্রই নো চেঞ্জ, শুধু কসমেটিক চেঞ্জই হবে!

আবেগের কোন মূল্য নেই, চাই সুন্দরবনবাসীর জীবনের প্রকৃত মূল্য।

চাই জাত নয়, ভাত, বাবরি নয় চাকরি, আস্থা নয় ভরসা, কবরস্থান নয়, বাসস্থান।

প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবায়ন।

কবিতা

বিধির বিধান
অশোকানন্দ

মোহময়ী পৃথিবীর অনন্ত সমর্পণ
মায়াবী সবুজ মন পাক খায় মহা আবর্তে
স্নায়ুতে বিদ্যুৎগতি সম্ভোগে সৃষ্ট প্রাণী
জগৎ সূর্যের ঔরসজাত
বহমান রক্তে প্রতি প্রাণে, সূর্যের
চালিকা–শক্তি অব্যাহত গতিধারা।
প্রাণের কোষে কোষে বয়ে চলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া,
অদৃশ্য বন্ধন . তোমাকে ছুঁই না–
তার মানে এই নয়, হৃদয়ের স্পন্দন বুঝিনা
আউলে বাউলে ঘরদোর সব ছেড়ে
ইচ্ছে চলে নিরুদ্দেশে।
একটা গোলাপ দিলে, ইচ্ছেগুলো বদলে যাবে
রাতের শেষে ভোর আসবে, রঙের মেলা
এটাই বিধির খেলা॥

(হালতু, কলকাতা)

স্মৃতি বীণা
ভরত বৈদ্য

হারিয়েছি অজস্র তারার মাঝে
বেদনার অশ্রুভেজা সাঁঝে।
জ্যোৎস্না মৌন গভীর রাত
মুছে দেয় নতুন এক প্রভাত
বিকালের ছায়া ক্রমে বড়
মৃত্যু টানে এমনতরো
আঁধারে পথ যে ভুলায় চোখে
হৃদয়ে ব্যাথা জীবন দুঃখে।
সঙ্গীহীনা উদাসী পাখিটি একা গাছের ডালে।
বসন্তে ভরছে নতুন পাতা,
মনে পড়ে তোমার কত কথা।
হাতে–হাত, পায়ে পা মিলিয়ে চলা
দু–চোখে কত না–বলা কথা বলা
স্বপ্ন ছিল তোমায় নিয়ে ঝাপসা মেঘে ভেসে গিয়ে
হারাবো বছরের পর বছর, তোমারি স্মৃতি শূণ্যগোচর।

(মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া–৭১১৩১০)

ভুল
ভীম ঘোষ

তোমাকে মর্গে জ্বলন্ত মৃত্যু
দাঁড় করিয়েছে অপরাধ চিহ্নে
ভেতরে অনুরাগের ফুল ফোটেনি,
সুগন্ধি চন্দনের গন্ধ জল মাটি বায়ু
অমৌলিক কলাবৃত্তে।
ভুল করেছো আঁকাবাঁকা পথে,
প্রথম আগুন জ্বালাতে শেখো
সামনে দাঁড়িয়ে আছে
বিষাক্ত মহাকাল ছায়া।

(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

অমীমাংসিত ফাগুন
অরুণ কুমার মান্না

সব ফুলই তো ফুটলো ঠিক আঠারোয়
বসন্ত এল কই!
অশ্রু ফোঁটা গড়িয়ে মাটি ছুঁতেই আস্ত নদী
পাই না থই।
ভেতরে শ্রাবণ লুকানো ছিল, বলো নি কোনদিন
আমি কি সাঁতার জানি!
শহুরে ইটপাথরের ঘাম মুছে তিন বেলা বাঁচি
দু'হাতে রিকশা টানি।
রিকশায় চেপে কত প্রেম বাড়ি ফেরে হাসি মুখ
কত গল্প হাঁটে,
আমি সন্ধ্যে হ'লে রোজ বসন্ত খুঁজি একা
গড়ের মাঠে!
আগে ভাবতাম প্রেম সার্বজনীন, সবার জন্যে
গরম ও পান্তা ভাতে,
রাখালের মেঠো সুর ছোটে এ গ্রাম ও গ্রাম
আঘাতে আঘাতে।
তোমার অশ্রু আমার শূণ্যতা কেউ ফাগুন ছুঁলো না
অথচ দু'জনই বিশ্বাসের দিকে –
দেখা হোক কঠিন তপস্যায়, অমীমাংসিত
ফাগুন লিখে!

(বিনগ্রাম, হুগলী)

আধিপত্য
মানবেন্দ্র চক্রবর্তী

আর যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই
একটা সুন্দর পৃথিবী চাই
আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য ভূমি।
যুদ্ধ শব্দটায় আপত্তি থাকলেও
যুদ্ধ চলছে স্বমহিমায়
যুদ্ধকেজীবিত রাখার প্রয়াস চালায়
যুদ্ধবাজেরা, নানা অছিলায় রণ কৌশলে
সুযোগের অপেক্ষায় ক্ষুধার্ত হায়েনা,
দিবা রাত্রির ক্রুরতায় নৃশংস উন্মাদ
নৃত্যলীলায়, ছড়া–ছড়ি খণ্ডিত লাশ...
রক্তস্রোতের গন্ধে শৃগাল কুকুরের উল্লাস
দন্তের সংঘাতে চলে সংহার
আধিপত্য বজায় রাখতে হিংস্রতার চরমে
প্রতিদ্বন্দিতায়, আস্ফালনে শেষ হয়ে যায়
মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি।
আদিম কাল থেকে যুদ্ধ মানে বিভীষিকা–
জেনেও একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির
সংগ্রামের পরিসমাপ্তি কোথায় ...?

(মায়াপুর, বজবজ, দঃ২৪ পরগণা)

নৈঃশব্দ
নির্মল কুমার প্রধান

একে তো শ্বেত শুভ্র সুন্দরী
তারওপর দুধ–সাদা চাদর গায়ে চড়ানো
নীল ছাড়িয়ে আরও নীল সীমাহীন সমুদ্রের মতো
কোন শব্দ নেই কোথাও, কোনদিকে
শুধু চুপ কথার ডালি নিয়ে ওর সেজে ওঠা
কোথাও কোথাও ফুলেদের রাঙা মুখের ভিড়
বাঁকে বাঁকে হাতছানি দিয়েও লুকোয়,
দৃষ্টি ভেজানো রাদ্দুরে
ওর বসন ভূষণ ঝলমল ক'রে ওঠে,
আমি খুঁজে বেড়াই ওর একান্ত আপন ঠিকানা।
সামনে পেয়েও বলা হয়নি কোন কথা
ওর নৈঃশব্দ, রূপের সম্ভার, হৃদয়–কাড়া চাউনি
স্বপ্ন ছড়ানোর ব্যাকুলতা–
সবই একরকম হৃদয়গ্রাহী, বিস্ময়কর!
মন কাড়ার প্রচেষ্টা নতুনত্বের নিভৃত প্রকাশে।

(বরদাপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

প্রথম পরিচয়ে
প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

আবার দেখা হবে এই ফাগুনের
বনান্তরালের বুক–চেরা শিমূল পলাশের বনের মাঝে
ওই গাছেদের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে
ডাক দেবে কোকিল। আমের মুকুল–ঝরা শ্রান্ত মাঠে হয়তো
বেজে উঠবে, উদাসী রাখালিয়া বাঁশি –
তুমি কান পেতে শুনে যেয়ো
সেই বাশির সুর–মূর্চ্ছনা।
ক্লান্ত দুপুরের এক কোণে দাঁড়িয়ে
হয়তো ভেসে উঠবে আমার স্মৃতি!
প্রাণে লাগবে দোলা – মন ভরে যাবে
অ–নেক ব্যাথায়।
কৃষ্ণচূড়ার নীচে দাঁড়িয়ে তুমি গেয়ে যেও
আমার গাওয়া গান–
এ ফাগুন নয়, অন্য ফাগুনের কোন ক্ষণে
আবার দেখা হবে তোমার–আমার।

(লাভপুর, বীরভূম)

এখনো
আব্দুল হান্নান

মন চায় আজ তোমার সাথে একটু করি আলাপ
মুছুক যতই মনের ভেতর জমে থাকা প্রলাপ।
গভীর রাতে তৃষার স্রোতে তোমার কাছে মন
নীরব আশে সুপ্ত ভাষে থাকে সারাক্ষণ।
ব্যস্ত দেখিয়ে অস্ত যাও পথের কোনো শেষে
বাঁকা চোখের ফাঁকা দিয়ে আসে আলো ভেসে।
মন আঙনে পথ ফাগুনে চৈতি করে খেলা
সকাল বেলায় শ্রুভ্র হাসিই রাতে তারা জ্বলা॥

(রামশরণপুর, সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

আপন জন
শ্যামল বিশ্বাস

ও যে চলে গেল, বলে গেল না
কখন যে এসেছিল তাও জানি না
আসা যাওয়ার মাঝামাঝি
যেটুকু সময় থাকে
হাসি আর গানে কথার প্লাবনে
মনটা ভরিয়ে রাখে
এ মনের মাঝে আরও কতমন,
আসে যায় ফিরে ফিরে
হরিষে বিষাদে দিন বয়ে যায়,
খবর–ও রাখে না সে
যত দিন আছি এই পৃথিবীতে
ওকে নিয়ে ঘর করি
খেয়ালের বশে ভাঙবে কখনো
আমার সাজানো বাড়ি।

(সেলিমপুর রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা–৩১)

পিপাসা
পাপিয়া দে (দাস)

হাজার বছরের পিপাসা নিয়ে
কুয়াশারা সরে যায়
রাত শেষে দিন আসে
অথবা দিন শেষে রাত
স্বপ্নে বিভোর সময়টা
কিছু আকাঙ্খায় বিরাজে।
কালবেলা বোঝে না
হৃদয়ের কথা–
অমোঘ টানে বেলা শেষ হলেও
কিছু কথা পঞ্চপ্রদীপের নীচে
জমা হয় শুদ্ধিকরণ
স্বপ্ননীল জ্যোৎস্নায় অবগাহনে।

(বেলগাছিয়া রোড, কল–৩৭)

আর্তি
তপন কুমার দাস

স্বপ্ন ভেঙে গেলে
থাকে না কিছুই –
বুকে ব্যাথা বেড়ে যায়,
বাতাসে ওড়ে ছাই
আমাকে ঘিরে ধরে
কিছু মেঠো উই।

(চাকদহ, নদীয়া)

পল্লী গাঁয়ের শীত
রতন নস্কর

দুলছে শিশির শীতের নীলচে ফুলে
শিরশিরিয়ে বইছে হিমেল হাওয়া
পল্লীগাঁয়ে ভরছে উঠোন ধানে
নতুন চালের মিঠেল গন্ধ পাওয়া
খেজুর গাছে ঝুলছে মাটির হাঁড়ি
শীতের রবি ফিরছে সাঁঝে ঘরে
পরিযায়ী পাখির মধুর গানে
খুশীর রঙে সবার হৃদয় ভরে।
শীতের চাদর সবুজ গাছের গায়ে
ঘুম ভেঙে যায় প্রভাত কুসুম বেলা
কচিকাঁচার মনে বাজছে মাদল
চড়ুইভাতি, কপিল মুনির মেলা।
,কালবেলা মাদুর পেতে বসে
রোদ মেখে সব মন ঢেলে দেয় পাঠে
বেশ মজা পায় মিষ্টি দুপুর বেলা
সবাই মিলে ক্রিকেট খেলে মাঠে।

(সরিষা, দঃ ২৪ পরগণা)

ভূতো মন
বিধু বদন মণ্ডল

ভূত বাড়িতে ভূত থাকে না
ভূত থাকে সব মনে
ভূত গুলো সব ঘুরে বেড়ায়
মনের ঘরের কোণে।
ভূতো মনের মানুষ যদি
ভূতের গন্ধ পায়
ভূত গুলো সব বেরিয়ে আসে
হাঁটি হাঁটি পায়ে

(উত্তর ২৪ পরগণা)

বাবু মশাই
সন্তোষ কুমার সরকার

বাবু মশাই আমার বাসায় বিজলি নাই
সারাদিন খেটে বাড়ি এসে ঘেমে মরি
হাত পাখার হাওয়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাই
যাদের জন্য খেটে মরি
সে কি দেখে আমাকে !
মাটির ঘরে সাপ আর পোকামাকড়ের বাসা
টেঁকা বড় দায়
সুযোগ বুঝে সাপে কামড়ে দেয়
তখন হবে কী উপায়।

(যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

সময়(অনুবাদ কবিতা)
(কবি পরিচিতি – আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নোবেল জয়ী মেক্সিকোর কবি অক্টোভিউ পাস। পরা–বাস্তবতার কবি হিসেবে তিনি বিশ্ব বিখ্যাত – অনুবাদ – গুণেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী)

আজ শুধু প্রতীক্ষার প্রহর গোনা
টেবিলে অবিরাম আছড়ে পড়ে অখণ্ড সময়
রাতের প্রদীপের শিখা ছড়িয়ে দেয় এলানো চুল তার
রাতের জানালার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় ক্রমশঃ
কোথাও কেউ নেই।
তাই নামহীন সত্ত্বাহীন কেউ ঘিরে রাখে
আর আচ্ছন্ন করে রাখে প্রতিনিয়তই আমাকে।

(পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৪১)

অনুগল্প

বুদ্ধিমান চোর
লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য

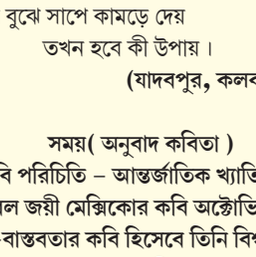

সেদিন আমাদের হাটতলায় মুড়ির দোকানের সামনে দেখি হৈ হৈ চলছে। মুড়ির দোকানি চিৎকার করছে–আমার দশ কেজি গমের ব্যাগটা দোকানের সামনে রাখা ছিল, কে চুরি করল? কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানালো গবা ক্ষ্যাপা ওই ব্যাগটা নিয়েছে। পরদিন দোকানির লোকজন ধরল গবা ক্ষ্যাপাকে। সে দোকানির পা–ধরে ক্ষমা চেয়ে বলল, গম বিক্রি করে দিইছি। মাইরি বলছি। অন্য কারো ঝেঁপে নিয়ে তোকে মিটিয়ে দোবো। এ কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। একজন দুর্মুখ বলে উঠল– জানিস সেদিন গবা আমাদের বারান্দার গ্রীলের ফাঁকে দিয়ে শুকোতে দেওয়া দাদার ভিজে গামছা টেনে নিয়ে পালিয়েছে। পরের দিন কয়েকজন বন্ধু মিলে গবা ক্ষ্যাপাকে যখন ধরবো বলে অপেক্ষা করছি, কিছু বলার আগেই আমাদের দূর থেকে দেখে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, তোর দাদা–ই তো ঐ গামছা ফেরৎ নেবে না বলেছে!

(জাঙ্গি পাড়া, হুগলী)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি ডাকে পাঠাবেন, এই ঠিকানায়:– সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক/মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ /৯৯০৩৮৩৫৬১১)

রামধনু পাবলিক স্কুলে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকপুর রামধনু পাবলিক স্কুলের কচিকাঁচাদের নিয়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্থানীয় লোকপুর গার্লস জুনিয়র হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। রামধনু পাবলিক স্কুলের সভাপতি সুনীল সাহা প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করে। অনুষ্ঠানে আকর্ষণ হিসেবে ছিল কচিকাঁচাদের কবিতা, গান, স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস, সমাজ সচেতনতামূলক নাটক, নাচ, ব্রতচারী ইত্যাদি। রাস্তার উপর গম, সরিষা ও ধান ঝাড়াই করার উদ্দেশ্যে ফেলে দেওয়া হয় কিন্তু এধরনের রাস্তা অবরোধ করার জন্য অনেকেই দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। সেই প্রেক্ষিতে একটি সমাজ সচেতনতা মূলক তথা সামাজিক নাটক মঞ্চস্থ হয়। যার ভাবনা লেখা এবং নির্দেশনায় ছিল রামধনু পাবলিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দত্ত। কচিকাঁচাদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে অভিভাবকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান জমজমাট হয়ে ওঠে। পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন বলে অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করে।

৫৬ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কাউন্টডাউন শুরু

উজ্জ্বল হবেন নারী চলচ্চিত্র নির্মাতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের ৫৬ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আইএফএফআই শুরু হল। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. এল. মুরুগন বলেন, আইএফএফআই ২০২৫ উদযাপন করবে উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি, নারী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাফল্য, নতুন প্রতিভা ও চলচ্চিত্রে সৃজনশীল উৎকর্ষতা। ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২৫ গোয়ায় অনুষ্ঠিত এই উৎসবে ৮১টি দেশের ২৪০টিরও বেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে, যার মধ্যে থাকছে ১৩টি বিশ্ব প্রিমিয়ার, ৫টি আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার এবং ৪৪টি এশিয়ান প্রিমিয়ার।

আইএফএফআই ২০২৫–এর বিশেষ আকর্ষণগুলি হল ৩ টি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে থাকবে ৫ টি মহাদেশের ৩২টি চলচ্চিত্র। বিশ্বের শীর্ষ চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে পুরস্কৃত হওয়া সেরা চলচ্চিত্রগুলো প্রথমবারের মতো ভারতে প্রদর্শিত হবে। ৯টি নির্বাচিত বিভাগ: ডকু–মঁতাজ, ফ্রম দ্য ফেস্টিভ্যালস, রাইজিং স্টারস, মিশন লাইফ, এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্মস, রিস্টোরড ক্লাসিকস, ম্যাকাব্রে ড্রিমস, ইউনিসেফ, ও সিনেমা অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। প্রধান দেশ জাপান: জাপানি সিনেমার নির্বাচিত প্যাকেজ, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়। **বিশেষ চলচ্চিত্র প্যাকেজ :** পার্টনার কান্ট্রি স্পেন এবং স্পটলাইট কান্ট্রি অস্ট্রেলিয়া। বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শতবর্ষ উদযাপন: কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিল্পীদের সম্মানে রিস্টোরড ক্লাসিকস প্রদর্শন। উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে এক গৌরবময় মুহূর্তে কিংবদন্তি অভিনেতা রজনীকান্তকে চলচ্চিত্রজগতে ৫০ বছর পূর্তিতে সম্মানিত করা হবে, যা ভারতীয় ও বৈশ্বিক চলচ্চিত্র সংস্কৃতির জন্য এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

স্বয়ংসেবক সংঘের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের গঙ্গাসাগর জেলা কমিটির উদ্যোগে বজবজের শুভম হলে অনুষ্ঠিত হল 'বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন'। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা সংঘচালক নবীন মণ্ডল। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেখতে দেখতে এই সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন শততম বর্ষে পদার্পণ করেছে ২ অক্টোবর। সেই উপলক্ষে সমাজের প্রভাবশালী সজ্জন ব্যক্তিদের নিয়ে আমরা একটি নাগরিক সম্মেলনের আয়োজন করেছি। যেখানে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের প্রতিনিধি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ক্রীড়া কলা ও বৈজ্ঞানিক জগতের গুনি ব্যক্তিরা আছেন। সকলকে আমরা স্বাগত জানাই এবং অভিনন্দন জানাই। মহেশতলা থেকে সাগর পর্যন্ত এলাকায় একই সঙ্গে ৩ টি নাগরিক সম্মেলন হচ্ছে। একটি ডায়মন্ড হারবারে হচ্ছে অন্যটি কাকদ্বীপে এবং বজবজে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অন্যতম কর্মকর্তা সুধীর অধিকারী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল এবং কিভাবে ১০০ বছরে পদার্পণ করল সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন তিনি। তার বক্তব্য থেকেই জানা যায়, ১৯২৫ সালে ডাক্তার কেশব বলিরাম হেড গেওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন নাগপুরে। কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকলেও পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং হিন্দুত্বের বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ৬০টি দেশে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের প্রায় ১৮০০টি শাখা চলছে। শততম বর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উদ্যোগে বিগত ১০০ বছর ধরে পথ চলার ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং ভারত আত্মার পুনরজাগরণের জন্য পঞ্চ পরিবর্তনের বার্তা সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই পঞ্চবার্তা হল সামাজিক সমরসতা, স্ব–এর জাগরণ, নাগরিক কর্তব্য পালন, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবার প্রবোধন। এদিনের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ পরিচালিত গঙ্গাসাগর জেলা কমিটির বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলনে প্রচুর বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে যুবক যুবতীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।

মূর্তি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে জনজাতি গোষ্ঠির ভগবানসম ধরতি আবা বিরসা মুন্ডার সার্ধ শতবর্ষ জন্ম দিবস উদযাপন হল। এই উপলক্ষে সুন্দরবনের জঙ্গল ঘেঁষা আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের জয়গোপালপুর আদিবাসী অবৈতনিক বিদ্যালয় ভগবান বিরসা মুন্ডার আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করল। ঐতিহাসিক–সাংস্কৃতিক সংগ্রহশালার দ্বারোদ্ঘাটন উদ্বোধন ও বিরসা মুন্ডার আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল ও মহকুমা শাসক মিঠুন বিশ্বাস। জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হয়। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক মনোরঞ্জন স্বর, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, বিশিষ্ট চিত্রকর ক্ষিতীশ বিশাল। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষারত্ন বিবেক পাল। ভাবনা রূপায়ণ করেছেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বিশ্বজিত মহাকুড়।

'শাপলা'র মোড়ক উন্মোচন ও বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ নভেম্বর বজবজের ম্যানুয়েল গার্লস হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হল বজবজ সাংস্কৃতিক মঞ্চের সাহিত্য পত্রিকা 'শাপলা'র (প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা) মোড়ক উন্মোচন ও বিজয়া সম্মেলন। উদ্বোধনী সংগীত ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সর্বশ্রী ব্রত চক্রবর্তী, অঞ্জন সেনগুপ্ত, ডাঃ শৌণক দত্ত, সুধাংশু রঞ্জন সাহা, তন্বী চ্যাটার্জি, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ কুমার আচার্য, শুভাশিস ঘোষ, রাজেশ গড়, সঙ্ঘশ্রী সেনগুপ্ত, রেখা রায়, সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য, সৌমেন বোধক, পুষ্পেণ মণ্ডল, কৃষ্ণেন্দু দেব, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, রোজী সিং প্রমুখ। উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক, পত্রিকা ও মিষ্টান্ন প্রদানের মধ্য দিয়ে কবি সাহিত্যিকদের বরণ করেন মঞ্চের সদস্যবৃন্দ। পত্রিকা সম্পাদক রেখা রায় পত্রিকার উদ্দেশ্য ও পত্রিকার খুঁটিনাটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল বিজয়া সম্মেলন। গান, আবৃত্তি, কবিতা পাঠ, শ্রুতি নাটক ও সঙ্গীতালেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তিতে অংশ নেন সুপ্তি মণ্ডল, হিমাংশু মণ্ডল, সুতপা বিশ্বাস ঘোষ, সৌমেন বোধক ও আরো অনেকে। সংগীত পরিবেশন করেন মৃনাল মণ্ডল, পিন্টু মণ্ডল, শ্যামসুন্দর বাগ, তুহিন বেরা, কৃষ্ণা বাগ, অনুরাধা বাগ, গীতাঞ্জলি সামন্ত, আশিস বিশ্বাস, অতসী বিশ্বাস, সরস্বতী মণ্ডল ও অনেকে। ডাঃ শেখর কুমার রায় ও রুমা রায় ভট্টাচার্য্য শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন। বজবজ সাংস্কৃতিক মঞ্চের সম্পাদক মধুসূদন লাটু মঞ্চ গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, বৃহত্তর বজবজ এলাকায় শুদ্ধ ও সুস্থ সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য চর্চা বজায় রাখতে এবং আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করতে এবং এই চর্চা অব্যাহত রাখতে ১৪৩১ সালের পয়লা বৈশাখের পুণ্য লগ্নে মঞ্চের শুভ সূচনা হয়।

সুকৃতি লাটুর পরিচালনায় বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়ক উত্তমকুমারের ছায়াছবির গানের উপর সঙ্গীতালেখ্যে অংশ নেন তিথি পাতলা, সরস্বতী মণ্ডল , ঋতজা চন্দ্র, দেবস্মিতা ঘোষ, শিঞ্জিনী দাস, কাজরী সিনহা, ওহিত সিনহা, কুমারজিৎ কুণ্ডু ও অন্বেষা ঘোষ। বাদ্যযন্ত্রে ছিলেন শ্যামসুন্দর বাগ, তাপস কুমার নাথ, কুমারজিৎ কুণ্ডু ও অমিতাভ ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নিখুঁতভাবে সঞ্চালনা করেন লেখিকা ও নাট্যব্যক্তিত্ব সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য ও সাহিত্যিক রেখা রায়।

প্রজ্ঞার কারিকুরি, চক কেটে দেব–দেবী, ফুল–পাখি

দীপংকর মান্না : মাত্র তিন সেমির খড়ি চক। ছুঁচ আর বুদ্ধির কারিকুরিতে অবাক করা জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, লোকনাথ, কার্তিক সহ নানা দেবদেবীর মূর্তি। শুধু তাই নয় তিন সেমি চকে চটপট বানিয়ে ফেলে ময়ূর, টিয়া, ময়না, বাবুই, জবা, গোলাপ। আবার ছয় সেমি সাবান কেটে বানিয়ে ফেলে অপূর্ব শিব, জগদ্ধাত্রী, গোপাল, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী। এখানেই শেষ নয় সুক্ষ তুলির টানে সুপারি বা ট্যাবলেটের ওপর অনায়াসে ফুঁটিয়ে তোলে নানা ধরনের মনোমুগ্ধকর ছবি। মাটির থালায় চমৎকার অলংকরণে হাসে নানা দেবদেবী, উড়ে বেড়ায় পাখপাখালি। কখনও রং তুলি ছেড়ে কাদামাটি মেখে কাঠের ছোট্ট পিঁড়িতে বানিয়ে ফেলে দুর্গা–সরস্বতী–কালী। একেবারে অতি সাধারণ ঘরের শিল্প নান্দনিক কর্মের কাণ্ডারী হলেন হাওড়া আমতার রসপুর গ্রামের প্রজ্ঞা দাস। তার কথায় তাকে কেউ এইসব শিল্পকর্ম শিখিয়ে দেয়নি। করোনাকালে ঘরে বসে ভাবতে থাকে কিছু একটা করতে হবে, সেই ভাবনা থেকেই প্রথমে সাবান কেটে শিল্পকর্ম শুরু। একে একে মাটির থালা, পিঁড়ি, চক, সুপারি, ট্যাবলেটে কারিকুরি। একেবারে গ্রাম্য মেয়েটির এই অভিনব শিল্পকর্মে এলাকাবাসী আপ্লুত। মা সুচিত্রা দাসকে জড়িয়ে ধরে প্রজ্ঞার স্বপ্ন এই শিল্পকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা, সংসার বাঁচিয়ে রাখা। বাস্তবায়িত হোক প্রজ্ঞার স্বপ্ন। স্বাবলম্বী হোক প্রজ্ঞা।

আতশ কাচে

ধনুসের সোনা

ভারতের শুটার ধনুস শ্রীকান্ত টোকিওয় অনুষ্ঠিত শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ডিফলিম্পিকে পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জিতেছেন। ইভেন্টের ফাইনালে ২৫২.২ স্কোর করে বিশ্ব রেকর্ড করে সোনা জয় করেন ধনুস। ভারতেরই মহম্মদ মুর্তাজা ভানিয়া ২৫০.১ স্কোর করে রূপো ও দক্ষিণ কোরিয়ার বায়েক সিউনঘাক ২২৩.৬ স্কোর করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

ডার্বি ড্র

মোহনবাগান মাঠে এআইএফএফ এর অনূর্ধ্ব ১৮ এলিট লিগে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের ম্যাচটি ১–১ গোলে শেষ হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের প্রীতম গাইন এবং মোহনবাগানের প্রেম হাঁসদা গোল করেছে।

শুটিংয়ে রুপো

মিশরের কায়রোতে আইএসএসএফ রাইফেল–পিস্তল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ২৫ মিটার সেন্টার পিস্তল ফায়ার ইভেন্টে ভারতের গুরপ্রীত সিং রুপোর পদক জয় করেছেন। ইউক্রেনের পাভলো কোরোস্তাইলভ সোনার পদক জিতেছেন। আইএসএসএফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত বিভাগে এই নিয়ে গুরপ্রীত দ্বিতীয়বার পদক জয় করলেন। এর আগে, ২০১৮ সালে চ্যাংওয়ানে ২৫ মিটার স্ট্যান্ডার্ড পিস্তল ইভেন্টেও তিনি রুপো জয় করেছিলেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে, ৩ টি সোনা, ৬ টি রুপো এবং ৪ টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ১৩ টি পদক নিয়ে ভারত পদক তালিকায় তৃতীয় স্থানে থেকে এবারের মতো প্রতিযোগিতা শেষ করেছে।

মোদীর শুভেচ্ছা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বাংলাদেশের ঢাকায় আয়োজিত এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৫–এ ৬ টি সোনা সহ ১০ টি পদক জয় করে ইতিহাস সৃষ্টির জন্য ভারতের তীরন্দাজি দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমের এক বার্তায়, প্রধানমন্ত্রী, পুরুষদের রিকার্ভ ইভেন্টে দীর্ঘ ১৮ বছর পর ঐতিহাসিক সোনা জয়ে সন্তোষ ব্যক্ত করেন। ব্যক্তিগত ও দলগত বিভাগে অনবদ্য খেলে যেভাবে ভারতীয় তীরন্দাজরা দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন, তারও ভূয়সী প্রশংসা করেন মোদী।

বেটন কাপ

সেনা একাদশ ১২৬ তম বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুব ভারতী হকি স্টেডিয়ামে গতকাল ফাইনালে তারা ২–০ গোলে ভারতীয় বায়ু সেনাকে হারিয়ে দেয়। সিমরনদীপ সিং ও সাগর সিংগারে গোল করেছেন। বিজয়ী দলের মনপ্রীত সিং প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। আর্মি একাদশকে ১০ এবং বায়ু সেনাকে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, হকি বেঙ্গলের সভাপতি, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তীরকে, হকি অলিম্পিয়ান গুরবক্স সিং, বিশ্বকাপ জয়ী জার্মানি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক লোথার ম্যাথাউস।

ইউরো সূচি

আগামী ৯ জুন টুর্নামেন্টের কিক অফ হবে কার্ডিফের ন্যাশনাল স্টেডিয়াম অব ওয়েলস–এ। ৯ জুলাই লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে বসবে ফাইনালের আসর। ইউরো ২০২৮ একই মাঠে দু'টি সেমিফাইনালও আয়োজন করবে উয়েফা। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ড মোট ৪টি দেশ আয়োজন করছে। ২৪টি দল নিয়ে হবে ৫১টি ম্যাচ।

রাজস্থানে সাঙ্গাকারা

রাজস্থান রয়্যালসের নতুন মরসুমে ডাগআউটের কর্তৃত্ব ফিরল কুমার সাঙ্গাকারার হাতে। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক আবারও দলের হেড কোচের দায়িত্ব নিচ্ছেন। একই সঙ্গে হচ্ছেন ফ্র্যাঞ্চাইজির ডিরেক্টর অব ক্রিকেটও। অর্থাৎ, ২০২৬ মরসুমে রয়্যালসের ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি সবটাই শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটারের তত্ত্বাবধানে চলবে।

টানা তিনবার জাতীয় স্কুল গেমসে সোনা জয় বাংলার মেয়েদের

সুমনা মণ্ডল: জাতীয় স্কুল গেমসে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার মেয়েদের। উত্তরপ্রদেশের বেরেলিতে অনুষ্ঠিত ৬৯তম অনূর্ধ্ব–১৭ জাতীয় স্কুল গেমসের বালিকা বিভাগের ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রাজস্থানকে হারিয়ে সোনালি সাফল্য বাংলার। বঙ্গকন্যাদের এমন সাফল্যে খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। গ্রুপ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রি–কোয়ার্টার ওঠে বাংলার মেয়েরা। সেখানে বাংলার প্রমীলা বাহিনীর দাপটের সামনে পার পায়নি পাঞ্জাব। এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে হরিয়ানা এবং সেমিফাইনালে কেরালাকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করে বাংলা।

ফাইনালে অপ্রতিরোধ্য মেজাজে পাওয়া যায় বঙ্গকন্যাদের। চূড়ান্ত লড়াইয়ে রাজস্থানকে সরাসরি ৩ সেটে দুরমুশ করে পৌলমী, সরন্নারা। খেলার ফলাফল ২৫–১৫, ২৫–১৯, ২৫–৭। এই একতরফা জয়ে মুখ্য ভূমিকা নেয় নিতু রাজভর, পৌলমী শর্মা, সরন্না সাউ, শ্রদ্ধা সরকার, মল্লিকা রায়, তনুশ্রী রায়রা। প্রতিযোগিতার সেরা হয় হুগলির পৌলমী। সেরা মিডল ব্লকার হুগলির সরন্না সাউ। টুর্নামেন্টের মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ারের পুরস্কার পায় হুগলির নিতু রাজভর।

দলে কোচবিহার ও হুগলি থেকে সুযোগ পেয়েছিলেন ৫ জন। তাছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনা ও হাওড়া থেকে ছিলেন একজন করে। জাতীয় স্তরে এমন সাফল্যের পর ভবিষ্যতেও তাঁরা আত্মবিশ্বাস পাবে বলে মনে করছে ক্রীড়ামহল। খেলাধুলার ক্ষেত্রে বাংলা যে এগিয়ে, এটা তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। জাতীয় স্তরে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করায় নানান মহল থেকে প্রশংসা পাচ্ছে বঙ্গের প্রমীলা বাহিনী।

টেস্ট চলাকালীনই ইডেনে বসে জুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইডেনের মাঠে বসেই মোবাইলে বেটিং চক্র চালাচ্ছিল ভিন রাজ্যের ৩ যুবক। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে ইডেন থেকে ৩ যুবককে গ্রেপ্তার করলো লালবাজারের গোয়েন্দারা। ধৃতদের নাম আলতাফ খান, অঙ্কুশ রাজ এবং পাটেল পিঙ্কল কুমার। ধৃতরা মহারাষ্ট্র, বিহার এবং গুজরাটের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেনে টেস্ট চলাকালীন মাঠে বসেই বেটিং করছিল এরা। অভিযুক্তরা 'এফ–১' ব্লকে বসে মোবাইলে বেটিং চক্র চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পাই ভিনরাজ্যের ৩ যুবক ইডেনে বসে মোবাইলে বেটিং চক্র চালাচ্ছে। গোয়েন্দারা ও গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা হানা দেয় মাঠে। তথ্য মতোই এফ–১ ব্লকে হানা দিয়ে তাদেরকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। মোবাইলে বেশ কিছু অ্যাপ ব্যবহার করে তারা বেটিং চালাচ্ছিল। তদন্তকারীদের অনুমান, ম্যাচ ঘিরে বড় বেটিং চক্র চলছিল। ধৃতদের জেরা করে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, শুক্রবার থেকে ইডেনে শুরু হয় ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচ। প্রায় ৬ বছর পরে ফের ইডেনে টেস্ট ম্যাচের আসর বসেছে। তাই ম্যাচ ঘিরে দর্শকদের উন্মাদনা তুঙ্গে ছিল। প্রায় প্রত্যেকদিনই ২৫ হাজারের বেশি দর্শক টেস্ট ম্যাচ দেখতে গিয়েছেন ইডেনে।

গোলমাল রাজ্য ভলিবল সংগঠনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রিকেটের চাপে বাংলার ফুটবল প্রায় অস্তিত্ব বাঁচাতে লড়ছে। সেখানে ভলিবল, হকি, বাস্কেট বল ইত্যাদি দলগত খেলা বা তার খেলোয়াড় এই রাজ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এরই মধ্যে ময়দানের রাজ্য ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনে ব্যাপক গোলযোগ বেঁধেছে। একদল খেলোয়াড় কিছু কর্মকর্তার মদতে ৫ নভেম্বর সংগঠনের কলকাতা ময়দান

তাঁবুতে বিক্ষোভ দেখায় সংগঠনের প্রবীণ সচিব রথীন রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের উত্তরে ১৩ নভেম্বর রথীনবাবুরা তারই পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করেন। সংগঠনের তাঁবুতে ভিড়ে ঠাসা সাংবাদিকদের কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাজ্য সচিব রথীন বাবুকে। সংগঠনের সংবিধান খুলে ও অন্যান্য নথি দেখিয়ে তিনি বলেন, কোনও এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ তিনি করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা পুরোটাই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। তিনি পুরো ঘটনায় ব্যাপক দুঃখ পেয়েছেন। সংগঠনের আগামী নির্বাচনে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান না। উল্লেখ্য এই সংগঠনের সভাপতি কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তাঁর সময় পেলে পল্টুবাবুরা গোটা ঘটনা জানাবেন। সেই মতো পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনের আগে দেখা গেল ময়দানস্থিত ভলিবল তাঁবু অ্যাসোসিয়েশন হলের(মেয়ো রোড ক্রসিং) সামনে কড়া পুলিশী প্রহরা।

আগস্টের মধ্যে কলকাতা লিগ শেষ হোক: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোট ক্লাবগুলোর স্বার্থে আগস্টের মধ্যে লিগ শেষ করা উচিত বলে মনে করেন ক্রীড়ামন্ত্রী। আইএফএ–র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে এ কথা জানান তিনি। গতবারের কলকাতা লিগের বিভিন্ন ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন–রানার্স ও সেরা ফুটবলার, কোচেদের পুরস্কৃত করা হয় এই অনুষ্ঠানে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পাশাপাশি আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ সব শীর্ষ কর্তারাই উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। পুরস্কার প্রাপকদের বিশেষ পাওনা ছিল প্রাক্তন কিংবদন্তি জার্মান অধিনায়ক লোথার ম্যাথাউসের উপস্থিতি। তিনি সফল প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। গতবারের প্রিমিয়ার চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের পদক দেন লোথার ম্যাথাউস। সেরা কোচ বিনো জর্জ। সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পেলেন জেসিন টিকে। এছাড়াও সদ্য সাব জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন বাংলা দল, জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে রানার্স ও মহিলাদের সিনিয়র জাতীয় ফুটবলে রানার্স বাংলা দলকে ম্যাথাউসের হাত দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে এসে ক্রীড়ামন্ত্রী আইএফএকে আগস্টের মধ্যে লিগ শেষ করার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, 'সব লিগেই কষ্ট করে ফুটবল পাগল মানুষ সর্বস্ব দিয়ে দল গড়ে। ছোট ক্লাবগুলো চেষ্টা করে বড় দলগুলোকে আটকে দেওয়ার। বড় দলগুলোকে হারিয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় আসার। কিন্তু আগস্ট মাসের পর লিগ চললে আর ছোট দলগুলো দল ধরে রাখতে পারে না। ফুটবলারগুলোকে আটকে রাখা যায় না। কলকাতা লিগ অন্তত আগস্ট মাসের মধ্যে শেষ হোক। তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। বড় ক্লাবের সঙ্গে সারা বছর ফুটবলার থাকে। ছোট ক্লাবের জন্য এমনভাবে লিগ করা উচিত যাতে আগস্টের মধ্যে লিগ শেষ হোক। আমি আইএফএকে অনুরোধ করবো, আগামী বছর থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে যেন লিগ শেষ করা যায়।' এদিন ঘরোয়া লিগের রেফারিং নিয়েও সমালোচনা করেন তিনি। তিনি আরও যোগ করেন, 'রেফারিংয়ের জন্য অনেক ছোট ক্লাব সর্বস্ব দিয়ে দল গড়েও পিছিয়ে পড়ছে শুধুমাত্র খারাপ রেফারিংয়ের জন্য। এই রেফারি ম্যানেজটাকেও বন্ধ করতে হবে।' কয়েকদিন আগেই গড়াপেটা কাণ্ডে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে বেশ কয়েকজন। কলকাতা পুলিশের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ ক্রীড়ামন্ত্রীর। তিনি আরও বলেন, 'মাঠে গড়াপেটা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আপনারা লড়াই করেছেন। আপনারা আমাকে বলেছিলেন। আমি কলকাতা পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। কলকাতা পুলিশ আর প্রশাসনকে সাধুবাদ জানাই। কলকাতা পুলিশ সেই চক্রকে ধরছে। আরও ধরা পড়বে। তাদের সাধুবাদ জানাই।'

ক্যানিংয়ে এমএলএ কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে আগামী ২০ ডিসেম্বর ক্যানিংয়ে শুরু হবে 'ক্যানিং এমএলএ কাপ–২০২৫ ফুটবল টুর্ণামেট'। শনিবার রাতে ক্যানিং বিধায়ক কার্য্যালয়ে এক

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লটারীর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী ৮টি দলকে বাছাই করে নেওয়া হয়। গ্রুপ 'এ' ও গ্রুপ 'বি' দুটি বিভাগে খেলা হবে।

উল্লেখ্য মিঠাখালী প্রতিলিপি সংঘের পরিচালনায় ১০ম বর্ষের ক্যানিং এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টের উদ্যোক্তা মাতলা–১, মাতলা–২ ও দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত। সহযোগিতায় রয়েছেন ক্যানিং নিউ ষ্টার, সংহতি ও শিরিষতলা ক্লাব। ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে ২৮ ডিসেম্বর। টুর্ণামেন্টের মোট পুরষ্কার মূল্য ৬০ লাখ টাকার অধিক। ফাইনালে জয়ী ও রানার্স দলের হাতে নগদ ১১ ও ৯ লাখ টাকা, চাঁদমুনি দাস ও বিহারী লাল দাস স্মৃতি সুদৃশ্য ট্রফি, বাইক ও সোনার চেন তুলে দেওয়া হবে। বাছাই পর্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস, টুর্ণামেন্ট কমিটির সভাপতি উত্তম দাস, সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস সহ জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অরিত্র বসু, ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রদূত রায়, দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায়, তন্ময় দেবনাথ, তপন জানা, প্রদীপ দাস, বিশ্ব দাস, বিপ্লব ঘোষ, গোপীবল্লভ নস্কর সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

বিশ্বকাপের স্বপ্ন দেখা যেন না থামে: ম্যাথিউজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তথা আইএফএ–র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন জার্মান ফুটবল দলের অধিনায়ক তথা কিংবদন্তি ফুটবলার লোথার ম্যাথিউজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, কার্তিক শেঠ, ভাস্কর গাঙ্গুলি, কম্পটন দত্ত, নাসির আহমেদ, রঞ্জিত মুখার্জী, দীপক মণ্ডল, বিদেশ বসু, সুমিত মুখার্জী, সঞ্জয় মাঝি, দীপেন্দু বিশ্বাস, বিশ্বনাথ মণ্ডল, মেহতাব হোসেন, ফাল্গুনী দত্ত এবং গৌতম ঘোষ সহ একঝাঁক প্রাক্তন ফুটবলার। সেইসঙ্গে, ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত এবং অজিত বন্দোপাধ্যায়। সবাইকে স্বাগত জানান সচিব অনির্বাণ দত্ত।

বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন জার্মান অধিনায়ক লোথার ম্যাথিউজ

প্রিমিয়ার ডিভিশনের সেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেরা রেফারি, অনূর্ধ্ব–১৩, অনূর্ধ্ব–১৫, অনূর্ধ্ব–১৭, ইউথ লিগ সহ নার্সারি ডিভিশন, কন্যাশ্রী কাপ,পঞ্চম থেকে প্রিমিয়ার ডিভিশনের সকল চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে এবং প্রতিটি বিভাগের সেরা কোচ, সবোর্চ্চ গোলদাতাদের পুরস্কৃত করা হয় আইএফএ–র তরফ থেকে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ডিভিশনের জন্য ফেয়ার প্লে ট্রফি দেওয়া হয়। সদ্য সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলা দল। সেই সঙ্গে জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে রানার্স ও সিনিয়র মহিলা জাতীয় ফুটবলে রানার্স বাংলা দলকে সংবর্ধিত করা হয় রবিবার। এই অনুষ্ঠানে ময়দান থেকে শুরু করে জেলা ফুটবল পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। আইএফএ'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে ম্যাথিউজ বলেন, 'আমি জানি ভারতের ফিফা ক্রমতালিকায় ১৩৬। কিন্তু সময় লাগুক। সঠিক শিক্ষা আর শিক্ষক পেলে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার স্বপ্ন দেখাই যায়।'

নাইটে সহ কোচ ওয়াটসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহকারী কোচ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষের তরফে ওয়াটসনের নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ওয়াটসন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তিনি খেলোয়াড় ও কোচিং গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার জন্য ও কে কে আরকে আরেকটি আইপিএল ট্রফি জয়ে সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। কেকেআরের সিইও ভেংকি মাইসোর জানিয়েছেন, কেকে আর পরিবারে শেন ওয়াটসনকে স্বাগত জানাতে পেরে, তারা অত্যন্ত আনন্দিত। খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে তার বিশাল অভিজ্ঞতা দলের সংস্কৃতি ও আইপিএল এর জন্য প্রস্তুতিতে বিরাট সহায়ক হবে। টি –২০ ফরম্যাট সম্পর্কে তার ধারণা বিশ্ব মানের, মাঠের ভিতরে ও বাইরে ওয়াটসন কি ভূমিকা পালন করেন তা দেখার জন্য তারা উদগ্রীব। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৫৯ টি টেস্ট, ১৯০ টি একদিনের ম্যাচ ও ৫৮টি টি–২০ ম্যাচ খেলেছেন ওয়াটসন। ১০ হাজারের উপর রান করেছেন, ২৮০ এর বেশি উইকেট নিয়েছেন। ২০০৭ ও ২০১৫ সালের একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেট জয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের সদস্য ছিলেন ওয়াটসন। ১২ বছরের আইপিএল কেরিয়ারে রাজস্থান রয়ালস ও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে মোট ১৪৫ টি ম্যাচ খেলেছেন ওয়াটসন। এছাড়াও করেছেন ৪ টি শতরান। দুই দলকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করার পিছনেও তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। অবসর নেওয়ার পর বিশ্বব্যাপী টি –২০ লিগগুলিতে বিভিন্ন দলের কোচের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাকে।

কেকেআরের তালিকায় বাদ ভেঙ্কটেশও!

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্রে রাস। ব্যাটে হোক বা বলে, নাইটের কাছে এতদিন তিনিই ছিলেন তুরুপের তাস। দীর্ঘদিনের সম্পর্কেই এবার ছেদ পড়ল। আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে কলকাতা নাইট রাইডার্সের একসঙ্গে পথ চলা থামল। আইপিএলে যা অন্যতম বিচ্ছেদ। ২০০০ রান ও ১০০ উইকেট, যে কৃতিত্ব আইপিএলে মাত্র ২ ক্রিকেটারের, তাঁদের একজন কলকাতার ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল। আর তাঁকেই এই মরশুমের আগে অফিশিয়ালি রিলিজ করে দিল কেকেআর।

আইপিএল ২০২৬–এর নিলাম যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উত্তেজনা। জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরেই হবে নিলামটি। নভেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যেই দলগুলোকে খেলোয়াড় ধরে রাখার তালিকা জমা দিতে হবে। তারই ঝাড়াই বাছাই শুরু করে দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলো। কলকাতা তারই প্রথম পদক্ষেপে 'এন্টারটেইনার'কে বাদ দিয়ে দিল। আসলে আন্দ্রে রাসেল টি–২০ ক্রিকেটের কিংবদন্তি হলেও বয়স ও ফিটনেস এখন তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই যাকে ২০২৫ মেগা অকশনের

আগে ১২ কোটি টাকায় ধরে রাখা হয়েছিল, তাঁকে নিয়েই ২০২৬ মরশুমের আগে সিদ্ধান্ত বদলে গেল। ২০১৪ সালে কেকেআর দলে যোগ দেন রাসেল। টানা ১০ বছর নাইট জার্সিতে খেললেও শেষ কয়েক মরশুমে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরম্যান্স করতে পারেননি তিনি। ফলে, যেন বোঝা হয়ে উঠছিলেন। পেশাদার দুনিয়ায় আবেগের স্থান নেই। তাই আর জায়গা হল না দ্রে রাসেরও। এতদিন একাধিক ম্যাচ জেতানো নায়ক হয়ে উঠেছিলেন নাইটদের হৃদস্পন্দন। রাসেলের আইপিএলে রয়েছে ১৪০ ম্যাচে ২৬৫১ রান ও ১২৩ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব।

২০২৫ মশুমের ব্যর্থতা কেকেআরকে কঠিন জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে নিয়েও তাই একই পথ নিল কেকেআর। ২০২১ মরশুমে হঠাৎ উত্থান এবং ফাইনালে দলের পৌঁছনোর নেপথ্য নায়ক হওয়া সত্ত্বেও পরে সে ছন্দ আর বজায় রাখতে পারেননি। গতবার ২৩.৭৫ কোটি টাকা দিয়ে তাঁকে রাখলেও এ বার মোহভঙ্গ হল নাইটদের।

কাদের রিটেন করল কেকেআর

অজিঙ্ক রাহানে, অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, অনুকুল রায়, হর্ষিত রানা, মণীশ পাণ্ডে, রমনদীপ সিং, রিঙ্কু সিং, রভম্যান পাওয়েল, সুনীল নারিন, উমরান মালিক, বৈভব আরোরা, বরুণ চক্রবর্তী।

আর কাদের বাদ দিল কেকেআর

আন্দ্রে রাসেল, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, মইন আলি, কুইন্টন ডি কক, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, অনরিখ নর্খিয়া, চেতন সাকারিয়া, লুভনিথ সিসোদিয়া, ময়ঙ্ক মার্কণ্ডেয়, স্পেনসার জনসন।

বিদেশের মাটিতে প্রথম, মেয়েরাও হারাল ইরানের ক্লাবকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদেশের মাটিতে জ্বলে উঠল লাল–হলুদের মেয়েরা। মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে ইস্টবেঙ্গল ৩–১ গোলে হারাল ইরানের ক্লাব বাম খাতুন এফসিকে। ইস্টবেঙ্গলই ভারতের প্রথম ক্লাব, কোনও প্রতিযোগিতায় ছেলেদের ও মেয়েদের দু'বিভাগেই ইরানের ক্লাবকে হারাল। তাতেই তৈরি হল ইতিহাস। অতীতে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে লাল হলুদের ছেলেরা ১–০ গোলে হারিয়েছিল ইরানের পাস তেহরানকে। আর এবার মেয়েরা জয় পেল, তাও আবার ৩–১ গোলে।

ইরানের ঘরোয়া লিগে ১১ বারের চ্যাম্পিয়ন দল, যেন পাত্তাই দিল না লাল হলুদের মহিলা ব্রিগেড। তিন গোল দিলেও, আরও বেশি গোলেই জিততে পারত ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের একদম শুরু থেকেই দাপট দেখাতে শুরু করে লাল হলুদ। ৪ মিনিটের মধ্যেই শিলকি দেবীর গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ৩২ মিনিটে উগান্ডার স্ট্রাইকার ফাজিলার গোলে ব্যবধান বাড়ে। তবে প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে পেনাল্টি পায় ইরানের দল। মোনা হামুদির গোলে ব্যবধান কমায় বাম খাতুন। প্রথমার্ধ শেষে খেলার ফলাফল ছিল ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে ২–১। দ্বিতীয়ার্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। আর গোল না হলেও, শেষদিকে চাপ তৈরি করে লাল হলুদ বাহিনী। তাতেই ফল মেলে। প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে নানজিরির দুরন্ত শটে বল জালে জড়িয়ে নিশ্চিত করে ৩–১ জয়। গত মরসুমে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ জিতে ইতিহাস গড়ে এশিয়ার মূল পর্বে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। আগস্টে প্লে–অফে ফনম পেন ক্রাউন ও কিচি এসসি–কে হারিয়ে গ্রুপ–স্টেজের টিকিট পেয়েছিল তারা। কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই ম্যাচ জেতায় আত্মবিশ্বাস বাড়বে নিশ্চিত অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েদের। টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে, পাশাপাশি সেরা দুটি তৃতীয় স্থানের দলও শেষ আটে প্রবেশ করবে। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে ইস্টবেঙ্গলের প্রয়োজন ৪ পয়েন্ট। আপাতত সেটাই লক্ষ্য লাল হলুদের।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com